প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৭১
ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
আবু আহমদ ভুইয়া
প্যারাডাইস প্রিন্টিং প্রেস
৬৪, বেচারাম দেউড়ী ঢাকা-১

লোকসাহিত্য সংকলন—৪৩

রংপুরের পালাগান

(প্রথম খণ্ড)

মফিজুল ইসলাম
সম্পাদিত

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৯১
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

পাণ্ডুলিপি : ফোকলোর উপ-বিভাগ

বা. এ. / ১৫৯৪

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রণে
রেক্স রোটারী সার্ভিস
১২৫, পশ্চিম রামপুরা
ঢাকা

প্রচ্ছদ : কাজী হাসান হাবিব

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

RANGPURER PALAGAN (A Collection of Ballads of Rangpur) edited by Mafizul Islam, Published by Bangla Academy, Dhaka. First edition ; February, 1985.
Price ; Taka Fifty only. US Dollar : 5

রংপুরের পালাগান

বোকার কাহিনী

কাহিনীটি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক সরদার মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম ও ডাকঘর—পারুলিয়া, থানা দেবহাট্টা, জিলা—খুলনা। তিনি এটি সংগ্রহ করেছেন জনাব মজিবর রহমান (পারুলিয়া) এর কাছ থেকে। সংগ্রহকাল—১৯৭১ ইং।

বোকার কাহিনী

কাহিনী সংক্ষেপ

এক দেশে এক রাজার একমাত্র একটা মেয়ে ছিল। রাজার মেয়ে যখন বিবাহের উপযুক্ত হইল তখন রাজা ঠিক করিল একমাত্র কন্যাকে একটি জ্ঞানীগুণী ছেলে দেখিয়া বিবাহ দিবেন। সেই মোতাবেক বিভিন্ন দেশ হইতে রাজা বাদশাহরা আসিতে লাগিল। কিন্তু সেই রাজার পণ্ডিতের নিকট সবাই হারিয়া যাইতে লাগিল।

অবশেষে আসিল এক রাজার এক মূর্খ জোলা। সে তার বুদ্ধির বলে রাজার পণ্ডিতদের হারাইয়া দিল এবং তার রাজার ছেলের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হইল। তখন রাজকুমারের বাবা খুশী হইয়া জোলারে কিছু যায়গা-জমি দান করিল। জোলা তাই নিয়া বসিয়া বসিয়া সুখে শান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিল।

কাহিনী শুরু

এক দেশে এক রাজা ছেল। রাজার নাম-ধাম ছেল খুব। সেই রাজার এক মেইয়ে ছেল। মেয়েটা দেখতি দেখতি একেবারে বে'র উপযুক্ত হইয়ে পড়লো। রাজার আর কোন ছেলে মেয়ে নেই। রাজা মনে মনে ঠিক করলো, আমার মোটে একটা মেইয়ে— মেয়েটারে একটু দেখে শুনে একটা জ্ঞানী গুণী লোকের সঙ্গে বে দেব।

রাজার বাড়ী ছেল এক হারেহাচ্ছ পণ্ডিত। রাজার নিজির রাজ্যের মধ্যে যত লেখাপড়া জানা মানুষ পেইয়েচে তারেই পণ্ডিত বানাইয়ে রেখেচে। সব কাজ-কাম রাজা এই পণ্ডিতদের মতামত নে করে। রাজা চতুরদিগে ঢেরি পিটিয়ে দেল আর বললো, 'যে বাহাজ[1] করে আমার পণ্ডিতদের হারাতি পারবে তার সঙ্গে আমার মেয়ে বে দেব। তখন রাজ্যের মধ্যি থেকে অনেক লোক এসে পণ্ডিতদের সাথে বাহাজ করে হেরে গেছে। অনেক দেশ-বিদেশ থেকে রাজা-বাদশারা এসেও হেরে গেছে। তখন আর কেউ আসতি সাহস করে না। এই হারেহাচ্ছ পণ্ডিতরে আর কেউ হারাতি পারবে না আর রাজার মেয়েও বে[2] করতি পারবে না।

আর এক দেশে ছেল এক জোলা। জোলা একদিন শশুর বাড়ী বেড়াতি গেল, বেড়াইয়ে আসার সময় দেখে এক গেরামের একজোন গিরেস্তের দুইডা হালের গরু চোরে একটা বাগানের মধ্যে বেন্দে[3] রেখেছে। জোলায় গরু দুটো সরাইয়ে আর এক জায়গায় বেন্দে রেখে এসলো।[4] তারপর জোলা বাড়ী এসলো। বাড়ী এসে শোনে, যে যায়-গায় জোলা গরু বেন্দে রেখে এইয়েছে ঐ যায়গায় একটা লোকের দুটো গরু চোরে নে গেছে।[5] তখন জোলা বললো, 'আমি যদি গুণে বেচে কইলে দিতি পারি ত আমারে কি দিবা?' তখন ওরা কলো 'যদি তুমি কইয়ে দিতি পার আর আমাগো এত টাকার গরু দুইটা যদি পাই, তা হলি তোমারে প'চিশটা টাকা দিবো।' এই কথা শুনে জোলা কলো 'অমুক যায়গায় অমুক গেরামে অমুক জংগোলের মধ্যি চোরেরা নে গরু

১। তর্ক ২। বিবাহ ৩। বাঁধিয়া ৪। আসিল ৫। লইয়া গিয়াছে।

দুইটা বেন্দে রেখেছে। তোমরা তাড়াতাড়ি যাও। যাই শেষে যদি গরু না পাও ত আমার দোষ না।'

এই কথা শুনে গেরোস্তো তাড়াতাড়ি করে সেখানে গেল। যেইয়ে দেখে গরু দুটো ঠিক সেখানেই, যেখানে জোলা যেরামভাবে[১] বলে দেছে। ঠিক সেইরাম ভাবে বান্দা রইয়েচে। তারা গরু নে বাড়ী এখো। বাড়ী এসে জোলারে পঁচিশটা টাকা দেলো। জোলার এই গোনার কথা চারিদিকে ছড়াইয়ে পড়লো। লোকে বলাবলি করতি লাগলো, 'অমুক জোলার গোনা বড় কারিন্দা,[২] একেবারে ঠিকঠাক বলে দিতে পারে।'

কাছেই ছেল সেই দেশের রাজার বাড়ী। রাজার বাড়ী থেইকে একদিন এক বড় দাম বাটি হারাইয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বাটিডা মোটে পাচ্ছে না। শেষে একজন কলো, 'অমুক গেরামের অমুক জোলা ভাল গোনা জানে। একেবারে ঠিকঠাক বলে দিতি পারে মাল কোথায় আছে।' তখন রাজা হুকুম দেলো, 'জোলারে নে এসো, দেখি জোলা বলতি পারে কি না।' রাজার হুকুম পেয়ে একদল লোক যেইয়ে জোলারে ধরে আনতি গেল। জোলার বাড়ী যেইয়ে কলো 'রাজার হুকুম, একখুনি রাজার বাড়ী যাতি হবে। তুমি নাকি ভাল গনা জান। রাজার বাড়ী একটা বাটি হারাইয়ে গেছে। ওটা গোনে বলে দিতি হবে। মোটে দেরী করার সময় নেই।' এই কথা শুনে জোলার মাথায় একেবারে আকাশ ভেঙে পড়লো। জোলা মহা ফ্যাপরে পড়ে গেল। এখন আর না-ও করতি পারে না। না করলি মান-কান[৩] আর থাকবে না। শেষে নজ্জায়[৪] আর গেরামে মুখ দেখাতি পারবে না। জোলা গড়ি-মসি করতি লাগলো। তারা জোলারে ধরে রাজার বাড়ী নে গেল। সারা পথ চিন্তা করতি করতি জোলার গলা শুকুয়ে[৫] গেল। রাজার বাড়ী নে জোলারে হাজির করলো। রাজা কলো, 'আজ কয়দিন ধরে আমার একটা বাটি হারাইয়ে গেছে। তুমি বলে খুব ভাল গনা জান, মাল কোথায় থাকে তা তুমি

১। যেমন ২। কার্যকরী ৩। মান-সম্মান ৪। লজ্জায় ৫। শুকাইয়া

বলে দিতি পার। ঠিক করে গুনে বেচে দেও ত বাটিডা কোথায় আছে। আর না হলি তোমার গোনাগিরি একেবারে ছুটুই[১] দেবো।"

একথা শুনে জোলার পরান ভয়ে গাচে উঠে গেল। রাজার বাড়ীর ঠাকুর ঘরে যেইয়ে জোলা মাটির মধ্যি এমনি একডা দাগ দেয়, ওমনি একডা দাগ দেয় আর খালি চিন্তা করে। রাজার বাড়ীর দাসী ওখানদে শুধু ঘুরতেলো।[২] জোলা মাথাটা নীচো করে কলো, 'বিদি কি দায় ফেলাজি?' দাসী এই কথা শুনে একে দোড় দে এসে জোলার পা জড়াইয়ে ধরলো আর বললো, 'গোণক মশাই, গোণক মশাই আমার কথাডা কইও না। বাটিডা চালের বস্তার নীচে আছে। আমার কথা রাজা শুনলি আমার চাকরীডা তো যাবে, আবার আমার জীবন নে টানাটানি বাদবে।' জোলা পেরথমে[৩] ব্যাপারটা বুঝতি পারিনি, শেষে হঠাৎ মাথায় খেললো—সে আর কিছুই না। দাসীর নামই "বিদি"। আমি যে বিদি বলেচি এতে দাসী মনে করেচে গনে-বেচে তো আমার নাম বের করে ফেলেচে। এর জন্যিই এসে আমার পা প্যাচাইয়ে ধরেচে আর বাটির খবর বলে দেচে। থাক আমার আর নাম বলে লাভ কি? আমি যখন জিনিষির সন্দান পাইচি তখন আর নাম দে আমার কি হবে? আমিও বাঁচি আর অও বাঁচুক।' দাসী দেখতেলো যে জোলা বলতি পারে কি না পারে। দাসী চুরি করে এই জন্যিই ওর মনে ভয় হেল আর তাই ও ঘোরাফেরা করতেলো। জোলা যেইয়ে রাজার কাছে কলো, 'রাজা মশাই আমি গুনে বেচে অনেক কষ্টে বের করিচি—আপনার বাটিডা এই চালের বস্তার নীচে আছে। এই কথা শুনে দোড়ুদে গে ঐ বস্তার চাল সব ঢেলতি লাগলো। বাটি ঠিকই বস্তার তলায় পেলো। রাজা খুশী হইয়ে জোলারে দশটা টাকা দে বিদায় করে দেলো। রাজা মনে করলো, জোলা নিশ্চয়ই খুব ভাল গোণক, তা না হলি কি করে বলে দেলো যে বাটিডা বস্তার তলায় আছে।' এইবার জোলার নাম আরও ছড়াইয়ে পড়লো আর জোলা মনের খুশীতে

১। ছাড়াইয়া অর্থাৎ শেষ। ২। ঘুরছিল। ৩। প্রথমে

নাচতি নাচতি বাড়ী ফিরল। জোলারে এখন লোকে আর জোলা কয় না—এখন কয় গণোক মশাই।'

জোলার বাড়ীর কাছে যে রাজা সেই রাজার এক ছেলে বে-র লায়েক হইয়েচে। রাজা এক এক জায়গায় সমন্দ চায় কিন্তুক আসে না। একদিন মন্ত্রী রাজারে কয়, রাজা মশায়—'অমুক দেশের অমুক রাজার এক মেইয়ে আছে। কত জায়গা থেকে কত সমন্দ এইয়েছে কিন্তুক কোন খানে হয় না। ঐ রাজার বাড়ী আছে হারেহান্দ পণ্ডিত। রাজা জানাইয়ে দেছে, যে আমার এই পণ্ডিতগো হারাতি পারবে তার কাছেই আমার মেইয়ে বে দেবো। 'এ পরযোনতো[১] কেউ হারাতি পারেনি আর রাজার মেইয়েরও বে হয়নি। আপনার এই জোলা যেরাম গোণা জানে, যদি তারে নে যান তাহলি আমার মনে হয় ঐ জোলা ঠিকই হারাইয়ে আপনার ছেলের বে দে আনতি পারবে।

পণ্ডিতরা বই নিয়ে শেন্[২] পণ্ডিত, গোনাই বাছাইত আর পণ্ডিত না। আপনি দেখেন কথাডা চিন্তা করে ঠিক কি না।' রাজা খানিক চিন্তা করে শেষে কলো, 'কথাডা মিথ্যে না। সে দেখা যাক, পারা যায় না যায় সে হলো অন্য কতা। এখন এক কাজ করো, জোলারে ডাক দেখি আর ওর সঙ্গে খানেক পরামরশো করে নেওয়া যাক।' মন্ত্রী জোলারে ডেকে রাজার বাড়ী নে আসলো। আসার সময় সারা পথই জোলা চিন্তা করতে লাগলো, 'একবার তো কোন গতিকে বিপদ কাটাইয়ে আইচি, এইবার আবার কি হয় তাত ঠিক নেই। দেখি বিদি কি করে।'

জোলা রাজার বাড়ী গেলো। রাজা কলো, 'অমুক দেশের রাজার নাকি চের বয়সের একটা মেইয়ে আচে। ঐ রাজা সারা দেশে জানাইয়ে দেছে যে ঐ রাজার হারেহান্দ পণ্ডিতের সঙ্গে বাহাজ ক'রে যে জিততি পারবে তার সঙ্গে তার মেয়ের বে দেবে। অনেকে এসে বাহাজ করেচে কিন্তুক কেউ জিততি পারিনি। আমার মনে হয় তুমি যে রকম গোনা জান তোমার সাথে ওরা পারবে না। ওরা বই পুস্তকে শেন্ পণ্ডিত।

১। পর্যন্ত ২। বড়

সোনায় বাচায় ত আর পণ্ডিত না। তোমার সঙ্গে ওরা কিছুতেই পারবে না। তুমি যদি ইচ্চা করো তাহলি দুচার কথায় ওদের হারাইয়ে দিতি পারবা। যদি পণ্ডিতরা হেরে যায় তাহলি আমাগো ওর বেদে আনতি পারবো। দুই-চার দিনের মধ্যি আমরা যাব, তুমি বুজে[১] শুনে, শুনে বেচে ঠিক-ঠাক করে নেও।' কথা শুনে জোলা ভাল-মন্দ কিছু কয় না। জোলার মাথায় যেন আকাশ ভেংগে পড়েচে। জোলা চিন্তা করে, এত রাজ-রাজারা যেখানে হেরে গেছে সেখানে আমি আর কি করবো। এতদিন যা হয় হইয়েলো, এইবার যে কি হয় তার ঠিক নেই। নাম-ধাম যা একটু অহেক ছেল তা বুঝি এবার গেল। জান থাকে কি না তারও ঠিক নেই। এক বিদি এখন ভরসা। রাজা কয়, 'আর চিন্তা-ভাবনা করে কোন লাভ হবে না। তোমার গলায় ওদের হারাইয়া দিতি হবে। আর যদি ছং চং কর তাহলি তোমার ১৪ বৎসরের জেল দেবো। যাও এখন বাড়ী যাও। বাড়ীগে চিন্তা-ভাবনা করে শুনে-বেচে ঠিকঠাক করো।' জোলা আস্তে আস্তে রওনা দেলো। রাজা বললো, 'এই তোমরা কে আছ, যাও জোন কয়েক ওর সঙ্গে যাও। বেডা এই কথা শুনে বাড়ী থেকে ভাগতি[২] পারে। আজ তোমরা যাও। কালকে জোলারে চিন্তা করতি দেলাম, পরশু এসে পারবে কিনা তা বলবা। যদি পারব না কয়, তাহলি তখন আর ছাড়াছাড়ি নেই। সঙ্গে সঙ্গে নে চৌদ্দ বছরের জন্যি কারাগারে নে থোবা[৩]। বেডার গোনক নামটা একেবারে ছুটুইয়ে দেবো।' জোলা বাড়ী গেল। জোলার সঙ্গে জন কয়েক রাজার বাড়ীর লোকও আসলো।

জোলা বাড়ী এসলো খাতি দাতি। সব সময় জোলারে রাজার লোকেরা চোখে চোখে রাখে। জোলার চিন্তায় খাওয়া দাওয়া একেবারে বন্ধ হইয়ে গেল। জোলা রাত্তিরি বোর কাছে শুইয়ে শুইয়ে বললো, আজ রাত পোয়ালি ত রাজার বাড়ি যায়ে কিছু না একটা বলতি হবে। খামাকা না বলে চোদ্দ বছরের জন্য জেলে যাব কের জন্য। আগে

১। বুঝিয়া ২। চলিয়া যাইতে পারে। ৩। রাখিবে।

যাইন, তারপর পারি না পারি সে হলো পরের কথা। বউ কয়' ঠিকত, যদি ঐ কোন পোরকারে[১] হেরে যায়, পারব না বলে আগে থেকে বিপদে পড়ে লাভ কি।'

রাত পোহাল আর জোলারে রাজার লোকেরা রাজার বাড়ী নে গেল। জোলা সারা পথ ধরে চিন্তা করতি লাগলো। রাজার কাছে গে জোলা কলো, 'রাজা মশাই, আমি ঐ হারেহাল্ছ আর পনের শ পণ্ডিতগো ভয় করিনে। আপনি লেখা হোক আর অলেখা হোক সাত মোন কাগজ, বই-পত্র আনান। ঐগুলোরে নে সাতটা বোঝা বানান। ঐগুলো আমার সঙ্গে নিতি হবে। তারপরে দেখবেন ওরদের কেরাম করে প্যাচে ফেলাই। রাজা বুঝলো ঠিকতো বেডা পারবে। রাজা জোলার কথামতো বই-পত্র সাত মোন জোগাড় করে সাতটা বোঝা বানাল। রাজা একটা তারিখ ঠিক করে জোলারে খুব ভাল করে সাজালো। জোলারে এখন আর কেউ জোলা বলতি পারে না। রাজার পালের বড় হাতিডার মধ্যি জোলারে বসালো। এর পর রাজা রওনা দেলো। সঙ্গে করে রাজার ছেলেরে নেল[২]। উজির-নাজির চাকর-বাকর আরও খানিক গোন্য মান্য লোকজোন রাজা সঙ্গে করে নেল। জোলা যখন হাতির পিঠে বসলো তখন হাতির মাউৎ হাতি চালাতি লাগলো। তার পর সাত বস্তা কাগজ পর পর সাতটা ঘোড়ার পিঠে তুলে দেলো। তারপর থাকলো রাজা আর মন্ত্রী। এর পর আর সকলে থাকলো। রাজার বাড়ী থেকে খানিক দূরে এসে জোলা একটা শ্লোক বানালো :

"রাম রাজা ধ্বনি ধর,
সাজাইল চৌ ধল,
খান সাজাইল ইন্দুর পুরি রাজা।"

জোলা এই কথাডার মানে করলো, 'রাজা যেমন নামে কামেও তেমন। সপগুলি যেরাম বেগে যাচ্ছে আর আমোদ-সামোদ করতেছে তাতে মনে হয় যেন ইন্দুর পুরি রাজার মতন মেলা করতেছে।

১। প্রকারে ২। লইল।

আর খানিক দূরে এসে জোলা দেখে, এক গউলা[১] এক দুধের ভাড় মাথায় নে কেন্তেছে। ভাড় এত ভার হইয়েচে যে ও ওই গওলা মোটে চাগাতি[২] পারতেছে না। আর যদি ফেলাইয়ে দেয়, তাহলি দুদির ভাড় ভেঙ্গে যাবে। আর দুদ সব পড়ে যাবে। আবার ওদিকে ভারের চোটে দোম[৩] ফেলাতি, পেরতেছে না। এদিকি দুদির মায়াও ছাড়তি পারেনা, আবার ওদিকি জানও বাচে না। এই দেখে জোলা আর এক শেলোক বানালো :

আর খানিক দূরে এসে
কান্তেছে বসে
যদি ওর নাগাল পাতাম
কিমটি হরি নাম ফাটাতাম,
মুকে দেতাম থুক,
তবে যেত আমার মনের দুক।

জোলা এই কথার মানে করলো—'যে লোক ওই বেটার মাথায় এত বড় বোজা দেছে, সে বেটারে বোঝাডা দেবার সময় চিন্তা করতি হতো, এই লোকটা এই বোঝাটা চাগাতি পারবে কিনা। এখন ও বেটার জীবনডা যায়। যদি আমি ঐ বেটার নাগাল পাতাম তাহলি ওর মারির চোটে একেবারে ফাঁটাইয়ে ফেলতাম। তবে আমার মনের দুক যেতো।' এই ভাবে জোলা দুডো শোললোক বেনলো[৪]। তারপর জোলা আর কিছুদূর এসলো। বাদ্য বাজানোর জন্য যতদূর বাদ্যের শব্দ যায় ততদুর থেকে গেরামের ছেলে-মেয়ে সবগুলি দোড় মেরে আসে দেখতে যে, কারা এত শোরে বাজনা বাজাতি যাচ্ছে। একটা বাড়ীর কাছে দে যখন যাচ্ছে তখন দশ-বারো বছরের একটা মেয়ে দোড় মেরে সঙ্গে সঙ্গে আসতেলো আর নিচের দিকে না চেয়ে শুধু উপরের দিকে চেয়ে হাটতেলো আর হঠাৎ হোচট[৫] খেইয়ে পড়ে যেইয়ে মেয়েডার মাজাডা[৬] একেবারে ভেঙ্গে গেল। মেয়েডা

১। যাহারা দুধ বিক্রয় করে ২। উত্তোলন। ৩। শ্বাস।
৪। বাধিল। ৫। ধাক্কা। ৬। কোমর।

কেবল ওখানে পড়ে চেচাঁতি[১] লাগলো। জোলা হাতির পিঠে বসে তখন একটা শোললোক বানালো—

"উনচল চুনচল ঠাই।
উলটন জরে চাই,
স্যান ভেংলো শান্তি কন্যার মাজা।"

এই শোললোক নে মোট তিনটে শোললোক হলো। জোলা মনে করলো, এই তিনটে শ্লোক সে বলবে। এর পর যদি আরও দরকার পরে তখন পরে দেখা যাবে। আগে এই তিনডার উত্তরই দেক। খানিক পরে যেইয়ে রাজার বাড়ীর সামনে দাড়াইয়ে থাকলো আর বাজনা বাজাতি লাগলো। তখন রাজার বাড়ী থেকে লোকে এসে জিজ্ঞাসা করতি লাগলো 'আপনারা কোর জন্যি আইচেন?' রাজার পক্ষে তখন কলো, আমরা রাজার মেইয়ের বের বাহাজ করতি আইচি। এই খবর রাজার কাছে গেল। রাজা মন্ত্রী সগগুলি ওদের সাজ সজ্জা দেখে অবাক হইয়ে গেল। রাজায় হুকুম দিল 'বাড়ীতে উঠ্য়ে আনো।' ওরা এসে সবাই বসলো। রাজা পণ্ডিত-দের সগগুলির তৈরী হতি বললো। রাজার সবা বসে গেল। আর এই দিকে এই রাজার পক্ষের লোকদেরও বসার সুযোগ-সুবিধে করে দেলো।

ওই রাজার পক্ষের মধ্যি জোলারে একেবারে সগগুলির মধ্যি বসালো। আর রাজা কইয়ে দেলো 'এই আমার একমাত্র পণ্ডিত। এই পণ্ডিত আপ-নার হারেহাল্ছ পণ্ডিতের সঙ্গে একলা বাহাজ করবে। আমার এই পণ্ডিত যে কতখানি লেখাপড়া জানে তা আমি বলতি চাইনে তবে উনি একেলা বাহাজ করবার জন্যি সব বই-পত্র আনেনি, মাত্র সামান্য কয়টা বই-পত্র এনেচে। এতেই সাত মন হইয়ে গেচে।' ঐ রাজায় এই কথা শুনে অবাক হইয়ে গেল। মনে করলো, 'যে লোক একলা বাহাজ করার জন্য সাত মন কাগজ-পত্র আনছে সেও আবার দরকারী দরকারী গুলি, সব-গুলো আনলি না জানি কয় মন হতো। আচ্ছা দেখা যাক। বাহাজ বাজলেই দেখা যাবে কে কত খানি। ঐ রাজা পণ্ডিতগো হুকুম দিয়া দিলো 'তোমাদের যার যার যতখানি কাগজ-পত্রের দরকার সব নে বসে যাও।"

১। চিৎকার।

রাজার হুকুমে যার যেই কাগজ-পত্র ছেল সব নিয়ে বসে গেল। সগগুলির বই-পত্র একলা জোলার বই-পত্রের সমান হলো না। রাজা হুকুম দিলো, 'কার কার কি কি কতা আছে শুরু করতি পারো।' এই কথা শুনে জোলা কলো, 'বহাজ শুরু হবার আগে আপনার কাছে আমার কতা কথা। আমি আগে দেখে নেই মুখে মুখে কড়া কথা জিজ্ঞেস করে যে, এরদের সঙ্গে আমার বাহাজ করা সাজে[১] কিনা। যদি মনে করি যে এরদের সঙ্গে আমার বাহাজ চলতি পারে তাহলি বই-পত্র সব খুলে আরম্ভো[২] করবো। আমার কতার যদি কোন ঠিক উত্তর না পাই ত আমি আর কোন কথা জিজ্ঞেস করবো না। কারণ যারা পয়লা দুটো একটা কথার উত্তর দিতি পারে না তাদের সঙ্গে আমি মনে করি আর কোন কথা সাজে না।' রাজা কয়, 'আচ্চা, আপনার যা আছে আপনি তা জিজ্ঞেস করতি পারেন।' পণ্ডিতরা মনে করলো, আরে বাবারে! লোকটার একলা সাহস কত। জোলায় বললো, 'আমার কথার কোন উত্তর না পালি কিন্তুক আমি আপনাদের কোন কতার উত্তর দিতে রাজী না।' রাজা কলো, 'আচ্চা আপনার কথাই ঠিক।' জোলায় কয়, 'আচ্ছা কন দেখি

রাম রাজা ধ্বনিধর,
সাজাইল চৌধর,
থান সাজাইল ইন্দুর পুরি রাজা।

এইডা হলো আমার এক নমবোর পোরোশনো[৩]। এর পর শোনেন আমার দুই নম্বর পোরোশনো :

"আর খানিক দূরে এসে
কাস্তেচে বসে,
যদি ওর নাগাল পাতাম।
কিমট হরি নাম ফাটাতাম,
মুকে দেতাম থুক,
তবে যেত আমার মনের দুক।"

১। শোভা। ২। আরম্ভ ৩। প্রশ্ন

এই হলো আমার দুই নম্বর পোরোশনো। এর পর শোনেন তিন নম্বর পোরোশনো :

"উন চন, চুন চন ঠাই,
উনটন জরে চাই
থ্যান ভেংলো শান্তি কন্যার মাজা।"

এই হলো আমার তিন নম্বর পোরোশনো, এই তিনডা পোরোশনোই আমার শেষ পোরোশনো। এই পোরোশনো তিনডার উত্তর কি ?

একটু ঠিকভাবে উত্তর পালি আমি আমার বই-পত্র খুলে আপনাদের সঙ্গে বাহাজ করতি রাজী আছি। আর ঠিক উত্তর যদি না পাই, তাহলি কি আপনাদের সঙ্গে আমার আর কোন কথা সাজে। এই হলো আমার কেবলি[১] শুরু করার গোড়ার কথা। এর পর শুরু হবে বড় বড় গুণ গরিমা আর জ্ঞানের কথা।

জোলার এই কথা শুনে সারা সবা একেবারে চুপচাপ মেরে গেল। কারউ মুখে আর কোন কথা নেই। সগগুলি একেবারে হা করে জোলার মুকের দিকে হা করে চেয়ে থেকলো[২]। জোলায় যে আবার কি কইয়ে বসে, এইটানে সগগুলির মনে একটা ভয়। পণ্ডিতেরা এই কথা নে একটা মহা চিন্তায় পড়ে গেল। এক এক জনে সমানে বই-পত্র ঘাটতি লাগলো। বই-পত্র ঘাটতি ঘাটতি এক একজনের গলা একেবারে শুকুয়ে গেল। কারউ মুখে আর কোন কথা নেই। সকাল বেলা সবা শুরু হলো আর বিকেল হইয়ে গেল। আর কেউ কোন কথা কয় না। জোলায় কলো, 'কি, আমার কথার উত্তর ? কেবল শুরুতেই এই রম সব গড়াগড়ি খেলতি আরম্ভ করেচেন আর আসল জিনিসও ত সব পড়ে রইয়েচে।' রাজা কয়, কি পণ্ডিতেরা ? আপনেরা মাত্র এই তিনডা কতার উত্তর দিতি পারলেন না। আর অন্য সব পোরেশনোর যে কি উত্তর দিবেন তা আমার সব জানা হইয়ে গেচে। খামাকা আমি হারেহাব্দ্দ পণ্ডিত রেখে থুইচি।

১। শধু ২। থাকিল।

পণ্ডিতের মোতন পণ্ডিত একজন হলেই হতো। এই রাজার ঐ বুদ্ধি কাজ করেছে। হারেহাজ্ঞ না রেখে মোটে একজন রেখেচে, ওই একজনই ত হারেহাজ্ঞর কাজ করে। আপনারা পারবেন না কি? আপনাদের কি ওর কোন উত্তর আছে? পণ্ডিতেরা মাথা গুজে চুপচাপ বসে থাকলো। কারউ মুকে কোন কতা নেই। রাজা জোলারে বললো, 'বুঝতি পারিচি পণ্ডিত মশাই, ওরা আপনার পোরোশনোর জবাব দিতি পারবো না। এত লোক এইচে কিন্তুক কেউ হারাতি পারেনি, এইবার আর পারলো না। বুঝতি পারচি এই রাজার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বে[১] লেকা আচে। খামাকা আমি আপনাদের অনেক কষ্ট দিলাম।' রাজার কথা শুনে সবার সগগুলি একেবারে চুপ হইয়ে গেল। রাজা এই সবার মধ্যিই তার মেইয়ের বে দে দেলো। এই রাজা এবার ছেলের বউ নে বাড়ী চলে এসলো। রাজা জোলারে বললো, তোমার বুদ্ধির জোরেই আমার ছেলের বে ওখানে হলো। আর তুমি যদি না থাকতে তো হলি আমার ছেলের বে ওখানে হতো না। রাজা জোলারে খানিক জায়গা জমি লিকে পড়ে দেলো। জোলা তাইদে বসে বসে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতি লাগলো।

১। বিবাহ

বিশা উনিশার কিচ্ছা

[বিশা উনিশার কিচ্ছাটি সংগ্রহ করেছেন অনিয়োজিত সংগ্রাহক সরদার সিরাজুল ইসলাম। এটি তিনি সংগ্রহ করেছেন সরদার মজিবর রহমান এর কাছ থেকে। সংগ্রহকাল—১৯৭১ ইং।

বিশা উনিশার কিচ্ছা

কাহিনী সংক্ষেপ

এক সওদাগরের তিন ছেলে—বিশা উনিশা অর নবকুমার। সওদাগর তিন সন্তানকে রেখে মারা গেলে বড় দুই ভাই বিশা ও উনিশা, ছোট ভাই নবকুমারকে তাদের স্ত্রীদের কাছে সঁপে দিয়ে বাণিজ্যে চলে গেল। নবকুমারের যেন কোন অসুবিধে না হয়, এই বলে তারা দুইভাই বাণিজ্যে চলে গেল।

দিন যায়। একবার দু বৌ গোপনে মন্ত্রবলে গাছে চড়ে দেশের রাজকন্যার বিয়ে দেখতে যায়। কৌশলে নবকুমারও গোপনে তাদের সাথে যায়। ঘটনাচক্রে নবকুমারই বরবেশে রাজকন্যাকে বিয়ে করে এবং গোপনে ভাবীদের সঙ্গে বাড়ী ফিরে আসে। ভাবীরা এসব টের পেয়ে নবকুমারকে মন্ত্রবলে টিয়া পাখীতে পরিণত করে। একদিন টিয়াপাখী রূপী নবকুমার ভাইদের কাছে গিয়ে নিজ রূপ লাভ করে। এরপর তিনভাই বাড়ী ফেরার পথে নবকুমারের বিবাহিত রাজকন্যাকে নিয়ে বাড়ী ফেরে। অতঃপর ভ্রাতৃবধুদের সকল চক্রান্ত ধরা পড়ে।

কাহিনী শুরু

এক সওদাগরের ছেল তিন ছেলে। বড় জনের নাম উনিশ আর মেজ জনের নাম বিশ, আর সকলের ছোট জনের নাম ছেল নবকুমার। উনিশ-বিশ দুনারই বে[১] হয়েলো[২]। নবকুমার খুব ছোট ছেল।

উনিশা আর বিশা দুজনাই ছোট ভাইকে খুব ভালবাসত। বাবা মা মরে যাবার পরে তারা বাপের আয় টাকা-পয়সা পেরায় শেষ করে ফেললো। যখন সংসারে অনটন দেখা দেল তখন উনিশা বিশা দুজনাই বাণিজ্যে যাবে বলে ঠিক করলো। উনিশ বিশের বৌ ছেল যাদুকরী। বাড়ী থেকে যাওয়ার সময় নবকুমার বললো, ভাই বাণিজ্য থেকে ফেরার সময় আমার জন্যি একটা টিয়া পাখী এনো। বিশের বউ বলল, আমার জন্যি একটা পাটের শাড়ি এনো, আর উনিশের বৌ বলল আমার জন্যি একটা সোনার হার এনো। উনিশ বিশ বাণিজ্যে যাবার সময় দুজনকে বললো, আমার ভাইকে ভাল করে রেখ। ওরে যদি মার-ধর করে তা-হলি বাড়ী এসে দুজনকেউ কেটে ফালবো। দুই ভাই বাণিজ্যে গে বেরুলো[৩]। উনিশ আর বিশের বৌ তাদের মধ্যিখানে নবকুমারকে শোয়াইয়ে রাখতো। তারে বাইরি যাতি দিত না। ঠিক সময় খাতি দিত।

কিছুদিন পরে সেই দেশের বাদশার মেয়ের বিয়ে। বিয়ের খবর পেয়ে উনিশের বউকে বিশের বউ বলল, বু অনেকদিন হল বাড়ীতে একা একা আছি, চলো না বাদশার বাড়ী যেয়ে বিয়ের বরণ করে আসি। তখন উনিশের বউ বলল, রাত্রি উঠে নবকুমার যদি আমাদের বিছেনে[৪] না দেখে তালি ভয় পাবে, তার ভাইরা আসলি বলে দেবে। তখন বিশের বৌ বলল, বাগানতে কলাগাছ এনে কাপড় পরাইয়ে নবকুমারের দুপাশে দে যাব। নবকুমার ঘুম থেকে উঠলেও দেখবে তার পাশে আমরা শুয়ে রইচি[৫]। তখন আর কোন ভয় থাকবে না। এই বলে বাগানতে একটা কলা গাছ কেটে এনে বাদশার বাড়ী যাবার আগে কাপড় পরাইয়ে মানুষের মত করে নবকুমারের পাশে রেখে গেল। বাড়ীর পাশে একটা আমগাছ ছেল। উনিশের বৌ আর বিশের বৌ বাড়ী থেকে বেরুয়ে

১। বিবাহ ২। হয়েছিলো ৩। চলে গেল। ৪। বিছানায় ৫। আছি।

সেই আমগাছে যেয়ে উঠল। গাছে উঠে এক দুই তিন বলে হাতে তিনটে তুরি দিলে গাছ শুন্যে উড়ে যাতি লাগল। যাতি-যাতি বাদশার বাড়ীর কাছে যেয়ে গাছ থেমে গেল। তখন উনিশের বৌ আর বিশের বৌ গাছ থেকে নেমে বাদশার বাড়ী যেয়ে বরণ করতি আরম্ভ করলো। নবকুমার এদিকে ঘুম থেকে জেগে দেখে তার পাশে কাপড় পরাইয়ে দুটো কলার গাছ শোয়ায়ে রেখেছে কিন্তু ঘরে কোন লোক নেই। সারা-রাত নবকুমার জেগে থাকল তার ভাবীরা কখন আসবে তাই দেখার জন্যি। শেষ রাত্রি এসে উনিশ-বিশের বৌ কলাগাছ সরাইয়ে নবকুমারকে মধ্যি রেখে শুয়ে পড়ল। নবকুমার ঘুমের ভান করে থাকলো। পরের দিন নবকুমার তার দুই ভাবী কোথায় যায় তা দেখবার জন্যি ঘুমের ভান করে থাকলো। আগের রাত্রির মতনই মাঝরাত্রি আবার কলাগাছ এনে শাড়ী পরাইয়ে তার পাশে রেখে গে বেরুল। দুইজনে বেরুয়ে গেলি নবকুমার তারদের পিছন পিছন চুপ করে উঠে যেয়ে দেখল, তারা কি করে। দেখল, দুইজন একটা আমগাছে উঠে হাতে তুড়ি দেল আর তুড়ির সঙ্গে গাছটি শুন্যের উপরে চলতি লাগল। তাদের যাওয়া দেখে এসে নবকুমার আবার শুইয়ে পড়ল। পরের দিন নবকুমারকে রেখে যখন তার ভাবীরা আবার বের হল তখন নবকুমার চুপে চুপে ঘর থেকে বেরুয়ে এক দৌড়ে তাদের আগে যেয়ে ঐ গাছের আগার ডাল ধরে থাকল। নবকুমারের পর তার দুই ভাবী এসে উঠল। গাছে উঠে তিন তুড়ি দিল—এক দুই তিন বলে। সঙ্গে সঙ্গে গাছ আগের মতন করে শুন্যের উপরে উড়ে চলতি লাগল। এ দিকে ওরা যাতি থাকে—এর মধ্যি বাদশার মেয়ের বিয়ের কিছু বলা যাক। বাদশার মেয়ের যে বরের সঙ্গে বে হবার কথা তার এক চোখ কানা ছেল। বর দেখবার সময় বরের বাপ উজিরের ছেলেকে দেখাইয়ে বিয়ে ঠিক করেছে লো। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন সেই উজিরের ছেলে মরে গেল। তখন আর বরের পক্ষ কি করে, তাই তাড়াতাড়ি তারা একটা নকল বর খোঁজ করতি আরম্বো[1]

১। আরম্ভ

করল। তারা বাদশার বাড়ীর কাছে এসে পড়লি নবকুমারকে দেখে বর-যাত্রীরা তাকে ধরে বরের পোষাক পরাইয়ে বর সাজাইয়ে ফেলল। নব কুমারের সঙ্গে বরপক্ষের কথাবার্তা হল, বে পড়ানোর সময় সাত পাক হইয়ে গেলি যখন কালরাত্রি বাদশার মেয়েকে ঘরে দেবে তখন সে বের হয়ে আসবে।

সে বের হইয়ে আসলে কানা বরকে ঘরে দে দেওয়া হবে। নবকুমারকে বর সাজাইয়ে বিয়ে দেওয়া হল।

বিয়ের সময় যখন তার দুই ভাবী বরণ করতি আসল তখন বরকে দেখে উনিশের বৌ বিশের বউ-এর কানে কানে বলতি লাগল, বু এনা আমাদের নবকুমারের মত মনে হয়। তখন বিশের বৌ বলল, নবকুমার আসবে কেরাম করে, তারে ত বাড়ী রেখে আইচি। সে এত পথ আসবে কেরাম করে। তখন উনিশের বৌ চালাকি করে খানিক সিন্দুর বরণ করার সময় নবকুমারের কানের মধ্যে দেল। যাক, বরণ করার পর বে পড়ান হলো। বে পড়ে যখন বাদশার মেয়েকে কালরাত্রি কাটাবার জন্যি বাসর ঘরে দেল তখন নবকুমার বলল, আমি তোমার আসল স্বামী না, আমি বের হইয়ে গেলে তোমার কানা স্বামী ঘরে আসবে।

এই কথা শুনে বাদশার মেয়ে তখন নবকুমারের পা জড়াইয়ে ধরে বলল, না আমি তোমারে ছাড়া আর কারউ স্বামী বলে মানব না। তখন নবকুমার বললো, আমি তোমায় বে করেচি, এ কথা যদি আমার ভাবীরা জানে তাহলি তারা আমার মেরে ফেলবে। তুমি এক্কনকার মত এখানেই থাক, আমার দুই ভাই উনিশ বিশ বানিজ্জো গেছে, তারা ফিরে যাবার সময় তাদের সংগে যেইও। আমি আমার ঠিকানা তোমার শাড়ীর আচলে লিখে দিতেছি—এই বলে নবকুমার হাতের একটা আঙুল কেটে লিখে দিল। 'উনিশ বিশ দুই ভাই, নবকুমার তার ছোট ভাই, বাদশা যদি সদায় হও সঙ্গে দিও, যদি উনিশ বিশ ভাটিয়া গেলে তুলে দিও তোমার মেয়ে'। এই বলে নবকুমার ঘর থেকে বের হয়ে এসে সেই গাছে উঠে বসল।

এ দিকে নবকুমার ঘরতে বের হলি পার বাদশার মেয়ে ঘরে দোর দেল। নবকুমার বের হলি কানা ঘরে যাবার জন্যি ঘরের দোরে যেয়ে

ধাক্কা দিতি লাগল। তখন বাদশার মেয়ে বললো, তুমি চলে যাও, তুমি চলে যাও। তুমি আমার স্বামী না। আমার স্বামী চলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সব কথা বাদশার কানে গেল। তখন বাদশা শুনে লোক-লস্করদের বলল, তোমরা এখানতে চলে যাও, আমি সব বিষয় শুনে নেই। এই বলে বাদশা মেয়েকে বলল, 'মা দোর খোল, আমাকে সব কথা খুলে বলতি হবে। তখন বাদশার মেয়ে দোর খুলে বলল, আপনি যে বরের সাথে আমার বে ঠিক করেছেন তার এক চোখ কানা। তাই চালাকী করে—পথের একজনকে ধরে এরা বর সাজায়ে সাত পাকে বে পড়াইয়ে কাল রাত্রিতে সে বের হইয়ে গেলে কানা ঘরে আসবে। যার সঙ্গে আমার বে হয়েচে সে হাতের আঙুল কেটে তার ঠিকানা আমার শাড়ীর আচলে লিখে বেরুয়েছে। যদি বিশ্বাস না হয়, তা হলি এই দেখেন বলে শাড়ীর আচল বাদশাকে দেখাল। বাদশা দেখে বাদশার লোক লস্করকে হুকুম দেলেন বরযাত্রীদের সব তাড়াই দেবার জন্যি। বর-যাত্রীরা অপমান হইয়ে গে বেরুল।

বাদশার মেয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতি লাগল। নবকুমার গাছে এসে উঠার খানিক পরেই উনিশ বিশের বৌ গাছে এসে উঠলো এবং হাতে তুড়ি দিলে গাছ শূন্য করে ওড়ে যেখানকার সেখানে যেয়ে থামল। নবকুমার গাছ থেকে নেমে অন্য পথদে দৌড়ে যেয়ে কলাগাছের মধ্যি শুয়ে ঘুমোবার ভান করে পড়ে থাকল। সকালে উঠে নবকুমারকে চ্যান করাতি লাগল উনিশ বিশের বৌ। গোসল করবার সময় উনিশের বৌ দেখলো, সেই সিঁদুরের চিহ্ন নবকুমারের কানে রয়েছে। তখন বিশের বৌকে বললো, আমি যা বলিচি তাই ঠিক। তখন উনিশ বিশের বৌ যুক্তি করতি লাগল, এখন কি করা যায়। উনিশ বিশ বাড়ী আসলি নবকুমার তার ভাইদের সব কথা বলবে, তারপর আমাদের মেরে ফেলবে। এক কাজ করা যাক, ওরে আমরা যাদু দে পাখী বানাইয়ে ছেড়ে দেই ওর ভাইরা আসলি বলবো, তোমরা যাওয়ার একমাস পরে জ্বর হয়ে নবকুমার মরে গেছে। আমরা তার জন্যি মাটি উঁচু করে রাখবো, বলবো ঐ জায়গায় তার মাটি দিছি। এই বলে একটা বড়ি বানাল, বড়িটা বানাইয়ে যখন নবক-

মার ঘুমিয়েছিল তখন বড়িটা তার কপালে টিপদে লাগায়ে দেল। লাগায়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে নবকুমার একটা টিয়ে পাখীর রূপ পেল। টিয়ে পাখী হয়ে বহুদিন সে বাড়ীতে এ গাছে ও গাছে কাটাতি লাগল। এক সময় তার মনে হল, আমি ভাইদের কাছে যাব। তখন সে শুধু নদী ধরে উজানে যাতি লাগল। এদিকে উনিশ বিশ বাণিজ্য করে ফেরার পথে উনিশের বৌ এর জন্যি সোনার এবং বিশের বৌ এর জন্যি পাটের শাড়ী কিনল, কেনার পরে বাড়ীর দিকে রওনা হল। নবকুমারের লেখা অনুযায়ী নবকুমারের শ্বশুর নদী দে যারাই উজোন বেয়ে যাতি লাগল তারদের পরিচয় জিজ্ঞেস করতি লাগল। টেফারা বাজাতে উনিশ বিশ সে দিকে এসে পড়ল। নদীর পাহারাদার তাদের নৌকো ঠেকাইয়ে তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলি উনিশ বিশ বলল, 'উনিশ বিশ দুই ভাই, নবকুমার তাদের ছোট ভাই'। এই কথা শুনে বাদশার লোকজোন যেয়ে বাদশাকে খবর দেল যে, উনিশ বিশের নৌকো পাইচি। তখন বাদশা উনিশ বিশকে তার বাড়ী ডেকে আনলো। আনার পর যত্ন করে তাদের বাড়ীর মধ্যি লে যাইয়ে নবকুমারের বৌ এর সাথে পরিচয় করাই দেল। তখন তারা নবকুমারের বৌ-কে বহুত টাকা পয়সা দে আশীর্বাদ করলো। তারপর তারা নবকুমারের নৌকো নে বাদশার বাড়ী থেকে রওনা হলো। নদীতে আসতি আসতি তারা দেখল যে, একটা টিয়ে পাখী ডাকতি-ডাকতি উজান থেকে তাদের নৌকোর দিকে আসতেছে, তখন বিশ বললো, ভাই আমরা সব জিনিষই ত আনলাম কিন্তু নবকুমারের জন্যি তো টিয়াপাখী আনা হয়নি।

সে কথা একেবারে ভুলে গেছি। এই টিয়া পাখিটা যদি ধরা যেত তাহলি নবকুমারকে দেওয়া যেত। এই বলে টিয়া পাখিটারে আয় আয় বলে তারা দুই-ভাই নৌকোর ছইয়ের ওপর থেকে ডাকতি আরম্ভ করল। টিয়া পাখী এসে তাদের নৌকোর মাস্তুলির ওপরে বসলো। নৌকোর মাস্তুলের ওপরে বসে একবার এ নৌকো একবার ও নৌকো যাতি লাগলো। তারপর যখন নবকুমার বুঝলো যে, এরাই তার ভাই তখন সে তাদের হাতে ধরা দেল। টিয়া পাখীটা ধরে নিয়ে উনিশ বিশ নবকুমারের বৌএর হাতে দেল আর বলল, যেন টিয়াটারে ঠিক সময় মত চ্যান করান ও খাওয়ান হয়।

আর আরও বলল, এই টিয়া পাখীটা নবকুমারের জন্যি নেওয়া হল কারণ বাণিজ্যে আসার সময় নবকুমার টিয়া পাখী নে যাতি বললো। নবকুমারের বৌকে খুব যত্ন করে টিয়া পাখীটারে রাখতি বললো। যাক, টিয়া পাখীটারে খাঁচায় করে যত্ন করে রাখতি লাগল। হঠাৎ একদিন খুব শিলা বৃষ্টি হতি লাগলো, তখন টিয়া পাখী ছেল বাইরে, কারও টিয়ার কথা মনে ছেল না। বর্ষায় ভিজতি ভিজতি শিলের চোটে নবকুমারের কপালের সেই যাদুর ফোটাটা উঠে গেল। নবকুমারের সেই টিয়ার আকৃতি বদলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে মানুষের আকৃতি ধরল। মানুষ হয়ে শিলা বৃষ্টিতে ভিজদি[১] নবকুমার একেবারে মরার মত হইয়ে পড়ে থাকল। এর মধ্যি হঠাৎ বিশের মনি হল, তাইতো টিয়া পাখী যে খাচার মধ্যি বাইরে পড়ে রয়েছে। তখন সে তাড়াতাড়ি করে বাইরে আসলো। বাইরে এসে দেখে টিয়াপাখী নেই। খাঁচার কাছে তার ছোট ভাই নবকুমার মরার মত হইয়ে পড়ে রইয়েচে। তখন সে কেকাইয়ে[২] উঠলো—নবকুমার নবকুমার বলে জড়াইয়া ধরে কোলে তুলে নেল। উনিশ আর নবকুমারের বৌ তখন নৌকোর মধ্যি থেকে বাইরে এসে নবকুমারকে নৌকোর মধ্যি নে গেল। তারপর সেবা যত্ন করতি লাগল বহুত সময় ধরে। তারপর নবকুমারের জ্ঞান ফিরে এসলো। তারপর নবকুমার সবাইকে পেয়ে তার দুখের কথা সব এক এক করে বলতি আরম্ভো করল। নবকুমারের মুখে সব ঘটনা শুনে উনিশ-বিশ যুক্তি করলো, বাড়ীর ঘাটে যেয়ে জিজ্ঞেস করবো নবকুমার কোথায়। তারপর দেখব তারা কি উত্তর দেয়। যাক, তারা তিন ভাই এখন খুব ধুমধাম করে বাড়ীর দিকে আসতি লাগল। ঘাটে নৌকা লাগাইয়ে উনিশ আর বিশ বাড়ী যেয়ে তাদের বৌদের জিজ্ঞেস করলো, আমাদের ছোট ভাই নবকুমার কোথায়? তখন তারা বললো, তোমরা দুই ভাই বাণিজ্যে যাবার একমাস পরে একদিন নবকুমারের খুব জ্বর আসে, তারপর সে মরে যায়। তারপর উনিশ বিশ বললো, যাও নৌকোর মধ্যি থেকে যে সব মাল-পত্র আছে সব বের করে আনো। দুই বৌ তখন নৌকোয় মাল নামাতি এসে দেখে যে

১। ভিজিতে। ২। চিৎকার।

নবকুমার আর তার বৌ এক সঙ্গে নৌকোর ছইয়ের মধ্যে বসে বসে গল্প গুজব করতেছে। এই দেখে তারপর তারা দুজনা নবকুমারের কাছে মাফ চেল। এদিকে দুইভাই এসে দুই বৌকে ধরে খুব মার মারতি লাগলো। এমন মার দিতি লাগলো যে দুই বৌ জোরে চেঁচাতি আরম্ভ করল। তখন নবকুমার আর তার বৌ যেয়ে দুই ভাইয়ের কাছে তাদের জন্যি মাপ চাতি লাগল। উনিশ ও বিশ মাপ করে দেল। তারপর থেকে তারা মনের শান্তিতে আবার বসবাস করতি আরম্ভো করল। আমার গল্প শেষ হল।"

বেলবতী কন্যা

সংগ্রহটি অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব হোসেন আলী, ওয়াসা স্টাফ কোয়াটার, ২৪ নং রোড, ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা কর্তৃক সংগৃহীত।

রূপকথাটি টাংগাইল অঞ্চল থেকে সংগৃহীত।

বেলবতী কন্যা

কাহিনী সংক্ষেপ

এক দেশে ছিল এক সওদাগর। তাহার চারিপুত্র ছিল। ছোট পুত্রের নাম ছিল ছয়মন সওদাগর। ছয়মন সওদাগর হরিণ শিকারে যাওয়ার সময় রাস্তায় তাবু করিয়া ঘুমাইয়াছিল। ঐ পথে শিব-পার্বতী কৈলাসে যাওয়ার সময় ঘুমন্ত ছয়মনকে দেখিয়া বেলবতী কন্যার দেশে লইয়া ঘুমন্ত বেলবতী কন্যার ঘরে রাখিয়া দিল। দুই জনই ঘুম হইতে জাগিয়া উভয়ের রূপ দেখিয়া পাগল হইয়া যায় এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া দুই জনই ঘুমাইয়া পরে। শিব আর পারবতী দুই জনের তামাসা দেখিয়া আবার ঘুমন্ত ছয়মোনকে সৈন্য দিয়া রথে করিয়া আসিয়া তাঁবুতে পৌছায়। ছয়মন সওদাগর ঘুম হইতে জাগিয়া বেলবতী কন্যাকে না পাইয়া পাগলের মত ছুটিতে থাকে। যাইতে যাইতে বহুদূর যাওয়ার পর এক সন্ন্যাসী কর্তৃক টিয়া পাখী হইয়া অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া ছয়মন সওদাগর বেলবতী কন্যাকে নিজ বাড়ীতে আনিয়া আবার বিবাহ করিয়া সুখের সংসার করিতে থাকে।

কাহিনী শুরু

এক দেশে আছিল এক সওদাগর। হেই সওদাগরের আছিল পাঁচটি ছাইলা[১]। ছোট ছাইলার নাম ছয়মন সওদাগর। ছয়মন নাবালক থাকা কালীন ছয়মনের বাপ মইরা গেল। ছয়মনের আর চাইর ভাই ব্যাপসা বাণিজ্য করিয়া কুনমত সংসার চালাইতে লাগিল। এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর ছয়মন সওদাগর বেশ বড় অইল। এহন ছয়মনের ভায়েরা ছয়মনকে বাড়ীর কাছেই এক স্কুলে ভর্তি কইরা দিয়া তাহারা বাণিজ্য কইবার নাইগ্যা[২] দূর দেশে চইলা গেল।

ছয়মন খুব সাহসী ও বুদ্ধিমান আছিল। সে ছাত্র হিসাবে খুব ভাল আছিল এবং ওস্তাদের কোন কথা অমান্য করিত না বলিয়া মাস্টার সাহেবরা ছয়মনকে খুব ভালবাসিত। এইভাবে কয়েক বছর লেহাপড়া করার পর ছয়মন বেশ নায়েক[৩] অইয়া গেল। একদিন ঐ স্কুলের হেড মাস্টারের বউ সোয়ামীকে কইল, ওগো হুনছো, আমার হরিণের গোস্ত খাওয়ার সখ অইছে। তখন হেড মাস্টার কইল, তুমি কও কি, আমরা ঐতাছি[৪] গরীব মানুষ, আমি তোমাক হরিণের গোস্ত খিলামু[৫] কোন থাইকা[৬]। মাস্টারের বউ কইল, তুমি না ছান পড়াও, তোমার ছাত্রদেরকে কইলে হয়তো হরিণের গোস্ত আইনা দিব। মাস্টার উত্তরে কইল, তা হয়তো অইতে পারে। পরে মাস্টার দুঃখ নিয়াই স্কুলে গেল। ছাত্ররা মাস্টারের মন খারাপ দেইখ্যা কইল, ওস্তাদ আজ আপনার মন খারাপ ক্যা? মাস্টার তখন কইল, মন খারাপ ক্যা কি আর কমু। গত কাইল আমার বউ আমার কাছে হরিণের গোস্ত খাওয়ার আবদার কইরছে। দেখতো বাবা, তোমরাই দেখ আমরা অইতেছি গরীব মানুষ আমাগারে[৭] কি ঐ সাজে? ওস্তাদের কথা হুইনা ওস্তাদের কওয়ার আগেই ছয়মন সওদাগর কয়া উঠিল, ওস্তাদ আমরা থাকতি আপনার কুন[৮] চিন্তা নাই। আমরা

১। ছেলে ২। জন্য ৩। প্রাপ্ত বয়স্ক ৪। হইতেছি ৫। খাওয়াবো
৬। হইতে ৭। আমাদের ৮। কোন

হরিণের গোস্ত আইনা দিমু। ছয়মন সওদাগরের কওয়ার হাতে হাতেই[১] অন্যান্য ছানরা কয়া উঠিল, ছয়মন ভাই যদি হরিণ শিকারে যায় আমরা ব্যাগটি[২] যামু। তখনি ছয়মন সওদাগর ছাত্রগারে কইলো, আগামী কালই আমরা হরিণ শিকারে যামু, তোমরা সকলেই বাপ-মায়ের কাছে থাইহা[৩] বিদায় নিয়া আইস। ছয়মন সওদাগর আরও কইল, তোমরা যার যার খাবার বাড়ীত থাইকা নিয়া আইসপা এবং এমন খাবার আইনবা যাহা ওজনে কম খাইতে বেশী। এই বলিয়া ছয়মন সওদাগর নিজেও বাড়ীতে গেল। অন্য ছাত্ররাও বাড়ীতে গেল বিদায়ের জন্য। ছয়মন সওদাগরের তো বাপ-মাও নাই। সে চাইল তার চারি ভাবীদের কাছে বিদায়। প্রথমে তো ভাবীরা কইল, তোমার ভাইরা নাই বাড়ীত। আমরা কেমন কইরা তোমাক বিদায় দেই। অনেক বোঝা পরার পর ভাবিরা কইল, বিদায় দেওয়াও যায়না না দিলেও চলে না, তার কারণ ওস্তাদের কাম যদি না করা যায় তবে মহা অয়ানাগে[৪] তাই তোমাক বিদায় দিতে বাধ্য হইলাম। তোমাকে কয়েকটি কথা কয়া দিলাম, কথাগুনা পালন কইর, না কইরলে কিন্তু অমঙ্গল অইবার পারে। তখন ভাবীরা কইল—

গান ঃ

আগে জানি যাওনারে ছয়মন
ও ছয়মন পাছে জানি যাওনা ॥ (২)
মড়াত জানি বওনারে ছয়মন
ও ছয়মন মধ্যে জানি শোওনা। (২)

ভাবীদের পরামর্শ শুনিয়া ছয়মন তাহার ওস্তাদ সহ তাহার দল লইয়া হরিণ শিকারে চলিল। মাটিতেই[৫] আইত[৬] অইল, হেই খানেই ছয়মন তাহার দলবলসহ তাম্বু[৭] গাইরা আশ্রয় লইল। ছয়মনের ঘুমানের আগেই মনে অইল বাড়ীত থাইকা ভাবী কয়া দিছে, রাস্তা আটার সময় আগেও যাইবার না কইরছে, পাছেও যাইবার না কইরছে। হোয়ার সময়

১। সাথে সাথে ২। সবাই ৩। হইতে ৪। অভিশাপ লাগে
৫। রাস্তাতে ৬। রাত্রি ৭। তাবু।

মুড়াতও হইবার না কইরছে, মধ্যেও হইবার না কইরছে। মুড়াত হইলে হয়তো বাঘ ভালুক বা ভুত পেতনী আইসা নিয়া যাইবার পারে, মধ্যে হইলেও হয়তো চিবাইয়া মাইরা ফালায়া দিবার পারে। তাই ভাবীর কথা মনে কইরা মধ্যে ও মুড়াত না হইয়া মধ্যে ও মুড়ার মাঝামাঝি হইয়া ঘুম আইল।

এমন সময় শিব আর পার্বতী রথে কইরা তাম্বুর উপর দিয়া যাইতে ছিল। যাইতেই ছয়মন সওদাগরের উপর পার্বতীর নজর পইড়া শিবকে কইল, শিব দেখ, এই ছয়মন সওদাগরের কি চেহারা, তাম্বু আলো কইরা বয়া আছে।

সাত-সমুদ্র তের নদী পার যে বেলবতী কন্যা আছে ঠিক তাহার মতই চেহারা। দুইজনকে একত্রে রাইখলে কেবা[১] দেহা যায় এল্লা[২] একত্রে কইরা দেখতাম। তখনই বাজ কইরল কি, শিব আর পার্বতী ছয়মন সওদাগরকে রথে কইরা নিয়া বেলবতী কন্যার ঘরের ভিতর থুইয়া শিব আর পার্বতী কৈলাসে চইল্যা গেল। যাওয়ার পর পরই ছয়মন সওদাগর ও বেলবতী কন্যার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দুই জনই ঘুম থেইকা চৈতন হওয়ার পর দুইজন দুইজনকে দেইখ্যা মুগ্ধ অয়া গেল। দুইজন সারা রাত্রি আমোদ-প্রমোদের পর আবার ঘুমাইয়া পইরল। এমন সময় শিব আর পার্বতী কৈলাস থেইকা আসার সময় ঘুমন্ত ছয়মনকে বেলবতী কন্যার কাছ থেকে আইনা আবার তাম্বুতে রাইখা চইলা গেল।

এদিকে সকাল ভোর অয়া গেল। ছয়মন সওদাগরের সাথেকার যে সমস্ত ছাত্ররা ছিল তারা সকলেই ঘুম হইতে উঠিল কিন্তু ছয়মন সওদাগর আর ঘুম হইতে উঠে না। এদিকে ছয়মন সারা রাইতে আমোদ-প্রমোদ কইরছে, ঘুম থেকে ওঠার তো দেরী অইবই[৩]। হঠাৎ কইরা হাতেকার[৪] এক ছাত্র যায়া ছয়মনকে ঘুম থেইকা ডাক দিছে। অমনি ঘোমের বিতালেই[৫] হায় বেলবতী কন্যা, হায় বেলবতী কন্যা কইতে কইতে পাগলের মত

১। কেমন ২। একটু ৩। হইবে ৪। সঙ্গের ৫। ঘুমন্ত অবস্থায়

ছুটিয়া বাহির অইল। কেহই আর ছয়মনকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। পাগল হইয়া সে বেলবতী বেলবতী বইলা ছুটিয়া চলিল। যাইতে যাইতে গভীর বনের মধ্যে এক দরবেশের সামনে গিয়া কইল বাবা, দরবেশ বাবা, আমি বড় বিপদে পইড়ে তোমার কাছে আইচি[১]। বাবা তুমি আমাকে দয়া কর বাবা। তখন দরবেশ কইল, কি দয়া তোকে করমু তা কবি তো? তখন ছয়মন সওদাগর কইল যে, সাত সমুদ্র তের নদী পার এক বেলবতী কন্যা আছে, হে আইতে[২] থাকে দালানের মধ্যে আর দিনে থাকে বেলের মধ্যে। সেই বেলবতী কন্যাকে রাইত-দিন সব সময় প্রহরীরা পাহারা দিয়া রাখে। হেই বেলবতী কন্যার নিকটে পাঠায়া দেও-য়ার ব্যবস্থা কইরা দেও বাবা। আমি বেলবতী কন্যাকে ছাড়া বাঁচতে পারমুনা। দরবেশ বাবা ছয়মন সওদাগরের কথা হুইনা[৩] তখনই বাজ করলো কি, ছয়মন সওদাগরকে একটা টিয়া পক্কি[৪] বানয়া কইল, তুই উইরা যায়া সোজা মুখে ঠোক দিয়া বেলটি নিবি, কিন্তু নিয়া ভাঙ্গিসনা, ভাঙ্গিলে কিন্তু বেলবতী কন্যাকে পাবিনা।

ছয়মন সওদাগর দরবেশ বাবার কথামত টিয়া পক্কি অয়া উড়াল দিয়া সাত-সমুদ্র-তের নদী পার অয়া হেই বেলটি, যে বেলটির ভিতর বেলবতী কন্যা লুকাইকা আছিল সেই বেলটি ঠোট দিয়া নিয়া ছয়মন সাত সমুদ্র-তের নদী পার অইয়া আইসে। এ দিকে প্রহরীরা টিয়া পক্কির পাছে পাছে ধাওয়া করে কিন্তু টিয়া পক্কিকে আর নাগাল পাইলো না। এ দিকে ছয়মন সওদাগর বেলটি নিয়া আইসা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আনলাম একটা বেল এরি মধ্যে নাকি বলে মানুষ আছে। আমার তো বিশ্বাস অয়না। এই কয়া ছয়মন সওদাগর বেলটি আছার মাইরলে আছার মারার সাথে সাথে বেলের মধ্যে থেকে বেলবতী কন্যা বারায়া হে তার দেশের দিকে রওনা দিল।

ছয়মন সওদাগর আর বেলবতী কন্যাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

১। আসিয়াছি ২। রাত্রিতে ৩। শুনিয়া ৪। পাখী।

ছয়মন সওদাগর উপায়ন্তর না দেখিয়া আবার সে দরবেশ বাবাজীর নিকট গেলো। দরবেশ বাবাজী আবার তাহাকে পক্ষি বানায়ে দিল। সেই পক্ষি অইয়াই সে বেলবতী কন্যা নিয়া আইল। কিন্তু আগের বারের মত আর সাটায়[১] আইল না। সে বেল ভাঙিল না। ছয়মন সওদাগর সোজা মুখে তার বাড়ীর নামায় পুকুরের 'গাওয়ারে[২]' গিয়া বসিল এবং আরাম করতে আরম্ভো করিল। এমন সময় তার মনে অইল, এই বেলা বেলটা ভাঙিয়া বেলবতী কন্যাকে একটু দেখিয়া নেই। এই ভাবিয়া ছয়মন বেলের ভিতর থেকে বেলবতী কন্যাকে বাহির করিল এবং বাহির করিয়া সে তাহার পাশে' বসাইল। এমন সময় ছয়মন সওদাগরের ঘুম পাইল। বেলবতী কন্যা তখন তার হাটু ভাজ করিয়া দিল। ছয়মন সওদাগর তখন বেলবতী কন্যার আটুর উপরে মাথা রাখিয়া আরামে ঘুম আসিল। এদিকে ছয়মন সওদাগরের বাড়ীর উপর থেকে মাজা মোটা গোয়ালনী নামে এক চাকরানী সবকিছু দেখিয়া বেলবতী কন্যার নিকটে আসিয়া বেলবতী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাড়ী কোনে[৩], তোমার পরিচয় কি, তুমি এখানে কেবা[৪] আইলা বেলবতী কন্য? তখন তার দেশের নাম পরিচয়, কেমনে আইছে সব খুইলা কইল। তখন মাজা মোটা গোয়ালনী বেলবতী কন্যাকে কইল, সত্যি বুবু তুমি এত সোন্দর[৫] কাপড় পিন্দিছো,[৬] তোমাকে খুব সুন্দর লাগে। আমরা গরীব মানুষ, এত সোন্দর কাপড় চোপর কিনবার পারি না পিন্দিবারও পারিনা। তোমরা সব পিন্দা থাক, আমগোরে এল্লা পিন্দিবার আউস অয় তা পামু কোনে। বুজি, এল্লা তোর পেন্দার শাড়ীখান দিলি পিন্দা দেখলা আমাক কিবা দেহা যায়। বেলবতী তখন কইল, কাপড়ই আমার একখান তা তো পেন্দা। তোমাকে খসায়ে দিমু কেবা[৭] কইরা? মাজা মোটা গোয়ালনী তখন কইল, আমার কাপড়ের আঁচল তুই পেন্দেক, আরেক আঁচল আমাক দে, এই ভাবে অদল বদল কইরা মাজা মোটা গোয়ালনী বেলবতী কন্যার কাছ থাইকা শাড়ী নিয়া পিন্দিল, তার পর তার গায়ের ব্লাউজ ও অন্যান্য গহনাদি নিয়া মাজা

১। রাস্তা ২। ধারে ৩। কোথায় ৪। কেমন ৫। সুন্দর
৬। পরিয়াছো ৭। কেমন।

মোটা গোয়ালনী নিয়া নিজে গায়ে দিল আর মাজা মোটা গোয়ালনীর কাপড় চোপড় নিয়া বেলবতী কন্যাকে গায়ে দিল। তার পর বেলবতী কন্যাকে কইল, তুই কেডা? তুই এহেন[১] থাইক হইরা[২] যা, আমি তো বেলবতী কন্যা। এই বলিয়া মাজা মোটা গোয়ালনী বেলবতী কন্যাকে গুড়ি দিয়া পুকুরের মধ্যে ফালায়া দেয়। বেলবতী কন্যা পুকুরের মধ্যে ফুল অয়া ভাসিতে লাগিল। এদিকে মাজা মোটা গোয়ালনী ছয়মন সওদাগরের মাথার নীচে আটু দিয়া বেলবতী কন্যা অয়া বইসা অইল। তার পর কিছুক্ষণ পরে ছয়মন সওদাগরের ঘুম ভাঙ্গিল। সে তখন ঘুম থাইকা জাগিয়া কহিল[৩] তুমি কেডা, তুমি তো বেলবতী কন্যা না, তুমি আমাগারে বাড়ীর চাকরানী। মাজা মোটা গোয়ালনী তখন কইল; না না আমি তোমাগারে বাড়ীর চাকরানী অইবার যায় ক্যা। এতদিন বেলের মধ্যে আছিলাম তাই মোটা অইবার পারি নাই, এখন বেলের মধ্যে থেইকা বাইরে আছি। বাইরের আলো বাতাসে একটু তাড়াতাড়ি মোটা-তাজা অইছি; তাই আমাক চেনা তোমার অসুবিধা অইতেছে।

তার পর ছয়মন সওদাগর মাজা মোটা গোয়ালনীকে নিয়া বাড়ীত আইল এবং তার ভাবীকে কইলো, আমি বিয়ে কইরা আনছি। ভাবীরা দেওরের[৪] বউরে আদর কইরা ঘরে নিয়া তুইল এবং মনে মনে ভাবিল, একেতো আমাগারে চাকরানী মাজা মোটা গোয়ালনীর মত দেখা যায়। একেকা ছোট মিয়া ঘরের বৌ বানাইয়া আইসপ। আবার মনে মনে ভাবে, মানুষের মত মানুষও আছে, যাইগ্যা সুন্দর চোখেই দুইজনকে ঘরে তুইলা দিয়া আইসে। রাইতে দুইজন ভালমত আমোদ আহলাদ করে। তার পর অনেক রাইতের সময় বেলবতী কন্যা পুকুরের ভিতর হইতে ফুল অইয়া গান গাইতে থাকে।

গান:

মাজা মোটা গোয়ালনীকে নিয়া
ও পতি ভুইলা রইলা ঘরে ॥

১। এহান ২। সরিয়া। ৩। বলিল। ৪। দেবর

ফ ুল হইয়া ভাসি আমি
তোমার ঐনা পুকুরে দারুণ বিধিরে ॥

বেলবতী কন্যার এই গান শুনিয়া ছয়মন সওদাগর মাজা মোটা গোয়ালনীকে কইল,[১] কেডা জানি বাইরে গান কইতেছে, আমি এয়া বাইরে যামু। মাজা মোটা গোয়ালনী তখন কইল, না তোমাকে বাইরে যাইবার দিমু না। বাইরে ভূত গান কইতেছে। তুমি বাইরে গেলে তোমাকে মাইরা ফায়লা দিব। আর নূতন বিয়ার ছয়মাস পন্ত[২] নূতন জামাইর হাতে ভূতে আড়িবাদ করে। আইনাতা বাইনাতা[৩] কয়া ছয়মন সওদাগরকে সে রাইতের জন্য ভুলাইয়া আইখলো।

তার পর পরের দিন সকালে মাজা মোটা গোয়ালনী গোসল করার জন্য পুকুর ঘাটে গিয়ে ঐ ফ ুলটিকে ধইরা আনার জন্য সাঁতার দেয় কিন্তু ফ ুলটি মাজা মোটা গোয়ালনীর আতে ধরা দেয় না। নিজে ধইবার না পাইরা তার চার জায়েক কয়, তারাও ধরার জন্য চেস্টা কার কিন্তু ধইবার পারে না। শেষে মাজা মোটা গোয়ালনী তার সোয়ামী ছয়মন সওদাগরকে কয়, সোয়ামী, পুকুরের ঐ ফ ুলটা কত সোন্দর, ঐ ফ ুল আমাক[৪] আইনা[৫] দাও। আমি ঐ ফ ুল দিয়া খেলামু[৬]। ছয়মন সওদাগর যখন ফ ুলটা ধরার জন্য আত পাতে, অমনি ফ ুলটি ছয়মন সওদাগরের আতে আপনা আপনি আইসা ওঠে। ফ ুলটা নিয়া ছয়মন সওদাগর তার বৌ মাজা মোটা গোয়ালনীর আতে[৭] দেয়। মাজা মোটা গোয়ালনী ডুব দিয়া যায়া ফ ুলটা পাতাটি বাইটা ঘরের কানিতে[৮] মাটির তলে গাইরা থোয় এবং আইতে সোয়ামীর হাতে হইয়া থাকে। এদিকে এক রাইতের মধ্যেই আবার ঐ গারাফ ুল নাই গাছ অয়া ঘরের চালের উপর উইটা কইতে থাকে— 'মাজা মোটা গোয়ালনীক নিয়া ও পতি ভুইলা রইলা ঘরে। নাই গাছ অয়া কান্দি আমি ও পতি তোমার ঐনা ঘরের চালে দারুন বিধি রে।' ছয়মন সওদাগর তখন বেলবতী কন্যায় এই গান হুইনা[৯] বাইরে আসার

১। বলিল ২। পযন্ত ৩। আজে বাজে। ৪। আমাকে ৫। আনিয়া
৬। খেলিব ৭। হাতে ৮। কোনে ৯। শুনিয়া

জন্য পাগল অয়া যায় কিন্তু মাজামোটা গোয়ালনী তখন ছয়মন সওদাগরকে বঝায়, দেখ আমি তোমার সেই বেলবতী কন্যা। বাইরে গান কইতেছে ওতো ভূত। তুমি ও ভূতের কথায় কান দিও না। বাইরে যাইও না। বাইরে গেলেই তোমাক কইল[১] মাইরা ফালায়া দিব।

আর তা ছাড়া বিয়ার ছয় মাস পর্যন্ত নূতন জামাইর পাছে ভূতের পিছা গিরি থাকে। ছয়মন সওদাগর কোন কথাতেই আর বুঝ মাইনল না। জোর কইরা উইটা বাইরে যাওয়ার জন্য চেষ্টা কইরলো কিন্তু মাজা মোটা গোয়ালনীর আড়াই মইন্যা মাজা ছয়মন সওদাগরের উপর তুইল্যা দিয়া চাইপা ধইরলো তখন আর ছয়মন সওদাগর উইটপার পাইরলো না, বাইরেও যাইবার পাইরলো না। এই রকম করতে করতে রাইত পোহাইয়া গেল। এ দিকে সকাল বেলা মাজামোটা গোয়ালনী ঘোম থাইক্যা উইঠাই নাইগাছ ঘরের চাল থাইক্যা নামায়া কাইটা কুচা কুচা কইরা ঢেকিতে পারায়া ছাতু ছাতু কইরা নদীর চড়ে ফালায়া দিয়া কইতে লাগিল, একবার তোক পাটাত্ত ছাঁইচা মাটির মধ্যে গাইরা[২] আকছিলাম[৩], তাও এবার তুই দেহি বেইচা থাকস 'কেবা[৪]' কইরা। এই বইল্যা মাজা মোটা গোয়ালনী মাজা পাক পারতি পারতি বাড়ীত আইল।

সেদিন রাইতে মাজা মোটা গোয়ালনী খাওয়ার পর আচ্ছা ঘোম[৫] আইসে আরা সারা রাইতে চেতন পাইনা। এদিকে চরের উপকার ফায়লা দেওয়া কুচা কুচা করইনা নাইগাছ[৬] ঝাই অয়া কান্দিতে থাকে।

মাজা মোটা গোয়ালনীকে নিয়া
ও পতি ভুইল্যা রইলা মোরে।
ঝাই গাছ অয়া কান্দি আমি
তোমারই নদীর চরে দারুণ বিধিরে॥

বেলবতীর এই দুঃখের গান শুনিয়া ছয়মন সওদাগরের ঘম ভাঙ্গিয়া চেতন পায় এবং বেলবতী কন্যার জন্য পাগল অয়া ছুইটা যায় চরের উপর।

১। কিন্তু। ২। পোঁতা ৩। রাখা ৪। কেমন ৫। ঘুম ৬। লাউ

এদিকে মাজা মোটা গোয়ালনী তখনও ঘোমেই কাতর আছিল। ছয়মন সওদাগর ঝাইগাছের কাছে যায়া কয়, কে তুমি? ভূত না প্যারত, মানুষ না দৈত্য? তুমি যেই হওক্যা তুমি তোমার আসল রূপ ধইরা সামনে আইসা খাড়া অও[১]। তখন বেলবতী কন্যা ঝাউ গাছের ভিতর হইতে তার আসল রূপ ধরে এবং ছয়মন সওদাগরকে কয়, আমি সেই বেলবতী কন্যা। তুমি আমাকেই সাত সমুদ্র-তের নদী পার হইতে আনছ[২]। তুমি যাকে বেলবতী কন্যা বলে ঘরের বউ বানাইয়া ঘর সংসার কইরতাছো সে আসলে তোমাগারে বাড়ীর চাকরানী মাজা মোটা গোয়ালনী। বেলবতী কন্যা তখন আগের কথা উল্লেখ কইরা কইল, আমার কাছ থাইকা গায়ের যাবতীয় কাপড়-চোপড়, গয়না-পাত্তী খুইলা নিয়া মাজা মোটা গোয়ালনী পেন্দে আর তার পরনের কাপড় আমাকে পেন্দায়। তার পর আমাক গুড়ি দিয়া পুকুরের মধ্যে ফালায়া দেয়। আমি তখন ফুল অয়া ভাসি। সেই ফুল নিয়া পাটাত বাইটা মাটির মধ্যে গাইরা রাখে। সেখান থাইকা আমি নাইগাছ অয়া ঘরের চালে রাইতে কান্দি। আমার কান্দন হুইনা[৩] মাজা মোটা গোয়ালনী আমাক চালে থাইকা পাইরা দাও[৪] দিয়া কুচা কুচা কইরা নদীর চরের উপর ফালায়া দিয়া আইসে। সেখানে আমি ঝাই গাছ অয়া আছিলাম। ছয়মন সওদাগর বেলবতী কন্যার দুঃখের কাহিনী হুইনা বেলবতী কন্যাকে বাড়ীত নিয়া আইসে। বাড়ীত আইনা বেলের মধ্যে তুইলা ঝাপির[৫] ভিতর রাইখা খিলা[৬] নাগায়া থোয়। ঝাপিত খিলা নাগায়া থুইয়া ছয়মন সওদাগর মাজা মোটা গোয়ালনীর কাছে হুইয়া পড়ে। তখনত মাজা মোটা গোয়ালনী অভরে ঘোমাইতে আছিল। এ সমস্ত কিছু মাজা মোটা গোয়ালনী টেরই পায় নাই। তার পরের দিন সকালে ঘুম থাইকা উইঠা ছয়মন সয়দাগর চিন্তা কইবার নাইলো কেবো[১] কইরা মাজা মোটা গোয়ালনীকে চিরদিনের জনা খতম কইরা দেওয়া যায়। অনেক চিন্তা ভাবনার পর বুদ্ধি আটিল, একটা কুয়া কাইটা মাজা মোটা গোয়া-

১। হও ২। আনিয়াছ ৩। শুনিয়া ৪। দা ৫। একপ্রকারের বাক্স ৬। তালা।

লনীকে কুয়ার মধ্যে ঝাপায়া[১] মাইরা দিমু। যেমন কথা তেমন কাজ। সেই দিনই কামলা জামলা নইয়া একটি কুয়া কাইটলো[২]। কুয়া কাইটা ছয়মন সওদাগর তার চাইর ভাবীগারে কইল যে, যাকে আমি আজ বৌ বইলা ঘর কইরতাচি সে আসলে আমার বৌ না এবং সে বেলবতী কন্যাও না। সে আসলে মাজা মোটা গোয়ালনী, কিন্তু বেলবতী কন্যার মুখস পিন্দিয়া আমাক ভুলায়া আইখছে[৩]। বেলবতী কন্যা আমার ঘরেই আছে। তোমরা যদি দেইকপার[৪] চাও তালি আমি তোমাগারে দেখাইবার পারি। বেলবতী কন্যাকে আমি বেলের মধ্যে তুইলা ঝাইপের মধ্যে আইখা দিছি।

তোমরা আগে ঐ মাজা মোটা গোয়ালনীকে কুয়ার[৫] মধ্যে ঝাঁপায়া থুইয়া আইস, তার পর আমি বেলবতী কন্যাকে দেখামুনি। তার পর ছয়মন সওদাগরের চাইর ভাবী মাজা মোটা গোয়ালনীকে কইল, নও[৬] যাই, তোমার সোয়ামী নূতন কুয়া কাইটলো দেইখা আসি, আবার পাছে খারাপ বা এহাবেহা[৭] অতিপারে। তখন কইবা যে কুয়াত থেইকা পানি তুইলবার পারিনা। ওর চাইতে যায়া দেইখা আসি যদি খারাপ অয় তো হাইরা দিবানে। আগের ব্যাজার[৮] ভাল তে পরের ব্যাজার ভাল না। তখন মাজা মোটা গোয়ালনী হাতে হাতে[৯] কুয়া দেখার জন্য গেল। যায়া মাজা মোটা গোয়ালনীর কুয়াতে ফুল্কি[১০] দেওয়ার হাতে হাতে কুয়ার ভিতর ধেক্কা[১১] দিয়া কুয়ার মধ্যে ফালায়া দেয়। ফালায়া দিয়া অমনি চারিদিক থেইকা মাটি দিয়া কুয়া ঝাঁপায়া[১২] দেয়। কুয়ার মধ্যে থাইকা আর মাজা মোটা গোয়ালনী উইটপার[১৩] পারে না। কুয়ার মধ্যে মাজা মোটা গোয়ালনী মইরা যায়।

মাজা মোটা গোয়ালনীকে খতম কইরা আইসা ছয়মন সওদাগর বেলবতী কন্যাকে বাহির কইরা তার চাইর ভাবীকে দেখায়। ভাবীরা তখন বেলবতী কন্যাকে দেইখা তাদের খুব পছন্দ অয়। তখন আবার নূতন কইরা ছয়-

---

১। ডুবাইয়া ২। কাটিল ৩। রাখিয়াছে ৪। দেখিতে। ৫ কূপ
৬। চল ৭। আঁকা বাঁকা ৮। অসন্তুষ্ট ৯। সাথে সাথে ১০। উঁকি
১১। ধাক্কা ১২। বন্ধকরা। ১৩। উঠিতে

মনের বিয়ার বাজনা বাজায়া বেলবতী কন্যাকে ঘরে ন্যায়। আবার নূতন কইরা চয়মন সওদাগরের সংসার আরম্ভ হয়।

ছয়মন সওদাগর সুখে শান্তিতে বেলবতী কন্যাকে নিয়া সংসার কইরতে নইল। আমার হাস্তার ফুইরা[১] গেল।

যা হাস্তার বনে
যখন কই
তখন আসিস মনে॥

১। শেষ।

বানর রাজা

এটি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব হোসেন আলী।

রূপকথাটি টাঙ্গাইল অঞ্চল থেকে সংগৃহীত।

কাহিনী সংক্ষেপ

এক দেশে ছিল এক রাজা। তাহার পুত্র সন্তান না হওয়াতে একে একে তিনি সাত খানা বিবাহ করেন, তবুও তাঁহার সন্তান হয় না। একদিন রাজার নিকট এক ফকির আসিয়া রাজাকে বলে, আপনার পুত্র সন্তান হয় না। আমি আপনাকে ঔষধ দিব, আপনার সন্তান হবে কিন্তু আমাকে একটা সন্তান দিতে হবে। রাজা মহাশয় ফকিরের কথাতে রাজী হইলেন। ফকির ঔষধ দিল। রাজা তাহার সাত রানীকে ঔষধ খাওয়াইলে ছয় রানীর পেট থেকে ছয়টা পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল কিন্তু ছোট রানীর পেট থেকে একটা বানর জন্ম গ্রহণ করিল। এইজন্য রাজা ছোট রানীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা মহাশয় বানর ছেলেকে সু-নজরে দেখতেন না এবং বানরের কোন কাজ পছন্দ করতেন না। রাজার ছয় পুত্র বানিজ্য করিতে গেল। বানরও তখন রাজার অনুমতি নিয়া বানিজ্যে করিতে গেল। রাজার ছয় পুত্র ব্যর্থ হইয়া বানিজ্য হইতে ফিরিয়া আসিল কিন্তু বানর ছেলে পাতালপুরীর দৈত্যের দেশ থেকে এক রাজকন্যাসহ আরও দুই রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া অনেক টাকা-পয়সা, মানিক-মুক্তা লইয়া ফিরিয়া আসিল। তার পর ফকির আসিয়া রাজার নিকট হইতে পুত্র চাহিল। রাজা বলিল, তুমি যেটা পার ধরিয়া লইয়া যাও। ফকির তখন বানরকে লইয়া গেল। বানর সেখান হইতে বাঁচিয়া আসিল। রাজা সন্তুষ্ট হইলেন।

কাহিনী শুরু

এক দেশে এক আজা[1] আছিল। তার ব্যাটা পুত্র কিছুই আছিল না। ব্যাটা পুত্র না অওয়াতে[2] রাজা একে একে সাত খানা বিয়া করেন। সকলের চেয়ে ছোট রানীকে বেশী ভালবাসতেন। আজার ছেলে মেয়ে না অওয়ার দরুণ আজা মশাই খুব খারাপ মনে বাড়ীর কাছারী ঘরে চুপ করে বসে থাকেন। এমন সময় একজন ফকির বা দরবেশ আইসা আজার কাছে কিছু ভিক্ষা চায় এবং কয় যে আজা মশাই এত খারাপ মনে বইসা আছেন ক্যা? তখন আজা কয়, আমার ছেলে মেয়ে কিছু অয় না। আমার এ টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত কে খাবে। তখন ফকির কয় যে, আমি কিছু ঔষধ পত্র দিতে পারি। আশা করি আমার ঔষধে কাজ হবে কিন্তু আমাকে একটা ছেলে দিতে হইবে। যদি দেন তবে আমি ঔষধ দিমু, যদি না দেন তবে আমি ঔষধ দিমু না। তখন আজা দেখল যে, যাক যদি সাত রানীর সাত ছেলে হয় তবে এক ছেলে দিলে আমার কি হবে।

এই ভাবিয়া আজা স্বীকার অইল। তখন ফকির সাতটা বড়ি দিয়া আজাকে কইল যে, এই বড়ি একজন একটা করিয়া খাবে। কিন্তু খাবে যে-গোছল কইরা আইসা ভিজা চুলে ভিজা কাপড়ে খাইতে হইবে। এই বইলা ফকির চইলা গেল। আজা বাড়ীর ভিতর গিয়া সাত রানীকে ডাইকা আইনা সাত জনের হাতে সাতটা বড়ি দিয়া খাওয়ার নিয়ম বইলা দেয়। খাওয়ার পর আইতে আজা মহাশয় যে কাজ তাহা করিল। আশুদিন[3] রানীরা ঘুম থাইকা দুপুর ব্যালা উঠে, হে দিন এর আগে ওঠে। এইভাবে উঠে পুকুরে যাইয়া ডুপ সান[4] দিয়া যার যার বড়ি হেই খাইল। খোদার রহমে সকলের প্যাটেই সন্তান ধরে। এই ভাবে একমাস দুই মাস চলিতে থাকে। তার পর দশ মাস যেদিন অয় সেইদিন ছয় রানীরই পুত্র সন্তান অয়, আর ছোট রানীর বানর ছেইলা অয়[5]। তখন দাই যাইয়া আজাকে কাছারিতে সংবাদ দেয় যে আর কি চাও, ছোট রানীর যে বানর ছেলে অইছে[6]।

১। রাজা ২। হওয়াতে। ৩। অন্যদিন ৪। স্নান ৫। হয়
৬। হইয়াছে।

এই কথা হুইনা আজা হুকুম দেয়, যাও ওর বুকের ওপর বাইশ মইনা তিনটা পাথর চাইপা দিয়া ঐ অন্ধ কারাগারে রাইখা দাও। হুকুম পাইয়া কোতওয়াল যাইয়া ছোট রানীক নিয়া বুকের উপর বাইশ মইনা তিনটা পাথর দিয়া কারাগারে থুইয়া দিল। এদিকে আজার ছেলে সব কথা বলিতে শিখলো। একদিন উজির আজাকে বলত্যাছে যে দ্যাখেন রাজা মশায় আপনার ছেলেরাতো কথা বলতে শিখিয়াছে, এখন ল্যাখা পড়া করান উচিৎ। অন্য স্কুলে দিলে লোকে খারাপ কইবে। আপনি নিজেই একটা ইসকুল দিয়া সেই থানেই ছেলেদেরকে লেখা-পড়া করান। রাজা বললো, এ কথা ঠিক উজির। তার পরের দিনই ইসকুল দিয়া সেই থানেই ছেলেদেরকে লেখা-পড়া করায়। এদিকে বানর তার মায়ের কাছে বলত্যাছে যে, মা আমার সব ভাই পড়ত্যাছে আর আমি কি করমু। আমাক সিলেট পিন্সিল দাও, আমিও পড়তে যামু। তখন ছোটরানী কইত্যাছে যে, দেখ বানর ছাইলা, আমি সিলেট পেন্সিল পামু কোনে, দেখত্যাছো তো আমার বুকের উপর কি চাপানি। সেখান হইতে আইসা আজাকে বলত্যাছে, আব্বাজান, আমাকে বই পুস্তক দেন আমি লেখা পড়া করতে যামু। এই কথা শুইনা রাজা দুই বেত বানরের গোয়ায় লাগাইল। ব্যাত খাইয়া বানর তিন লাফ দিয়া ঝাকে বসলো। তখন উজির বলত্যাছে, দেখেন আজা মশাই হাজার হলেও তো আপনারই ছেলে, কি করবেন। তখন আজা বললো, যাও উজির, শুনেছি যে পোল দাদার নাকি ছেড়া বই পুস্তক আছে ঐ চাঙের[১] উপর, সেখান হইতে কয়েকটা ছেড়া ছুটা বই দিয়া দাও, তাই নিয়া ও লিখাপড়া করুক গে। তাই শুইনা উজির চাঙের উপর থেকে ছেড়া ছুটা বই দেইখা সেই ছেড়া বই বানরের হাতে দিল। তাই নিয়া বানর ইসকুলে যায়। বানরের অন্য ভাইরা লেখাপড়া কইরা ছেড়া ছুটা যে গুলি ফাইলা দেয় বানর হেই গুলি খুইটা নিয়া তাই দেইখা ল্যাখে এবং পড়ে। তবুও বানরের হাতে অন্য ভাইরা পড়াত পারে না। এই ভাবে আজার ছেলেরা পড়িতে পড়িতে যেমন 'এলবালে'[২] পাশ করিল। আজার বানর ছেলেও এলবালে পাস করিল। একদিন আজার ছয় ছেলেরা আজার নিকট

১। মাচা ২। আই, এ-বি, এ,।

কইল যে বাবা, আমরা ছয়ভাই বাণিজ্য করবার যামু, হেইজন্য[১] আমাদের নৌকা বাইন্দা[২] দেন, হেই নৌকা নিয়া বাণিজ্য করমু। তখন আজা কইল, হ্যা পুত্র, তোমরা ঠিক কথা কইছো। যখন ল্যাখা পড়া কইরাছ তখন আর আমার অসুবিধা কি, বেশ যাও। তহন উজিরকে ডাইকা কইল যে যাও উজির, আমার বাড়ীত যত ব্যায়া গাছ ও খরমুজ[৩] গাছ আছে সব গাছ ভাঙ্গাইয়া তক্তা বাইনা আমার ছয় পুত্র বাণিজ্য যাইবে তাহার নৌকা বানাও।

উজির তাহাই করিল এবং নৌকা বানাইতে লাগিল। এদিকে বানর ছেলে দেখ লযে আমার ভাই সবই বাণিজ্যে যাইতেছে, তহন আমিও যামু। এই ভাইবা বানর তার মায়ের কাছে কয়—মা আমি বাণিজ্যে যামু, আমাক নৌকা বাইনা দাও। তহন[৪] বানরের মা কয়, দেহ বাবা আমি কি কইরা নৌকা বাইনা দিমু, আমার কি সাধ্য আছে। তোমার বাপের কাছে যায়া কওগা[৫]। বানর ছেলে তার বাপের কাছে যায়া কয়, বাবা আমিও বাণিজ্য কোরবার যামু আমাক একটা নৌকা বাইনা দেন। তখন আজা কইতাছে, দ্যাহোছেন বানরের কথা, ও বলে আবার বাণিজ্য কোরবার যাইবো। আজা খুব আগ কইরা কইল, উজির এই বানরকে হত্যা করোছেন। তহন উজির কইত্যাছে, হুজুর যহন ছাড়নেনা তহন আর কি করবেন। অক দ্যান একখান ভাঙ্গাচুরা নৌকা, ও যা মন লয় তাই করুক গা। আজা কইলো, হ্যা উজির দিতে পারি, আমি যে নায়ের কথা কমু হেইখান যদি নিতে পারে তবে হেইখান নেকগা। তহন উজির কইল, তাহলে কোন হানের[৬] কথা কন[৭] হুজুর। তহন আজা কয় যে শুনেছি আমার দাদার কাছে বাড়ীর পুবে যে পুকুর আছে সেই পুকুরের নাম কালিদাস সাগর, হেই সাগরের মধ্যে একখান নাও আছে, যদি হেইখান তুইলা নিবার পারে তবে হেইখান নিয়া বাণিজ্য করবার যাকগা। আমি মাঝি মাল্লা দিতাছি। তাই হুইনা[৮] উজির বানরকে কয়, বাবা তোমার বাবা আমাক এই কথা কইছে। বানর কয় যে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাই

১। সেইজন্য ২। তৈয়ার ৩। পেঁপে গাছ ৪। তখন ৫। গিয়ে বল
৬। কোনটির ৭। বলেন ৮। শুনিয়া।

করমু। তাই শুইনা বানর মাঝি মাল্লা নিয়া সেই কালিদাস সাগরের পারে যায়া মাঝি মাল্লাগারে কয় যে, হে মাঝি মাল্লারা, যাও এই কালিদাস সাগরের মধ্যে একখান নাও আছে, তোমরা হেই নাও হান তুইলা দাও। তহন মাঝি মাল্লারা কয় যে, বাবা তোমার ট্যাহা পয়সা আমরা চাইনা, এই কালিদাস সাগরে ডুব দিয়া আর আমরা উঠবার পারুম না। হ্যানে আমাদের ছাইলা মাইয়া ও বৌ না খাইয়া মরবে। ও ট্যাহা পয়সা আমরা চাইনা বাবা। তহন বানর কয় যে, আচ্ছা তোমরা পারে থাক, আমি মাজার হাতে কাছি বাইন্দা এই পানিতে ডুব দিমু, যহন আমি কাছিত টান দিমু তহন তোমরা পারে থাইকা টানতে শুরু কোরবা। এই কওয়াও সারা মাজার হাতে কাছিবান্দাও[১] সারা। ওমনি লাফ দিয়া একেবারে কালিদাস সাগরের মধ্যে যায়া পোইরা ডুব দিল। ডুব দিয়া এ্যালা পানির নীচে যায়া দ্যাখে যে এক নাও সোনানে জল জল করতাছে কিন্তু নায়ের গোলোইর উপর এক দ্যাও চুল ছাইড়া দিয়া বইসা আছে। বানর দ্যাইখা তার কাছে গ্যাল এবং বললো যে, বাবা নায়ে থ্যাইকা নামো। নাও আমাক দাও। এই কথা হুইনা দ্যাও[২] নায়ে থাইক্যা হোইরা গেল। তহন বানর নায়ের গুরায় কাছি বাইন্দা দিয়া কাছি ঝাকি দিল, পারের উপর থাইকা মাঝি-মাল্লারা খুব জোরে হ্যায় হ্যায় ও কয়া টান মারে কিন্তু নাও কয়ওনা যে আমারে টানতাছে, নাও নড়েও না চড়েও না। তাই দেইহা বানর পারের উপর আইসা কাছি ধইরা যেই টান মারে অমনি নাও সো সো কইরা পারের কাছে আসলো। সকলে খেদেলা যে খুব ভাল নাও - যাকে কয় ময়ুর পঙ্খী নাও। বানরের ছয় ভাইরা তহন কয় যে, দেখছো আমাগোরে[৩] নায়ের চেয়েও বানরের নাও ভাল হইল। ছয়ভাই মালামাল নিয়া ঘাটে থাইকা বাণিজ্য করবার জন্য নাও ছাড়িল। তারা যাইতে যাইতে বহুদূরে গেল যেমন অন্য আজার দেশে গ্যাল। হেই দ্যাশের আজার মেয়ে আজকন্যা হে ঢাক পিটা দিছে, যে আমাক নুতন জিনিষ দ্যাখাইবার পারে আমি তার হাতে বিয়া বসমু[৪]। আর যে না পারবে তারে অন্ধ কারাগারে থোয়া হবে। তাই হুইনা ছয় ভাই আজার

১। রশি বাঁধা ২। দৈত্য ৩। আমাদের ৪। বসিব।

বাইর বাড়ী যায়া চাকে দিল বারি, ওমনি বাড়ীর ভিতর থাইকা আজ-কন্যার পাইক-পেয়াদা আসিয়া গার যোরা দিয়া নিয়া গেল। তারা এক এক কইরা আজকন্যাকে নূতন জিনিষ দ্যাখাইবার নইল। যতই দ্যাখায় আজকন্যা কয়, এতো পুরান। যহন আর পারলোনা তহন অগারে ছয় ভাইকে নিয়া অন্ধ কারাগারে ছয় মুইনা পাথর চাপাইয়া থুইয়া দিল। আবার বানরও মাঝি-মাল্লা ঠিক কইরা তাগারে[১] বাড়ীত দু'তিনডো ট্যাহা দিল। মাঝি-মাল্লারা বাড়ীত নুন-মরিচ-ত্যাল-সাবান-চাল ডাইল সব কিনা দিয়া তাগারে হাতে নিয়া বাণিজ্য করবার জন্য রওনা দিল। যাইতে যাইতে বহু দূরে গেল, যায়া একটো গাছ পাইলো, তহন বানর মাঝি মাল্লাগারে কইত্যাছে, এ মাঝি মাল্লারা নাও থামাও, এই গাছ দেখছো, এই গাছের হাতে[২] পাও বান্দো, পাক-শাক করে খাওয়া দাওয়া কর। তহন মাঝি-মাল্লারা মনে মনে কয় যে, এ আবার কি কয়রে। এ শালার হাতে ব্যান কি 'হামে' এইলাম। শালার নি আক্কেল আছে। দ্যাহেছেন এই সমুদ্দরের মধ্যে নাও বানাবার কয়। কহন জানি ঝড় তুফান আইসে হ্যাসে নাও হুমুন্তা ডুইবা মোরমু। কিন্তু কি করবে, এক মাঝি কইত্যাছে য্যাক যহন আছি ও যা কয় তাই কর। তহন হেই গাছের হাতেই নাও বানলো। বানদ্যা[৪] খাওয়াদাওয়ার যোগাড় করবার জন্য সব হাড়ি পাতিল ধুইয়া আইসালের উপর তুইলা দিল। এদিকে বানর গাছের দিকে নজর কইরা দ্যাহে যে গাছের মধ্যে একটো সুড়ঙ্গ দ্যাহা যায়।

পাক-টাক শ্যাষ কইরা খাওয়া-দাওয়া করে ও মাঝি-মাল্লাদের কয়, আমি মাজার[৫] হাতে কাছি[৬] বাইন্দা ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়া পাতালে যামু। যতদিন যায় যাক, তোমরা নায়ের উপর খালি আইন্দা[৭] বাইরা খাইবা আর যহন কাছি ধইরা টান দিমু তহন বুঝবা যে কাছি টানা লাগবো। এই কথা কয়া বানর একলাফে একেবারে সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়া পাতালে যাইতে ন্যাগলো[৮]। যাইতে যাইতে একেবারে সোনার মত ঝকঝক করে এই রহম একটো দেশ

১। তাদের ২। সাথে ৩। কি জন্য ৪। বাঁধিয়া ৫। কোমর ৬। রশি
৭। রান্না ৮। আরম্ভ করিল।

পাইল যাক কয় পাতালপুরী আজ[১]। হেথানে যায়া দ্যাহে যে সবকিছু সোনার—দালান কোঠাও সোনার। ক্যাবল সেন[২] সব সোনার কিন্তু মানুষ গরু অন্য কিছু নাই। বানর সব ঘুইরা ঘুইরা সব দ্যাহা নইলো। ঘুরতে ঘুরতে একটো দালানে যায়া দেখলো এ্যাকটো আজকন্য শুইয়া আছে।

বানর তার কাছে গ্যাল। যায়া দ্যাখে আজকন্যার চোখ বোঁজা, আজকন্যাকে বানর কয়েকবার ধাক্কা দিল, তাও আজকন্যা কথা কয় না। শ্যাষে[৩] দেখলো যে আজকন্যার হিতানে[৪] ও পইতানে দুইটা কাঠি আছে, তহন বানর হিতানের কাঠি পৈতানে ও পইতানের কাঠি হিতানে নিল। অমনি আজকন্যার ঘুম ভাঙ্গিল। চোখ মেইলা দ্যাহে[৫] যে সামনে বানর। বানরকে দেইহা আজকন্যা চমকা উঠে ও বানরকে কয়, তুমি এহানে[৬] কি কইরা আইলা, শীগগীর[৭] পালাও। নইলে তোমাক ধইরা আক্‌কোশেরা[৮] খাইবোনে। জাননা এ্যাডা আক্‌কোশের দ্যাশ, এ দ্যাশে যত মানুষ গরু আছিল সব খায়া শ্যায কইরা ফালাইছে। আমাক ধইরা আইনা এই ঘরে থুইছে। তহন বানর কইতাছে—দ্যাখ আজকন্যা, আমি এহান থাইকা যামুনা। তোমাক বিয়া কইরা নিয়া সেন যামু, নতুবা যামুনা।

তহন আজকন্যা কোন উপায় না দ্যাইহা বানরেক কয়, আচ্ছা তা হলে থাকো দেহি, আক্‌কোশ গারে মারা যায় কি কইরা। এহন তো সব আককোশ আহার কোরবার নাইগা গ্যাছে, তারা আইলে আমি যেই ভাবে পারি তাগারে কি ভাবে মারা যায় সব হুনবার পারমানি[৯]। তহন বানর কয়, আমি এহন কোনে যামু। তহন 'আজকন্যা[১০] তাড়াতাড়ি বানরকে একটো বাক্সের মধ্যে রাইখা দিল। আক্‌কোশরা দিনের ভাগে আহার টাহার কইরা আইতে সব বাড়ীত আইল, আইসা আজকন্যাকে ঘুম হইতে জাগাইল। জাগাইয়া আককোসের যে পর্দান[১১] হেতি কইতাছে, আমার

১। রাজ্য। ২। সেখানে। ৩। পরে ৪। মাথার কাছে ৫। দেখিল ৬। এখানে ৭। তাড়াতাড়ি ৮। দৈত্য ৯। পারিব ১০। রাজকন্যা ১১। প্রধান।

হাঁত পাঁ টিপা দে। এহানে কি কি যেন গন্দ পাওয়া যায় রে। তহন আজকন্যা কয় যে, কো কি গন্দ কয় এহেনে[১]। তো কিছু নাই যে গন্দ করে।

আককোশ কয়, নাঁ কয় গন্দ। তুই আঁমার হাঁত পাঁ টেঁপ। আজকন্যা তহন হাত-পা টেপ নইতে নইতে আককোশেক কয় যে, তোমরা আর মোর-বা না বুঝি। তোমাগারে আর কেও মারবারও প্যারবো না। তাইনা? আককোশ কয়তাছে তহন আমাগারে মরণ আছে ঠিকরে, আমরা যাঁ্যানত্যাছি, এঁক বাঁনর আঁসবে এই দাঁশে, তার আঁতেই আমাগারে মরণ আছে। আজ-কন্যা কয় যে, তোমাগারে ম্যারবো ক্যামন কইরা। তোমরা তো তাক দেখলেই শ্যাষ কইরা ফ্যালাইবা। আককোশ কয় যে, এই যে বাড়ী আছে এই বাড়ীর পুবে একটো দীঘি আছে, ঐ দীঘির মধ্যে একটো থাম্বা আছে, ঐ থাম্বার মধ্যেই একটো কৌটা আছে, হেই কৌটার মধ্যে এক জোড়া ভোমরা-ভুমরি আছে, ঐ ভোমরা-ভোমরি মারলেই আমরা সব মোরমু। আজকন্যা আককোশগ্যারে মরার খবর জানল। পরের দিন যহন আককোশরা আহার করবার নাইগা গেল, তহন বানর বাক্সের মধ্যে থাইকা বারাইয়া আজকন্যার কাছে গেল। হেই দুইডো কাঠি যে আছিল হেই কাঠি হিতানের ডো[২] পাইতানে[৩] নিল আর পইতানের ডো হিতানে নিল। ওমনি আজ-কন্যা জাগিয়া উঠিল। বানর আজকন্যাক কইলো, আককোশগারে কি ভাবে মারা যাইবো। তহন আজকন্যা কইল, এই বাড়ী আছে, এই বাড়ীর পুবে যে দীঘি আছে হেই দীঘির মধ্যে একটো থাম্বা[৪] আছে, হেই থাম্বার মধ্যেই একটো কৌটা আছে, হেই কৌটার মধ্যে এক জোড়া ভোমরা-ভুমরি আছে, হেই ভোমরা-ভুমরি নাড়লেই তাগারে[৫] মৃত্যু ওইব। যে দিন আককোশ কয় যে আজ খুব কাছে আহার করমু, হেই দিন তারা খুব দুরে যায়। আর যেদিন কয় যে আজ খুব দূরে যামু, হেইদিন খুব কাছে থাকে। যদি পার তবে তাড়াতাড়ি কাজ কর। আজ আককোশরা আমার কাছে কইযে যে খুব কাছে আহার কোরবে। কিন্তু ওরা দূরে গ্যাছে। এই

১। এখানে। ২। মাথার কাছে ৩। পায়ের কাছে ৪। খুঁটি
৫। তাদের।

কথা না হইনা[১] বানর তিন নাক্ষে একবারে হেই দীঘির কাছে গেল। যাহা আল্লাহ হরির নাম স্মরণ কইরা নাফ দিয়া হেই দীঘির পানির মধ্যে পইরা হাতার[২] দিয়া হেই থাম্বার কাছে গ্যাল, এক মোচোর দিয়া থাম্বা ভাইঙ্গা ফেইল্যা দ্যাহে যে ঠিকই একটো কৌটা আছে, তহন কৌটাটা হাতে নিল, নিয়া কোটার মুখ খুললো, খুইলা পাইল দুইডো ভোমরা-ভুমরি। খোলার হাতেহাতে[৩] আককোশগারে নাড়ীত টান নাগল যে ক্যারে আমাগারে আজ এ রহম[৪] নাগে ক্যারে। আজ বোধ হয় মৃত্যু ওবো[৫]। বানর হেই দুইডো ভোমরা ভুমরি আত[৬] দিয়া ধইরা একটো কইরা পাহা[৭] ছিড়া দিল। তহন দেহে যে, সব আককোশের একখান কইরা পাহা নাই, সোমানে আসতাছে, তহন আবার আর একখান ছিড়া দিল, তাও দ্যাহে যে হাত ছাড়া সোমানে আইসে। আবার দুইডোরই সব পাও ছিড়া ফালাইলো। তাও দ্যাহে যে গোর পাইরাই সব আইসে, কিছু মানে না। না এহন আইসা ধরেই, তহন বানর ভোমরা-ভুমরির মাথা ছিড়া ফালাইল, ওমনি ভোমরা ভুমরি মইরা গ্যাল। হাতে হাতে আককোশরাও মইরা গেল। তহন বানর আইসা আজকন্যাক কইতাছে যে, তে নাও অহন তো[৮] সব মারলাম, এহন কি কোরমু। এ দিকে আজকন্যা কইতাছে, তোমার কাছে যখন কথা দিছি এহন তো কথা উলটাইবার পারমু না। দু একদিন এহেনে[৯] থাকা যাক। বানর কইতাছে আচ্ছা। এ দিকে আজকন্যাও অনেক যাদুমন্ত্র জানে। আইতে[১০] বানর আর আজকন্যা শুইয়া আছে। আজকন্যা বানরেক কইতাছে, দ্যাহেন শুয়াতো ওইলে, নই সাবধান, আইতে যেন ঘরের বাইরে যান না তাহলে খুব অসুবিধা ওইবে।

আজকন্যা যেই ঘুমাইছে বানর ওমনি লাফ দিয়া ঘরের বাইরে আইছে। আইসা দ্যাহে যে কলাগাছে কলা পাইহা কলা ধইরা অইছে, ওমনি তিন নাক্ষে হেই কলা গাছে ওঠে। উইঠা কলাত যেই কামড় দেয় ওমনি বাদুর অয়া ঝুলতে থাকে। তহন বানর বাদুর অবস্থায় আজকন্যাক ডাইহা

১। শুনিয়া। ২। সাঁতার ৩। সাথে সাথে ৪। এমন ৫। হইবে ৬। হাত ৭। পাখা ৮। এখন ৯। এখানে ১০। রাত্রিতে।

কইতাছে, 'শোন শোন অহে আজকন্যা বলি যে তোমারে, কলা খাইবার আইসা হে কন্যা বাদুর হয়া কেন ঝুলি।' এই কথা হুইনা আজকন্যা ঘুম থেইকা চ্যাতন[১] অয়া[২] দ্যাহে যে বানর নাই, তহন ঘরের বাইরে যায়—যায়া দ্যাহে যে বানর কলা গাছের হাতে ঝুলতাছে। তহন আজকন্যা গাছ থাইকা নামাইয়া আগের মতন হেই বানর বানাইলো। বায়না[৩] কইতাছে, যা যাইবার তো গেছিলেন, দ্যাহেন আর যানি বাইরে যান না। এই কথা কয়া আবার পরের আইতে[৪] হুইয়া[৫] আচে এমন সময় আগের আইতের মত তিন নাফে বানর ঘরের বাইরে অয়। অয়া দ্যাহে কি বড়ই গাছে লাল টুক টুকা বড়ই পাইয়া অইছে। এই দেইহা কি আর বানরের মনে সয়। তিন নাফে বানর বড়ই গাছে ওঠে। যেই বড়ইত কামড় দেয় ওমনি এক সুন্দর টিয়া পহী[৬] অয়, বানর পহী অয়া মহা চিন্তায় পইল আর কি করে। তহন আজকন্যাক ডাইক্যা কইতাছে যে, 'শোন শোন ওহে আজকন্যা বলি যে তোমারে, বড়ই খাইবার আইসা হে কন্যা টিয়া হয়া রইচিরে দারুন বিধিরে।'

এই কথা 'হুইনা'[৭] আজকন্যার ঘুম ভাইঙ্গা গেল। দ্যাহে যে বানর নাই, তহন আর কি করে। বাইরে যায়া দ্যাহে যে টিয়া অয়া অইছে। তহন আজকন্যা মুনতোর টোনতোর কয়া আগের মতন হেই বানর বাইনা ঘরে আনে। ঘরে অইনা কইতাচে, দ্যাহেন আজ কয়েকদিন তো অয়া গ্যালো এহন আপনার দ্যাশে যাওয়া যাক। তহন বানর কইতাছে যে, আচ্ছা তালি যেগুলি দামী এবং খাইতে বেশী কিন্তু বইতে অল্প হেই সব মাল মাততা নিয়া যাই। কয়া দুইজন হিরা, মানিক, মুক্তা হেই সমস্ত জিনিষ চালার মধ্যে বোঝাই কইরা হেই যে কাছি[৮] হেই কাছির হাতে বাইন্দা দিয়া কাছি টান দ্যায়, তহন হেই মাঝি মাল্লারা কাছি টান দ্যায়, টান দিয়া কিছুই কোরবার প্যারতাছে না। তহন বানর দ্যাখতাছে যে মাঝিরা ঠিকই ট্যানত্যাছে কিন্তু কিছুই কোরবার প্যারতাচে না। তহন

১। চেতন ২। হইয়া ৩। বানিয়ে ৪। রাত্রিতে ৫। শয়ন ৬। পাখী ৭। শুনিয়া ৮। রশি।

বানর হেই আজকন্যাক নিয়া কাছি বয়া নায়ের উপর আইসে, মাঝিরা আজকন্যাক দেইহা এহাবারে[১] চুমক্যা উঠে আর মনে কয় যে, বাবা বানরের তো কম খ্যাম[২] না। কি এক সুন্দরী আজকন্যাক বিয়া কইরা নিয়া আইচে। বানর আজকন্যাক নায়ে তুইলা মাঝিগ্যারে হাতে কাছি টান দেয়। যেই টানতে নাগলো ওমনি সমানে কাছি শো শো কইরা আসা নইলো। আর মাঝিরা কাছি গোচান নইলো। ট্যানতে ট্যানতে কাছি যেই শ্যাষের[৩] মধ্যে তহন কাছিত এক্ক্যা জোর নাগে, তহন মাঝিরা বানরেক কইতাচে, হুজুর কাছিত এহন জোর নাগে ক্যা।

তহন বানর মাঝিগারে কইতাছে, যা আছে তা সবই দ্যাখবার প্যারবানে[৪]। আর বেশী দূর নাই, কাছাকাছির মধ্যেই আছে, আর কয়েক-বার টান দাও। তাই হুইনা মাঝিরা আমোদের হাতে টানতে লাগলো। ১৫/২০ বার টানবার পরই হেই ছালা পানির উপর উইঠা পরে। বানর তহন কইতাছে, এই ছালাগুলি খুইলা নায়ের মধ্যে থুইয়া দাও। মাঝিরা এই ভাবে যে ছালা পানির উপর ওঠে হেই ছালা হানই নায়ের মধ্যে থুইয়া দ্যায়। এই ভাবে প্রায় ১৫/২০ হান ছালা অয়। ছালা টানা থুওয়া যহন অয়াগ্যাল[৫] তহন বানর মাঝিগারে কইতাছে, তে নাও তোমাদের যদি খাওয়া-দাওয়া নাগে তালি পাক শাক-কর, তাড়াতাড়ি কর। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া কইরা নাও ছাড়। মাঝিরা তাড়াতাড়ি পাকশাক কইরা খাওয়া দাওয়া কইরা নাও ছাইড়া বাড়ীর দিকে যাত্রা কোরলো। কিছুদূর আশার পর হুনলো[৬] যে সামনে বাক[৭] আছে, তিন নদীর মোওনা,[৮] যহন তিন নদীর মোহনায় আইলো, আইসা দ্যাহে যে নদীর গাবারে[৯] একটা নাহা আলো টিন ঝুলাইয়া থুইছে। আর ম্যালা নাও নদীর গাবারে নাগান আছে। বানর তাই দেইহা কইতাছে, এ মাঝি ভাইরা, নাও ভিড়াও, দেহি কি আছে ল্যাহা। মাঝিরা নাও গাবারে ভিড়ায়। আর বানর হেই ল্যাখা পড়ে। দ্যাহে যে ল্যাখা আছে এই যে—এই দেশে এক আজকন্যা আছে, হেই আজকন্যাকে যে নূতন নূতন খেলা বা নূতন নূতন জিনিষ দ্যাহাইবার পারবো তার হাতে

১। একেবারে ২। ক্ষমতা ৩। শেষ ৪। পারিবে ৫। হইয়া গেল
৬। শুনিল ৭। মুখ ৮। মোহনা ৯। কিনারের সাথে।

তার বিয়া হবে, আর যে না পারবো তাক নিয়া কারাগারে থুইয়া দিবে। বানর ল্যাখা পইড়া কইল, মাঝি মাল্লারা, তোমরা এখানে থাকো, আমি হেই আজকন্যার কাছে যামু। এই কথা কয়া বানর আর তার বৌ এই দুইজন রওনা দিল। যায়া আজবাড়ীর বাইরে একটা চাক আছে, চাকে যায়া যেমনি বারি মারে ওমনি পাইক-পেয়াদা আমলা ফেইলা সব আইসা বানরেক ধইরা নিয়া গেল। এদিকে বানরের বৌ আগেই মন্ত্র-টন্ত্র যা হিখান দরকার আছিল তা হিখা দিয়াছিল। বানরেক দেইহাইতো অনেকে না পছন্দ করলো, কইলো যে, হ্যা কত আজা-গজার ছেলেরা আইসা পারলো না, এতো বানর এ আবার কি দ্যাহাইবার[১] পারবো। পরের দিন আজার আজ কাচারিত সভা যহন আরম্ভ অইলো তহন বানরেক আইনা সকলে কইলো যে, ন্যাও তোমার যা দ্যাহাইবার পারো তো দ্যাহাও। প্রথম বার দ্যাহায় যে, হাতে এল্যা মাটি নয়, মাটি নয়া মাটিতে ফু দেয়, তহন[২] একটো কলাগাছ অয়, অয়া হেই গাছে কলা ধরে, তহন তহন বেশ কয়েকটো কলা পাইহা উঠে। পাহা কলা দেইহা কোথা থাইকা যে বাদুর আইসা হেই পাহা কলা বাদুর খাইতে লাগলো। তহন বানর আজসভার[৩] মধ্যে আজকন্যাক জিগ্গাসা করে যে, এ রকম জিনিস কি দেখেছেন? তহন আজকন্যা কয় যে না। আবার দ্যাহায়, একটো বোরই গাছ অই হেই বোরই গাছে ম্যালা[৪] বোরই[৫] ধরে এবং অনেক বোরই পাইহা টুবা টুবা অয়, তহন এক ঝাঁক টিয়া পখী আইসা হেই বড়ই খাওয়া আরম্ভ করলো। তহন আবার আজকন্যাক জিগ্গাসা করে। তহন আজকন্যা কয় যে, না এ রকম জিনিষ আমি কোন দিন দেহি নাই। যহন আজকন্যা আইরা[৬] গেল তহন তো আর 'বানর বিলা'[৭] অস্বীকার কোরবার পারবো না। শেষে বানরের সাথে আজকন্যার বিয়া অয়া গেল। বিয়া অয়া যাওয়ার পর সব লোকজন খাওয়া-দাওয়া কোরবার নাগলো। এদিকে বানর বন্ধ করা যত লোক আছিল তাগারে[৮] সব মুক্তি দিল, তার যে সব হতালো ভাই বন্দী আছিল তাগারেও মুক্তি দিল। বানরের হাতে যে একটো আংটি আছিল হেই আংটি

১। দেখাইবার ২। তখন। ৩। রাজসভা। ৪। অনেক ৫। কুল।
৬। হারিয়া ৭। বলিয়া ৮। তাহাদেরকে।

পুইড়া তার প্রত্যেক ভাইয়ের গোল্লায় একটো কইরা ছাপ মাইরা দিল। এই কারণে যে এরা তো বাণিজ্য কোরবার আইসা বন্দী অয়া আছিল। এহন বাড়ীত যায়া বাবার কাছে কি কবে, আমি যদি বন্দীর কথা বলি তবে না যেন কোরবার না পারে। তবে আজকন্যাক বিয়া কইরা নিয়া হেই না, নায়ে[১] চইরা বাড়ীর দিকে রওনা দিল। এদিকে তার ছয় ভাই মনে মনে ফন্দি করলো যে আমরা সোনা-দানা কিছুই নিবার প্যারলাম না। আর বানর অয়া[২] নাও বোঝাই কইরা সব মালামাল নিয়া যাইতেছে, আমরা বাড়ীত যায়া কি কমু। শ্যাষে ফন্দি আটলো যে বানরেক শ্যাষ[৩] কইরা ঐ সব মালামাল আমাগারে নায়ে নিয়া বাড়ীত যামু আর দুইটো আজকন্যা দুই ভাই বিয়া কোরমু। বানরের নাও আগে আগে যায় আর ছয় ভায়ের নাও পাছে পাছে যায়। ছয় ভাই কয় যে, ও বানর ভাই, দেরী করনা এল্লা[৪] আমরা একসাথে যাই। তহন বানর কয় যে, আইসো আমি ধীরে ধীরে যাইতেছি। কিছুদূর যাওয়ার পর ছয় ভায়ের নাও, বানরের নাও যহন এক সাথে অইল[৫] তহন দুই ভাই লাফ দিয়া বানরের নায়ে ওঠে, উইঠা বানরের সাথে এডো ওডো[৬] আলাপ করতে করতে বানরের কাছে গেল, যায়া পাছ্ মোরা[৭] দিয়া ধইরা বানরের হাত পাও বাইন্দা নদীর মধ্যে ফ্যাইলা দিল। এদিকে পাতালপুরীর আজকন্যা নায়ের ছইয়ের জানলা দিয়া সব দেখবার পারলো। তহন আর কি করে। আজকন্যার একটো কোল বালিশ আছিল। হেই বালিশেক কইল যে, বালিশ এতদিন আছিলা কার? বালিশ কইল, এতদিন আছিলাম তোমার। আজ-কন্যা কইল, যদি তাই অও তবে আমার স্বামীক নদীর মধ্যে থাইকা উদ্ধার কর। এই কয়া[৮] বালিশটো নদীর মধ্যে ফাইলা দিল। তহন বালিশ ভাসতে ভাসতে যায়া বানরের প্যাটের নীচ দিয়া মাথা দিয়া বানরেক উপরে তুইলা ভাসতে ভাসতে নদীর এক পাবারে ঝাউগাছের কাছে নিয়া গেল তহন বানর দেখলো যে, বোধ হয় লোকনা আছে। এই ভাইবা হেই ঝাউগাছের উপর উঠলো। উটলো বটে দুই তিন দিন অইলো না খাওয়া, তো শরীল[৯]

১। নৌকা ২। হইয়া ৩। মারিয়া ৪। একটু ৫। হইল
৬। এটা সেটা ৭। পিছন হইতে। ৮। বলিয়া ৯। শরীর

এহাবারে[1] দুব্বল অয়া গ্যাছে। গাছে উইঠা এহাবারে চেত্তর[2] অয়া পইরা অইলো। এদিকে সকাল ব্যালা সব গরুর রাখালরা নদীর গাবারে চরের উপর গরু আখবার নাইগা আইছে। আইসা নদীর গাবার দিয়া সব খেলা ধুলা কোরতাছে, তহন ঐ রাখালের মধ্যে থাইকা একজন ডাক পাইরা আর সব রাখালগারে কইতাছে, দ্যাখরে দ্যাখ ঝাই গাছের উপর এক বানর হইয়া[3] অইছে[4]। আর সব রাখালেরা দোড় পাইরা আইসা ঠিক তাই দেখবার পারলো। বানর রাখালগারে দেইহা কইল, ভাই রাখালেরা আমি আজ কয়েক-দিন অইল অনাহারে, দয়া কইরা তোমরা আমাক কিছু খাইবার দাও। তহন রাখালেরা বানরেক নিয়া কিছু দুধ খিলাইল[5]। যাক বানর এহন এহানে থাকে। এদিকে হেই যে তার ছয় ভাই নৌকা-টৌকা নিয়া বাড়ীর ঘাটে হাজির। তহন আজার লোকজন খবর পাইল যে আজার ছেলেরা বাণিজ্য কইরা ফিরা আইছে। আজার যত আমলা ফৈলা, নওলা, কাতল, রুই এই সমস্ত ছোট বড় সব আইসা ঘাটের পারে আজির[6] হইল। আজির অয়া দ্যাহে যে বানরের নাও আছে ঠিকই কিন্তু বানর নাই আর বানরের নায়েই মালা-মাল বেশী, তা ছাড়া দইডো আজকন্যাও আছে। দেইহা একটু সন্দী অইল[7] ও বটে তবু কেউ কোন কথা কইল[8] না। সব মালামাল নাইমা নিয়া বাড়ীত তুললো। পাতালপুরীর আজকন্যা কইল, মাঝি ভাই, তোমরাতো সব দেখ-লাই, দয়া কইরা একটু যাওনা ভাই, আমার মনে হয় সে মরে নাই, বাইচাই আছে। মাঝি কইল, হ্যা আনী মা, হে জানি কবে মইরা গ্যাছে। তহন আজকন্যা কইল যে, তুমি ভাই যে নদীর নাও নিয়া আসলা হেই নদীর গাবার দিয়া যাও আর গাঁয়ে গাঁয়ে হোজ[9] কইরো।

যাক আজকন্যার কথামত মাঝি খাওয়ার জিনিষ পাতি পোটলাতে বাইন্ধা রওনা দিল আর নদীর গাবারে লোকজোন পালি তাগারে কয় যে, বাপু সব তোমরা কি কোন বানর টানর দেখছো? এই ভাবে যায় আর জিগ্‌গাসা করে। যাতি যাতি যেখানে বানর রাখালের হাতে বাঁচে হেই

১। একদম ২। চিত ৩। শুইয়া ৪। শুইয়াছে ৫। খাওয়াইল
৬। হাজির ৭। সন্দেহ হইল ৮। বলিল ৯। জিজ্ঞাসা।

জাইগায় হেই রাখালদের কাছেই মাঝি জিজ্ঞাসা করে, তহন রাখালেরা কয় যে হ্যা, আমরা একটো[১] বানর ধইরা ছিলাম। সে বানর তো এখনও আছে। মাঝি কয় যে, আচ্ছা ভাই তার কাছে একটু নিয়া চল না। রাখালেরা একজন মাঝিকে সাথে নিয়ে বানরের কাছে গেল। বানর তার নায়ের মাঝিকে দেইহা দুই চোখ দিয়া পানি টপ টপ কইর পড়া নইল, আর বানর কইলো যে, তোমরা বাঁইচাই আছ তো আর আমার বৌ দুইডো কেমন আছে। মাঝি কয় যে, তারা দুইজন ভালই আছে। তারাই আমাক আপনার তালাশে পাঠাইছে। চলেন আমার হাতে[২] বাড়ী চলেন। তহন বানর মাঝির হাতে বাড়ী রওনা দিল। বাড়ীত যায়া দ্যাহে যে তার ছয় ভাই সব মালামাল নিয়া নিছে। তহন বানর তার বাপের কাছে যায়া কইতাছে, বাপজান এইযে মালামাল দেখতাছেন এই সব আমি বাণিজ্য কইরা নিয়া আইছি। আজা[৩] তার ছয় ব্যাটাক[৪] ডাইকা কইল যে কি, বানর কইতাছে যে তোমরা বাণিজ্য কইরা কিছুই আনো নাই। এসব মালামাল বলে বানরের। ছয় ব্যাটা কয় যে, বানর যা কয় সব মিছা কথা। বানর কইল যে, আমার কথা যদি অবিশ্বাস হয় তালি[৫] দ্যাহেন যে আমার আতের আংটির ছাপ অগারে ছয় জনের গোয়াই আছে। তাই হুইনা[৬] ছয় ভায়ের কাপড় তুইলা দ্যাহে যে ঠিকই গোয়াত ছাপ আছে। শেষে বানর সব মাল পাইল। তহন বানর যায়া অন্ধ কারাগার থাইকা তার মায়েক মুক্ত কইরা নিয়া আইল। বানর তার দুই বৌ নিয়া দিন কাটাইতে নাগলো। এদিকে হেই ফকির একদিন আইসা আজাক কইল, কি আজা, কথা বার্তা ঠিক আছে তো। কোন ছেলেক দিবেন? আজা তহন মহা চিন্তায় পড়লো, আজা চিন্তা করে, কার কথা কমু[৭]। সবইতো আমার কাছে সমান। তা ছাড়া কার কথা কমু, তার মা বা নানা বদদোয়া করবো। যাকগা ফকিরের যাক পছন্দ অয় তাহীক ধইরা নিয়া যাইবার কমু। শ্যাষে আজা ফকিরেক কইল যে, ফকির বাবা আমি কার কথা কমু? তবে কাল সকালে যাকে বাহির বাড়ীত পাইবেন তাকে ধরে নিয়া যাবেন। এই কথা বাড়ীর ভিতরে যায়া তার সাত বৌ–

১। একটা ২। সাতে ৩। রাজা ৪। পুত্র ৫। তাহা হইলে ৬। শুনিয়া। ৭। বলিব।

য়েকও কইল যে, কাল ভোরে যাক বাড়ীর বাইরে বুরি পাইবে তাকেই ফকির নিয়া যাবে।

এই কথা না হুইনা[১] সাত রানী তার যার যার ব্যাটাক নিয়া ঘরের মধ্যে আইটকা ফালাইল। পাইহানা প্রস্রাব আইলেও ঐ ঘরের মধ্যেই তাক আইগবার মুতপার[২] কয়। তবুও কাহুক ঘরের বাইর অইবার দেয় না। কিন্তু শালার বানর হে কি আর নক কইরা থাকে, সকাল অয়ার আগেই তিন লাফে ঘরের বাইর অয়। বাইর বাড়ী আইসা লাফালাফি করতে নয়। ঐ সময় ফকির আইসা বানরের ঘাড় মোরা দিয়া ধইরা নিয়া গাঁটা দিয়া রওনা দেয়। এদিকে বানরের মাও আর দুই বৌ অনেক কান্নাকাটি করে তবুও ফকির কিছু শোনে না। ফকির বানরকে নিয়া যাইতে লাগলো। যাইতে যাইতে ফকিরের বাড়ীর কাছাকাছি গেলেই একটো গাঁও পাইল, হেই গাঁয়ে আবার এক পরামানি[৩] থকে। তার একটা মিয়া ঘরে আছে। কোন জাইগাও বিয়া সাদী আইসে না। ফকির যে আবার কি ধরনের লোক তা ভাল ভাবেই পরামানিকের মাইয়া জানে। সে তো মানুষ না রাক্ষস। মানুষ ধইরা নিয়া বলি দেয়। তিন তালার উপর বইসা বইসা বই পুস্তক পড়ে আর ঐ ফকিরের সব মানুষ বলি দেওয়া দ্যাহে[৪]। বই পড়তে পড়তে দ্যাহে হে বইয়ে ল্যাখা আছে যে, তার বিয়া অবে এক বানরের হাতে। তহন দ্যাহে যে এক ফকির একটো বানর ধইরা নিয়া যাইতেছে। তহন পরামানিকের বিটি[৫] ফকিরেক অন্য লোক দিয়া ডাক পাইরা বাড়ীর উপর নিল, নিয়া সব লোক কইল যে, বাড়ীর মধ্যে পরামানিকের বিটি বানরডো বলে দেখবো। তহন ফকির কয় যে, না বাড়ীর মধ্যে ন্যাওয়া যাইব না। বাড়ীর লোক আর ছাড়লো না। ফকিরের আত[৬] থাইকা জোর কইরা নিয়া পরামানিকের বিটির কাছে গেল।

পরামানিকের বিটি জোর কইরা তার কাছে একদিন রাখল আর বানরেক কইল যে, দ্যাহো তোমাক নিয়া তো নদীর পারে বলি দিব। তোমার

১। শুনিয়া ২। প্রস্রাব ৩। গ্রাম্য প্রধান। ৪। দেখে ৫। মেয়ে ৬। হাত।

মত আরও শত শত মানুষ ফকির বলি দিছে। যায়া দ্যাহো গা বলি দেওয়ার জন্য কাতলা গাড়া আছে। যদি তোমাক হেই কাতলার মধ্যে গাড়[1] দিবার কয় তালি তুমি আইগা দিবা আর কইবা যে, কিবা কইরা আনি দেওয়া নাগে আপনে আগে দিয়া দ্যাহান। যেই ফকির গাড় দিবো ওমনি তুমি খড়্গ দিয়া এক কোপে শ্যাষ[2] কইরা ফালাইবা। পরে টুকরা টুকরা কইরা নদীর মধ্যে ফালাইয়া দিবা বুঝলা। বানর সব কথা নিয়া পরের দিন ফকিরের হাতে রওনা দিল। যায়া দ্যাহে যে পরামানিকের বিটি যা যা কয়া দিছে হেই কথাই। নদীর পাবারে এক বিরাট কাতলা গাড়া, তার কাছেই এক খড়্গ। বানর হোছ করে যে এ গুলি কি? তহন ফকির কয় যে, এই কাতলার উপর মাথা থুইয়া ঘুম পাড়ি। যাক, ফকির বানরেক নদী থাইকা ডুব সান দিয়া নিয়া আইল। আইসা বানরেক কইতাছে, এই কাতলার উপর মাথা দ্যাও। তহন বানর পা দেয়। ফকির কয় যে, ও রকম কইরা না। তহন বানর কয় যে, তালি আগে আপনে দ্যাহা দ্যান। যেই ফকির মাথা দিছে ওমনি বানর খিল আটকা দিয়া খড়্গ দিয়া এক কোপে দুই ভাগ কইরা ফালায়, তারপর টুকরা টুকরা কইরা নদীর মধ্যে ফাইলা দিয়া আবার হেই পরামানিকের বিটির কাছে আইসে। আইলে পরামানিকের বিটি তো সব জানবার প্যারলো। তহন বানরেক কিছু খাইবার দিল। দিয়া সব কথা হুনলো,[3] হইনা খুশী। বানর পরামানিকের বিটিক কইলো যে, তুমি আমার জান বাঁচাইয়া দিলা, তোমাক ছাড়া আমি বাড়ীত যামুনা। তহনে পরামানিকের বিটি মুখে একটু একটু করে না করে, আসলে রাজী আছে।

বানর তহন একটো মুসুল্লি ডাইকা আইনা বিয়া পড়ায়। বিয়া পইড়া নিয়া বাড়ীর দিকে যাত্রা করবার চায় কিন্তু মনে মনে ভয়ও করে যে, কি জানি আবার গাঁটাত[4] থাইকা কেউ যদি কাইড়া নেয়। শ্যাষে এক বুদ্ধি করে যে, পরামানিকের বিটিক পুরুষের কাপড় পড়ায়, পয়রা রওনা দেয়। পাটার মানুষ দ্যাহে যে একটো পুরুষ মানুষ বানর নিয়া যাইতেছে। কোন

১। ঘাড় ২। জবাই ৩। শুনিল ৪। রাস্তায়।

কিছু আর কয় না। দুইজন যহন বাড়ীত আইসে, বাড়ী আসা দেইহাই তো সব অবাক। বানরের হতাল্ ছয় ভাই কয় যে, ক্যারে শালাক না ফকির ধইরা নিয়া বলি দেওয়ার কথা। শালা কেবা কইরা হেখান থাইকা ছুটছে। ছুটছে তো আবার বিয়া কইরা নিয়া আইছে। শালার মরন নাই, খুব বুদ্ধি আছে। বানরের মা ও বৌ দুইজন খুশী অইল। তহন বানর তার তিন বৌ নিয়া থাকা নইল। রাইতে বানর করে কি, তার খেলকা খুইলা বেশ আজকুমার হয়, অয়া হুইয়া থাকে। সকাল অওয়ার আগেই ঐ বানরের খেলকা গায়ে দিয়া বানর সাজে, তা কেউ ধরবার পারেনা। পরামানিকের বিটি খুব চালাক। হে বেশ টের পাইল। পায়া একদিন ঐ বানর যহন খেলকা খুইলা হুইয়া ঘোমায় তহন পরামানিকের বিটি খেলকা নিয়া হামলায়। পরে বানর চ্যাতন পায়া আর খেলকা পায়না। তহন বানরের আসল রূপ সকলের কাছে ধরা পড়ে। পরের দিন হেই খেলকা আগুনে পুইরা ফালায়। তহন বানর আর কি করে, তারপর বানর সুন্দর আজপুত্তুর অইল। ছয় ভায়ের চেয়ে রং চং এই বানরের বেশ ভাল। বানর তখন তার বাপের কাছে গেল। তার বাপ প্রথমে দেইহা চিনবার পারলো না। আজা কয় যে, তুমি কে? তহন হেকয় যে, আমি আপনার হেই বানর ব্যাটা। তহন তার বাপের কাছে বাণিজ্যে যাবার ঘটনা, ভাইয়েগারে বন্দী থাইকা উদ্ধার করলো কেবা কইরা, তারপর ফকিরের আত থাইকা কেবা কইরা বাঁচলো—সব কথা আজার কাছে খুইলা কয়। তহন আজা দেখলো যে, এই বানরের তো খুব বুদ্ধি আছে। আমার আর যে ছয় ছেলে আছে তারাতো এর অর্ধেক বুদ্ধিও পালে না। বুঝলাম, আজ্য চালান মতো এই বানরেরই বুদ্ধি আছে। আজা দেখলো যে, এহন তো আমার মরণের সময় অয়া আইলো, কহুন জানি মারা যাই। মরার পর হইতে সিংহাসন নিয়া মারামারি কইরা আজ্যের মধ্যে গোণ্ডগোল বুইঝা আজাই আত ছাড়া অয়া যাইবো। এই ভাইবা আজা তার ছয় ব্যাটা আর উজির নাজীর আমলা কোইলা, নওলা, কাতল সব ডাইকা আজসভা আরম্ভ করে। হেই সভার মধ্যে আজা কয় যে, আজ হইতে আমার পুত্র এই বানর সিংহাসন পাইল আর আজ্য পরিচালনার ভার এই বানরের হাতেই। বানর যা করবে

তাই আর যত লোক আছে শুনবে, যা আদেশ কোরবে তাই পালন কোরবে। আর যে ছয় পুত্র আছে তারা এই বানরের গোলাম হিসাবেই কাজ কোরবে। এই বইলা আজ্ঞা শেষ কোরলো। হেই দিন হইতে বানর হে দ্যাশের আজা অইল আর আজ্য চালান নইল। তাই বেরাদার মা, বৌ, নিয়া বানর সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো। হেইদিন থাইকা হে দ্যাশের মানুষ সব তাক কয় 'বানর বাদশা'। আজ্য বেশ ভালভাবে চালান নইল, দ্যাশের লোকজন সব ভাল কয়া নইল। আমার হাস্তর খানিও শ্যাষ অইল।

মহোন মুরালী বাশশার কেচ্ছা

পটুয়াখালী থেকে সংগৃহীত 'মোহন মুরালী বাশশার কেচ্ছাটি' সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবদুর রব খান, সাহা পাড়া, দক্ষিণ কালিকাপুর, পটুয়াখালী। কেচ্ছাটি সংগৃহীত হয়েছে জনাব জরিনা বিবির কাছ থেকে। সংগ্রহকাল — ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

মোহন মুরালী বাদশার কেচ্ছা

কাহিনী সংক্ষেপ

মোহন মুরালী বাদশার ওপরে বৈতাল পরীর নজর পড়লে সোনা কন্যার সাথে তার বিয়ে হয় এবং বিয়ের রাতে বৈতাল পরী তার রুহ নিয়ে চলে যায়। পরের দু'রাতে এসে তাকে সজাগ করে তার সাথে খানা পিনা করে। আবার অজ্ঞান করে রেখে চলে যায়। তৃতীয় রাত্রে সোনা কন্যার সাথে তার মা মৃত পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনে এগিয়ে গেলে বৈতাল পরী লাশসমেত মোহন মুরালী বাদশারে বহুদূরে নিয়ে যায়। সোনা কন্যা গণনার মাধ্যমে স্বামীর অবস্থান নির্ণয় করে ছ'মাস পরে এক জঙ্গলে গিয়ে তাকে মৃতবৎ পায়। তারা পরস্পর কথা বলে পালানোর পন্থা স্থির করলে পরীর গণনায় তা ধরা পড়ে এবং এবারে মোহন মুরালী বাদশারে সে কোকাফ শহরে নিয়ে যায়। সোনা কন্যা সেই কোকাফ শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে পথিমধ্যে তোতা পাখীর কায়াধারী এক দেওয়ের সাহায্যে সে কোকাফ শহরে যায়। সেখানে চুলীওয়ালার গায়ে জ্বর চালান দিয়ে ঢোল বাজানের সুযোগ লাভ করে পরীদের নৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। তারপর বৈতাল পরীর মাতার নিকটে কণ্ঠমালা বেনী তার স্বামীকে দাসী করে তা লাভ করে এবং বৈতাল পরীকে ক্ষমা করে দিয়ে তারা তিনজন দেশে চলে আসে। দেশে এসে এক গণনার সাহায্যে সোনা কন্যা এবং বৈতাল পরী জানতে পারে—মোহন মুরালী বাদশার অদৃষ্টে আরো বার বছরের দুঃখ লেখা আছে। অতঃপর তারা বাসগৃহের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকল। মোহন মুরালী বাদশা ঠগ-রাজার মেয়ে দুষ্ট নারীকে বিয়ে করে ঘরে আনল। বাপ মারা গেল। তার গুপ্তধনের কথা পিতার নিকট থেকে দুষ্ট নারী জানতে পেরে তা তার অগোচরে রাখল এবং দুষ্ট নারীর কথামত সাতদিন পর্যন্ত দান খয়রাত দিয়ে শেষতক পাঁচ টাকার জন্য তার বাদশাহী একজনের দায়বদ্ধ রাখলো। স্বামীর অবস্থা খারাপ হয়ে যেতেই দুষ্ট নারী পিত্রালয়ে চলে গিয়ে এক কোতোয়ালের সাথে অভিসারে লিপ্ত হল। তারপর মোহন মুরালী বাদশা আম এবং কলা হাটে বিক্রি করতে নিয়ে গেলে তাও তারা যুক্তি

করে খেলো। তারপর দুষ্ট নারীর ভাইয়ের বিয়েতে মোহন মুরালী বাদশা দাওয়াত খেতে গিয়ে অপমানিত হল দুষ্ট নারীর হাতেই। জল্লাদ দয়াপরবশ হয়ে তার প্রাণ ভিক্ষা দিল। তারপর সে আড়ালে লুকিয়ে থেকে দুষ্ট নারীর নিকট হতে পৈত্রিক ধনের সন্ধান লাভ করে সেগুলো লুকিয়ে রাখল অন্যত্র। দুষ্ট নারী কোতোয়ালকে নিয়ে সে ধন আনতে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে কোতোয়াল কর্তৃক প্রহৃতা হল। মোহন মুরালী বাদশার সুখৈশ্বর্য আবার ফিরে এল। সোনা কন্যা এবং বৈতাল পরীর আবার আবির্ভাব হল। দুষ্ট নারীকেও আবার স্বগৃহে আনল। কোতোয়াল নদীতে ডুবে মরল। দুষ্ট নারীকে শূলে চড়ান হল। তারপর উজীরের মেয়ে তার সমালোচনা করায় তাকে বিয়ে করল, অতঃপর তার জামাতা তাকে নিতে এলে মোহন মুরালী বাদশার সাথে নিপুণ অভিনয় করে সে তার পূর্ব স্বামীর সাথে চলে গেল।

কাহিনী শুরু

এক বাশশার এউককা[১] পোলা আলছে[২]। পোলার নাম মোহন মুরালী বাশশা। তাহার একদিন ঐছে কি, ঐ পোলায় খাট পালংগের উপর শুমাইয়া রইছে। রইছে পর ঐ পোলার উপরে পরীর নজর পড়ছে। নজর পড়ছে পর পোয়া ত এহন বেউস। মায় উডাইতে গেছে, পোয়া উডেনা। আর কোন কতাও কয়না। মায় এত বোলায়[৩] কোন রাও শব্দ[৪] নাই। তাহার এহন দোচতে আইছে। ঐ পোলার দোচতে। তাহার মায় হেই দোচতের ত্তে কয়। কইছে পর এহন হইন্যা দোচতে কয় কি, তয় দেহি মাঐ আমি একদিন যাইয়া আমার দোচতে আমার লগে কতা কয় নিহি। তাহার দোচতে গেছে। এহন যাইয়া জিগায় কি, দোচত আমনের[৫] ঐছে কি ?

তাহার কোন কতা কয় না। তাহার আবার জিগাইছে। জিগাইছে পর না কওনে এক্ষির দোচতে কয় কি, দোচত আমনে বিয়া করবেন নাহি। তাহার এহন ঐ পোয়ায় কয় :

সপ্পনে কইরাছি বিয়া আমি
বেহরদ পরীর মাইয়া
বৈতাল পরীরে।

তাহার এহন দোচতে বোজল, হের দোচতে বুজ্জি হাচাই বিয়া হরবে। তাহার এহন আইয়া কয়, হ মাঐ, আমি কতা কওয়াইছি। দোচতে বোলে বিয়া হরবে। আসলে তো মোহন মুরালী বাশশায় যা কইছে হেইয়া হের দোচতে বোজে নাই। হে মনে করছে যহন দোচতে বিয়ার কতাই কইছে আমার কাছে তয় বুঝি ঠিকই বিয়া হরবে।

তাহার এহন দোচতের মোহে এই কতা হইন্যা হেরা বিয়ার খুব আয়োজন করতে আছে। মালামাল বেবাক[৭] যোগাড় কইর‍্যা হালাইছে। তাহার যোগাড় কইর‍্যা হালাইয়া এহন মাইয়া দ্যাখতে যাইবে। তাহার এহন রায়বার[৮] পাডাইছে। রায়বারে যাইতে যাইতে অনেক উত্তরে যাইয়া

১। একটি ২। ছিল ৩। ডাকে ৪। সাড়া শব্দ ৫। আপনার
৬। সত্যি ৭। সব ৮। ঘটক

আরাক বাশশার রাইজ্যে আইয়া পড়ছে। তাহার হেইহানে মাইয়া একটা পুহৈর[৮] পাড়ে উইট্যা হইয়া রইছে। রায়বারে পোয়ার বিয়ার কাবা[৯] লইয়া গ্যাছে। তাহার ঐছে কি, হেই দ্যাশে আরাক বাশশার মাইয়ার লাইগগা ও রায়বার আইছে। হেই বাশশার ঐছে কি, দিন ঐলে হ্যায় গর উডাইতে আর রাইত ঐলে হেই গরে আগুন লাগতে। তাহার বাশশার গণক আনাইছে। এইয়ার কারণ কি। তাহার গণকে গইন্যা দ্যাহে যে বাশশার গরে বড় এক মাইয়া আছে। হেই মাইয়ায় ন্যোশ[১০] ছাড়ে আর হেই ন্যোশের লগে বাশশার সব গরে আগুন লাগে। তাহার এহন বিয়া যোবদে[১১] না দেবে হোবদে[১২] এই রহমই আগুন লাগবে। তাহার এহন ঐ মাইয়ার বাহেও এক রায়বার পাডাইছে। হেও কাবা লইয়া ম্যালা[১৩] করছে। হে ম্যালা করছে দহিন দিগে। তাহার এহন হে আইয়া ওটছে পুহৈড়ের দহিন পাড় দিয়া। তাহার এহন আইয়া পুহৈরের দুই কূল দিয়া দুইজন উইট্যা দুই দিগে গুমাইয়া রইছে।

তাহার এহন বেইল গেছে। তাহার এহন গুমেরতন ওইট্যা একজন আর একজনেরে জিগায় – আমনে আইছেন কেয়া? তাহার হে কয় যে আমি মাইয়া বিয়া দিমু। এহন ও কয় যে আমি পোয়া বিয়া করাইমু। তাহার এহন ঐ কাবা দেইখ্যা মিইল্যা গেছে পর এহন হেরা কয়, তয় বিয়া ত ঐয়াই আছে। তাহার এহন মাইয়া আলায় পোয়ারডা আর পোয়া আলায় মাইয়ারডা ঐ ছবি দুই হান দুইজনে লইয়া গেছে। হের পর শুককুর বার দিন তারিখ হালাইছে পর ত এহনে শুককুর বার পোষাবার[১৪] আইবে। এহন এদিগে ঐছে কি, ঐ পোয়ায় বিয়া হরবেনা। তাহার ত এহন ব্যাবাকতে[১৫] কয়, হেদিন কইলে বিয়া হরবে আর এহন কয় কিনা হরবেনা, তয় দর হালারে। কেউন্যা[১৬] আচ্ছা মতন। তাহার ত হেরা অরে মারছে। মাইর‍্যা টাইর‍্যা এহন নাওয়াইয়া দোয়াইয়া আতীর

৮। পুকুর ৯। ছবি ১০। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ১১। যতদিনে না ১২। ততদিন ১৩। রওয়ানা করিয়াছে ১৪। বরযাত্রী ১৫। সকলে ১৬। হাতের কনুইয়ের সাহায্যে প্রহার করা।

দিত্তে আবার বওয়াইছে—কেমন তারা। কাপড় দিয়া অর চউক বাইন্যা তারপর অরে লইয়া হেই বাড়ীত পোষাবার গেছে। তাহার এহন বিয়া ঐবে। তাহার এহন পোষাবাররা কয় যে, আমাগ দ্যাশে একটা চল[17] আছে। তাহার মাইয়া আলারা কয় যে, কি চল? কয় যে, মোগ দ্যাশে পোয়াগ চউক বাইন্দা বিয়া অয়। তাহার ত বিয়া ঐছে। ঐছে পর এহন অন্দর বাড়ী[18] নেছে। নেছে পর এহন হালা বউরা তামাশা কইর‍্যা অর মুহে একটা পান দিছে। পানডা ও আবার হিরাইয়া গোড়াইয়া বাইর কইর‍্যা হালাইছে। তাহার মাতায় এক কুপা[19] ত্যাল দিছে। তাহার ত এহন পাগড়ী ভিইজ্জা ত্যাল মাথা বাইয়া পড়ে। হালা বউরা এই তামাসা করছে যেই ম্যাতে না অয় আর চোক বাইন্দা না থাকতারে[20]। তাহার এহন নাওয়ানীতে নেছে। নওয়াইয়া হজাইতে বওয়াইছে। তাহার ত এহন আর না চাইয়া ক্যামনে পারে। তাহার ত এহন ঐ হগলডা[21] কতা বার্তা কয় হালা বউরা। আশতামসা[22] করে। অয় টিপ টিপ[23] কইরা চায়।

অয় না চাওয়ার ভান কইর‍্যা আড়ে আড়ে চায়। তাহার এহন এই বউরে দেইখ্যা অয় মনে মনে কয় আরে, পরী ত রাইতে আর রাইতে যায়। হেইয়ার চাইয়া এইয়াইত ভাল। এই সোনা কন্যায়[24]। তাহার খাইয়া দাইয়া রাত্তির যে কালে পরায়[25] শ্যাষ ঐয়া গ্যাছে হেইকালে জোর বান্দির গরে নিছে। নিছে পরত ও ঘুম পাড়ছে। ঘুম পাড়ছে পর এহন ঐ পরী আইয়া কান্দে, কেওর[26] ম্যাল দুয়ার ম্যাল গো মোহন মুরালী বাশশা, আমি তোমার বেহাল পরী। তাহার অরে উডাইছে। তাহার এহন ঐ পরী কান্দে। কাইন্দা টাইন্দা এহন অরে কয়, নেও আমার আতে এটটু পান খাও। তাহার যেই পান নেওয়া দরছে আর অর আতুরা[27] টাইন্যা নিছে। টাইন্যা

১৭। রেওয়াজ বা রীতি ১৮। অন্দর মহলে ১৯। তৈল মাখিবার সরঞ্জাম বিশেষ। গ্রাম দেশে লেম্প বা কুপি বলা হয়ে থাকে। ২০। থাকতে পারে ২১। ঐ সব ২২। হাসি তামাসা ২৩। আড় নয়নে। ২৪। বাদশার মেয়ে বা কনের নাম সোনা কন্যা ২৫। প্রায় ২৬। কপাট বা দুরজা। ২৭। হাতখানা।

নিয়া এহন অর রুহ লইয়া গেছে। তাহার ও এহন মরার মতন পইড়্যা আছে। মানে মইর‍্যাই গেছে। তাহার এহন ঐ যে বাশশার মাইয়া সোনা কন্যা হে এহন উইট্যা কান্দে, হে উইট্যা চাইয়া দ্যাহে খিরকী[২৮] দিয়া যে পরীতে অর রুহ লইয়া যায়। তাহার এহন ও কাইন্দা কয় যে, বু[২৯] তোর পাও ধোওয়া পানি আমি জনোমভর টান্‌মু, তুই অর রুহডা নিছনা। এহন ঐ পরীতে এই কথা হুইন্যা খাড়ঐয়া চাইয়া দ্যাহে কি, ঐ পরীর চাইয়া দুই-গুণ দুরত অর বেশী।

তাহার এহন চিন্তা কইর‍্যা ও রুহডা থুইয়া গেছে। তাহার বাশশার কাছে খবর গেছে, যে কত্তা হুইন্যা এহন ব্যাবাকতে কান্দে। আর ঐ বাশ-শার মাইয়ারে ব্যাবাকতে মন্দ কয়। কয় যে এইডা কোন জাতের মাইয়া। অর কহালডাই ভালা না। তাহার এই কতা হুইন্যা এহন ঐ মাইয়ায় কয়, না আমি এইহানে থাহম না। আমি আমার হউরের[৩০] লগেই যামু। তার পর ত এহন খাওয়া লয়ি আর ঐননা। পোষাবাররা বিদায় লইয়া যায়। তাহার এহন আর ঐ বাশশার বিবি চিন্তা করে, আহারে আমার এউক্‌কা পোয়ার বিয়া।

পাঁচ শ পোষাবার গ্যাছে বউ আনতে। হেগ ক্যা[৩১] কোন সাড়া শব্দ নাই। আবার পোষাবাররা চিন্তা করে, হায় আল্লা! এই সংবাদ যদি বাড়তে যায় তয় বিবি সাবে হাটফেল করতারে। হেইয়ার কাম নাই। হেইয়ার চাইয়া হেরা বাশশারে কইলো যে, বাশ্‌শা আমনের খবর লইয়া আম্‌নেই যান। হেরপর বাশ্‌শায় গেছে। যাইয়া এই খবর কইছে পর ত কান্দা কাডির ধুম। তাহার এহন কয় যে পোয়া নিয়া দাফন কর। এহন বউ কয়, আমার স্বামীরে কবরে থুইতারবেননা। হেরে দাফন করবেন না। তাহার কয় যে আমনেরা নদি না রাখতারেন আমি হেরে পরি দিম[৩২]।

২৮। জানালা ২৯। বুবু বা 'আপা' সাধারণত গ্রাম অঞ্চলে বড় বোনকে সম্বোধন করা হয়। দাদীকেও অনেক সময় বুবু বলা হয়। ৩০। শ্বশুরের ৩১। তাহাদের কেন ৩২। পাহাড়া দিব।

তাহার ঐ পোয়ার হেই পরে থাক্‌তো। হেই ঝড়কার[৩৩] নীচে হাজাইয়া পোয়া থুইছে। তাহার হেইয়ার নীচে একটা গর্ত কইর‍্যা ঐ বউ বইয়া রইছে। তাহার রাত্‌তিরে ঐ পরী আইছে। যাইয়া এহন হিতানের[৩৪] একখান ঘাক থুইছে পৈথানে[৩৫] আর পৈথানের একখান ঘাক থুইছে হিতানে। তাহার ঐ পোয়ায় হজাগ ঐছে। তাহার ঐ পরীতে খাওয়াইছে খাইছে, পাশা খেলাইছে। ফুলালী ত্যেল মাতায় দিছে। তাহার এই ভাবে ঐ পরীতে পর পর তিন রাততিরে আইছে।

আর অরে নইয়া ঐ হগল তামশা করছে। আর ঐযে বউ সোনা কন্যায় হ্যায় নীচে বইয়া ব্যাকই দ্যাখ্‌ছে, কোন কতা কয় নাই। তাহার ঐছে কি এই ভাবে তিন দিন গ্যাছে পর এহন মায় আইয়া ঐ বউরডে কয়, যে' বউ আমার পোলাউগডা[৩৬] কেমন আছে আমি হেইয়া একটু দেখতাম পচ্‌ছে না গলছে। তাহার বউ কয় কি নাহ্‌ পচে নাই। আমনে দ্যাহেন, তাহার হে দ্যাখতে গেছে। এহন দ্যাহেকি, রাইতে যে ফুলালী ত্যাল মাথায় দিছে হেইয়া এহনও মাথা বাইয়া পড়ে। হেই যে পান খাইছে হেই পানের চিবতি[৩৭] এহনও মুহে লাইগ্যা রইছে।

তাহার এহন হাউরী কয়, বউ আমি আইজ তোর কাছে রইম। তাহার এহন বউ কয় যে নাহ আম্মা আমনে হেইয়া পারবেন না। আমনে সহ্য কইর‍্যা থাক্‌তে পারবেন না। হায়রীত কয়, হ বউ আমি পারুম। তাহার হায়রীও রইছে ঐ বউর পাশ দিয়া। তাহার আইজও পরী আইছে। পরী আইয়া আইজও হজাগ করচে। খাওয়াইয়া লওয়াইয়া যেই পাশা খেলাইতে বয়াইয়া মোহন মুরালী বাশণার গুডি পাক লইছে আর পরীরডা কাঁচা রইছে পর এহন খটখডাইয়া আশ দেছে। আশ দেছে যে হে জিতছে আর একজন ঠগছে। হেই কালেই অর মায় উঠছে।

উইঠা কয়, আরে বাবা তুই আমার লগে একটু কতা ক। এইয়া কইছে মত্‌তর ঐ পরী এক্কির অরে টাইন্যা লইয়া গেছে। তহন বউ কয়,

---

৩৩। সুসজ্জিত বাসর ঘর। ৩৪। মাথার দিকের ৩৫। পায়ের দিকে
৩৬। ছেলেটি ৩৭। পানের চিবানো রস।

আম্মনের পোয়া গ্যাছে, পোয়ারে পরীত লইয়া গ্যাছে। তয় এহন আমি আর থাইক্যা কি করুম। আমিও য'ইম। তাহার বউও গেছে। ছয় মাস গোত আট্‌তে আট্‌তে বউ কতদুর যাইয়া আবার ধ্যায়ান[৩৭] দরতে দ্যাখ্‌তে আছে অরা কইহানে য য়। তাহার এক্কির খেয়ান দইয়া দ্যাহে কি, পরীতে অরে জোঙ্গলে মাইর‍্যা থুইছে। তাহার ঐ বউও গ্যাছে। যাইয়া হিতানের খাট খান পৈথানে আর পৈথানের খাট খান হিতানের দিকে নেছে। তাহার উইট্যা অর দিগে চাইয়া কান্দন লইছে ও- ও কান্দন লইছে। এহন কান্দে আর কয়, তোমার এত সুরত আলহে বিয়াব কালে, তাহার তুমি এহন এ্যামন ক্যা? তাহার ও কয় যে, তোমার লাইগ্‌গাই ত আমার এই অবচ্‌তা। আইজ ছয়মাস তরি জোঙ্গলে জোঙ্গলে গোরতে আছি। তাহার এহন মোহন মুরালী বাশশায় কয়, পরীতে তো মোরে লইয়া যাইবে। মোরে তুমি রাখ- তারবা না। তাহার কয়, ও কতা এহন থাউক। তুমি এহন শিগগির যাইয়া ঐ আড় গোড়ের তলে পালাইয়া থাহ। কাইল আইয়া আবার আমারে জেন্দা করবা। তাহার আমরা পলাইয়া যাইম। তাহার ওনারে জেন্দারতন[৩৮] মরা কইর‍্যা থুইয়া ও যাইয়া পলাইয়া রইছে। হের পর ঐ হাজের কালে[৩৯] পরী আইছে। আইয়া কয় মনুষ্য মনুষ্য গোন্দ কয় যে। তাহার পরীতে ধ্যায়ান দরছে। দইর‍্যা দ্যাহে ওই আর গোড়ের মইদ্যে। তাহার এহন কয়, আরে চুন্নী তোর লাইগগা যেট জোঙ্গলে আইলাম হেইহানেও তুই। তোর লাইগ্‌গা অরে জোঙ্গলেও রাখতারলামনা। তয় যা, এক্কির অরে লগেই লইয়া যাইম। তাহার মোহন মুরালী বাশশারে অর গলার কাঠ মালা বানাইয়া এক্‌কারে কোকাপ শহর লইয়া গেছে।

তাহার ঐছে কি, আর এক ব্যাডা চৌদ্দ ডিংগা লইয়া ম্যালা করছে নদী দিয়া। তাহার ঐছে কি। ঐহানে নদীতে একটা দেও আলহে। তাহার ঐ দেওডায় চৌদ্দ ডিংগার মাল-পত্তর ব্যাক খাইবে কইর‍্যা ক্যাল ঢেউ দেয়। তাহার ঐছে কি, ঐ ডিংগার মইদেই একটা অংশের‍্যা[৪০] কালা ফকীর আলহে।

৩৭। ধ্যান ৩৮। জীবিত অবস্থা হইতে ৩৯। সন্ধ্যার সময়ে ৪০। খুব।

তাহার ঐ ফকীরে দেওতারে একটা মন্তর দিয়া গাধা বানাইছে। গাধা বানাইয়া হের পর মন্তর দিয়া একটা তোতা পক্ খী বানাইছে। বানাইছে পর এহন দেও তো কান্দা-কান্দি করে আর কয়, মোরে কোন অপরাদে এই রহম করলি।

তাহার ঐ ফকীরে কইল যে, যেদিন তুই সতী নারী সোনা কন্যারে পাড় কইর‍্যা দিবি ওপাড় হেদিন তুই আবার দেও অবি। আর নহিলে আর দেও ঐতারবিনা। এতদিন তুই তোতা পকখী ঐয়াই ঐ গাছের ডালে বইয়া থাক্ খি। তাহার ত অয় গেছে। অয় এহন ঐ নদীর কূলে কূলে মল ভাংগে জল খায়, খাক ভাংগে হাঁস খায়। আর গাছের পাতা হেইয়া ফেন্দে। কাপড় চোপড় ত নাই। এহন ঐ তোতা পক্ খীডায় দ্যাখ্ ছে। দেইখ্যা তাহার তোতা পক্ খীডা ডাক লইছে--তুই কে? তুই-ই কি সতী নারী সোনা কন্যা? এহন ঐ সতী নারী সোনা কন্যায় কান্দন লইছে—

দয়াল আল্লা দয়া কর তুমি আমারে
আমি ঐলাম সতী নারী সোনাকন্যা
কে ডাকলে আমারে।
দয়াল আল্লা তুমি দয়া কর আমারে।

হের পর এহন ঐ পকখীডায় কয়, এই সতী নারী সোনা কন্যা, তুই ওপাড়ে যাবি নাহি। হেইলে তুই লতা-পাতা আইনা তোর চউক দুইডা বাইন্ধা আমার পিডে ওড্। তাহার ও কয়, এইয়া কও কি? তুমি তোতা পক্ কি আমারে তুমি কেইমনে নেবা? সাত-সমুদ্দুর তের নদীর ওপাড় কোকাপ শহর। তাহার ও কয়, হেইয়া দিয়া তোর কাম কি? তুই যাবি নাহি, হেইলে চউক বাইন্যা পিডে ওট। পিডে ওট্ ছে পর এহন ত আর পক্ খী না, দেও ঐয়া গেছে। তাহার একটা মোড় দিয়া উইট্টাই কয়, সোনা কন্যা নাম না। তাহার ঐ সোনাকন্যায় কয়, এইয়া কই নামুম নদীর মইদ্যে। তাহার হেই দেওডায় কয়, না তুই পাও হালাইয়া দ্যাখ। তাহার পাও হালাইয়া দ্যাহে যে পায় পেরা[৬১] বাজে। তাহার ত সোনা কন্যায় যাইয়া ওপাড় উটছে, আর গাংগের দেও গাংগে রইছে।

৬১। প্যাক বা কাদা।

হের পর ওপার যাইয়া দ্যাহে, এক বাহেস্যা[৪২] ঐ পরীগ ঢোল বাজায়। তাহার বাহেস্যারডে[৪৩] জিগায়, নেভাই,[৪৪] তুমি এই দ্যাশে আইলে ক্যামনে? তাহার বাহেস্যায় কয়, আমারে চেউতে আনছে। সোনা কন্যায় ছদ্মবেশে পুরুষের বেশে গেছে। তাহার অর লগে গল্প গুজব করে যে আমার মায় কইছে অমুক খানে তোর এক খালাত ভাই আছে। তুমিই ত আমার হেই ভাই। তাহার এহন বাহেস্যারে এক ছুলুক তামোক[৪৫] হাজাইয়া দিছে। আর ঐ তামোকের লগে বাহেস্যার গায় জ্বর চালান দিছে[৪৬]। বাষাইট্টা যাছা[৪৭] জ্বর। বাহেস্যার গায়, তাহার এহন তামোক খাইয়া বাহেস্যা কয়, তোরা তরাতরি খাতা-টাতা গায় দে আমার। তাহার দিছে।

এহন ঐ খাতায়ও অয়না। তাহ র কয়, তোরা দুইজনে আমারে চাইন্যা দর। তাহার দরছে। হেইয়ার পব এহন বাহেস্যায় কয় ব্যাডা, ঢোল বাজা-ইতারবি? তাহার ও ডো'ল আনছে। ঢোল আইনা বাজায়। তাহার এহন ঐ বাহেস্যায় কয়, দ্যাখ, আমার ল্যাহেন[৪৮] বাজাইতারবি নিহি। তাহার এহন বাজাইতে বাজাইতে দ্যাহে অর থিহাও[৪৯] সরস বাজাইতারে। তাহার কয় যে, হ তুই পারবি। হের পর বাহেস্যায় কয় যে, পরীগ মইদ্যে সবার বুড়া পরী ঐল বেৎরদ পরী। হেরডে যা চাবি হেইয়াই দেবে। তাহার পরীরা কয়জনে ন চ.ত নাচতে বেউঁশ ঐয়া যায়। তাহার ও তো ঢোল বাজাইতে আছে। তাহার বেৎরদ পরী কয়, কি চান তুই? তাহার এহন একখান খাট দিছে। দিছে পব ও আবার বাজায়। এইবার আরো

৪২। চুলিওয়ালা। ৪৩। চুলিওয়ালার নিকটে। শোনা যায় পরীরা নাকি খিয়ার রাত নাচগান করে এবং সেই সময় ঢোল-বাদ্যের দরকার হয়। যতক্ষণ বাদ্য বাজতে থাকে ততক্ষণ নাকি ওদের নৃত্য-গীতও চলতে থাকে। ৪৪। মিয়া ভাই। সাধারণত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এই নামে সম্বোধন করা হয়। ৪৫। একবারে ধুমপান করা যায়—এই পরিমান তামাক কলকীর মধ্যে পুরিয়া দেওয়া হয়। ৪৬। মন্ত্রবলে অলৌকিকভাবে আনা। ৪৭। ভয়ানক জ্বর। ৪৮। মত। ৪৯। ওর চেয়ে-ও।

জোরে জোরে। এহন যতক্ষণ ডোল বাজায় পরীরাও নাচতে থাহে। এহন নাচোন আর থামেনা। তাহার কয় যে, কি চান ক। তাহার এহন ও কয় যে, ঐ যে বৈতাল পরীর গলায় কাটমাবা ঐ মালাহান আমি চাই। তাহার এহন ঐ বেৎরদ পরী কয় যে, বৈতাল পরী, দে তোর মালাছড়া দে।

তাহার ও কয় যে, না দিমনা। তাহার না দেয়নে এহন ও টাইন্যা মালা ছড়া হালাইয়া দিছে। টাইন্যা হালাইছে পর ঐ মালার মইদে গোনে মোহন মুরালী বাদশা বাইর ঐয়া পড়ছে। এহন ঐ সোনা কন্যায় বুড়া পরীরতে বিচার চায় যে, আমার পুরুষ[১০] আমনের মাইয়ায় আইজ বার বছর অয় চুরি কইর‍্যা আনছে। এইয়ার বিচার আমনে কইর‍্যা দেবেন। এহন বেৎরদ পরী বিচার করলে যে একশ একটা দোররাহ মার বৈতাল পরীর গায়। এহন বৈতাল পরী কান্দন লইছে। সোনা কন্যারে কয়, জনম ভর তোমার পানি টাইন্যাই আমি যাম্। তোমার পাও ধোয়াইয়াই থামু। ত আমারে পরানে মাইরোনা। তাহার সোনা কন্যায় অরে মাফ কইরা দিল। তাহার বিচার শ্যাষে তিনজনে দ্যাশে আইছে। তিনজনে দ্যাশে আইয়া মোহন মুরালী বাদশার বাড়তে আইছে। আইয়া অরা ধেয়ান ধইর‍্যা দ্যাহে যে মোহন মুরালী বাদশার কহালে আরো বার বছর দুঃখ ল্যাহা। এইয়া নিহি দেইখ্যা হেরা দুইজন দালানের লগে মিইশ্যা রইছে যেন কেঐ না চেনে। এহন মানে গাইব ঐয়া রইছে। এহন ত পরীরা সব দ্যাহে কিন্তু বাদশ্যায় পরীগ দ্যাহেনা। হেরা ত পলাইয়া রইছে। এইভাবে মাস পাঁচ-ছয় গেছে। এহন ব্যাবাক্তে কইলে যে মোহন মুরালী বাদশা বুড়া ঐয়া গেছে। হেরে পরীতে হালাইয়া দিয়া গেছে। তাহার এহন আবার আরাকজন বিয়া করাও। তয় এহন হরলে কি, বারবার, দিছে টগ রাজার মাইয়া "দুষ্ট নারী" নাম—হেই বাড়তে পাঁচশ গেছে পোয়াবার, বিয়াও ঐছে। বিয়া ত ঐয়া গেছে। তাহার এহন কয়-য্যাকদিন গেছে পর ঐ বাদশার এহন বেরাম ঐছে (মোহন মুরালী বাদশার

১০। এখানে স্বামী।

বাহের), তাহার এহন মরবে। এহন মরার কবলে মোহন মুরালী বাশশার বউ দুষ্ট নারী দারে আলহে। আর ঐ মোহন মুরালী বাশশায় গেছে ডাক্তারের জাইগ্গা।

তাহার বাহে এহন কয়, মোহন মুরালী বাশশা দারে আছে? তহন ঐ বউ কয় হ আছি। তাহার বাহে কয় যে, এ হৈসটা মাইট আছে। হাতরা দরজার মাতায় হাতবা পায়খানার দারে আর হাতরা যে মরে হের হিতানে। এইয়া কইয়া এহন বাশশায় মরছে। তাহার ত মোহন মুরালী বাশশায় ডাক্তার লইয়া আইয়া দ্যাহে যে মরছে। তাহার মোহন মুরালী বাশশায় হের বউরে কয় যে, বিবি আমার বাহে মরার কালে কিছু কইয়া গেছে। আমনের এই যে বাশশাই সাতদিন তরি ক্যোল দান-বিদান করতে কইছে। আল্লার অস্তে দিতে ঐবে। সাত দিনের মইদ্যে কেঐরে আর মানা করতে পারবেনা।

তাহার দান করতে করতে দালানের চুনা পর্যন্ত মাইনষে লইয়া গেছে। তাহার এহন আর কিছুই নাই। তাহার এক ভিখারী আইয়া কয়, আমারে পাঁচটা টাহা দেও। হে কয় আমারডে ত আর টাহা নাই। তয় নেও, টাহার বদলে এই বাশশাই-ই তোমারে দান কইরা দিলাম। পাঁচটা টাহা যেদিন দিতারুম বা দান করতে পারুম হেদিন আবার বাশশাইতে বহুম। তাহার কয়হেক দিন গেছে। গেছে পর এহন আর কিছুই নাই। খাইবে কি? তাহার এহন বউ কয়, আম্মা আমারে যদি আমনের পোয়ায় এটটু লইয়া যাইতে তয় আমি বাহের বাড়ী যাইতারতাম। আমার বাহের বাড়ী এত বিত্ত[৫১] বেসাদ আর এই হানে আমি না খাইয়া আছি।

তাহার মোহন মুরালী বাশশারডে কইছে পর কয় যে হ, আমি পারিনা বৈডা বাইতে, আমি তোমারে নিমু কেইমনে। তাহার ঐ নায়েত চইড়্যা বৈডরা দইরা বইয়্যা রইছে। তাহার আল্লার নাম লইয়া নাও ভাসতে ভাসতে

৫১। প্রচুর অর্থ বিত্ত।

গেছে। তাহার পাডে গেছে পর এহন বউ কয় যে, বাশশা আমনের গায় ত ভাল জামা নাই। তয় আমার ভাইগ ত কত জামা। হেইয়া আইন্যা দিম-হনে। তাহার আমনে গায় দিয়া যাইবেন। তাহার ত বউ গেছে। আর অয় নৌকায় বইয়া রইছে। তাহার ঐছে কি, বউর পরনে পাঁচশ টাহার একখান শাড়ী আলহে। হেরপর এহন ঐ মোহন মুরালী বাশশার বউ দুষ্ট নারী এক গোয়াইল্যার[৫২] পরিবারগে কয় যে, তোর হিন্দনের[৫৩] কাপড়ডা (শাড়ীডা) আমারে দে আর আমারডা তুই নে। তাহার ও নেছে। নেছে পর ঐডা পইর‍্যা—ঐ গোয়াইল্যার বউর শাড়ী পইর‍্যা হে বাইত[৫৪] যাইয়া কান্দন লইছে। তাহার দেইখ্যা বাপ-মায়ও কান্দে আর কয়, এত বিত্ত ব্যেশাদ দেইখ্যা তোরে বিয়া দিলাম তাহার এহন এইয়া কি? তাহার জিগাইল যে তোর ব্যাভায় আছে? কয় যে নাই। হেইয়ার পর ঐছে কি, ঐ মোহন মুরালী বাশশায় ত সবই দাখল। হের পর দেইখ্যা টেইখ্যা হে ঐহানতনই চইল্যা গেল। আগের ল্যাহেন বৈডা দইর‍্যা নায়ের উরপে বইয়া রইছে পর নাও আমনে আমনেই ভাস্‌তে ভাস্‌তে যাইয়া হের গাডে বিড়ল। তাহার এহন বাত্‌তে গেছে পর মায় জিগায়, ভাত খালি কিন্‌দিয়া। ও কয়, মা আমার অবচ্‌তা ওইর‍্যা গেছে। ভাত টাত আর খাইম কি। আমি এই মনেই চইল্যা আইছি। তাহার এই ভাবে কয়হেক দিন গেছে পর এহন এক-দিন গাছে একছাড়া ক্যালা পাক্‌ছে। হের পর এহন মায় কয়, তোর হউর বাড়ীর দারেই ত ঠগ রাজাদের আড। ঐ আডেই এই ক্যালাছড়া লইয়া যা। তাহার এহন আবারও কয়, আইম কি মা, আমি ত আর বৈডা বাইতে পারিনা। তাহার মায় কয়, বায়ন লাগব কিরে। তুই বৈডা দইর‍্যা বইয়া থাক্‌বি, হেইলেই ঐবে। তাহার ও হেই কলা লইয়া হেই আডে গেছে। তাহার এহন অর হউর বাড়ীর দরজার মাতায় গেছে পর দ্যাহে যে, অর পরিবার ও আর একজন কোতপাল[৫৫] হেইহানে। তাহার এহন অর পরিবার হেই কোতপালরে কয়, ঐ মোহন মুরালী বাশ্‌শায় আম লইয়া আইছে। তাহার ও জিগায়, তোমার আমের দাম কত। কয় যে, একটাহা। তাহার অর

৫২। সরজানীকে। ৫৩। পরিধানের ৫৪। বাড়ীতে। ৫৫। কোতোয়াল।

খাইছে। খাইছে পর এহন টাহা চাইছে পর কয়, আর একদিন নিও। তাহার ও বাড়তে আইছে। তাহার এহন মায় জিগায়, পয়সা কইরে। তাহার ও কয়, মা, আমি ত বাশশার পোয়া। আমি পয়তা লইম কেইমনে। কেঐ খায় ছোলা কেঐ খায় আডি, ক্যারডে পয়সা চাইম? তাহার ও ঐ যা দেখছে হেইয়ার কতা আর কেওরডে কয় নাই। তাহার আর একদিন ক্যালা পাকছে পর এক ছড়া ক্যালা লইয়া আডে গেছে পর আবার ওর পরিবারেই বোলাইছে কোতপালেরে দিয়া। তাহার গেছে পর জিগায়, ক্যালার কুড়ি কত? ও কয় যে, আণ্টো আনা। তাহার ক্যালা খাইছে পয়সা দেয় নাই। তাহার ও বাড়তে আইছে। বাড়তে আইছে পর মায় জিগায় পয়সা লইছো? ও কয়, লইম কেইমনে?

কেঐ খায় ছোলাড্‌ক কেঐ খায় ক্যালাড্‌ক। ক্যারতন পয়সা লইম। তার পর আর একদিন আডে গেছে। আডে গেছে পর আডের তন হুইন্যা আইছে ঠগ রাজার পোয়ার বিয়া ঐতে। তাহার মারডে আইয়া কয়, মা ঠগ রাজার পোয়ার বিয়া ঐবে। আমি যাইম। তাহার মায় কয়, তুই যে যাবি তোরে দাওয়াত করছে? ও কয়, মা আমারে দাওয়াত করবে কি? আমার গেছে অবচ্‌তা পইড়্যা, আমি গেছি গরীব ঐয়্যা। আমারে দাওয়াত দিব কে? তাহার অয় গেছে। এহন যাওয়ার ব্যালা মায় কয়, বাবা, আমার লাইগ্‌গা দুগ্‌গা[৫৬] ভাত আনিছ।

তাহার ত ও গেছে এহন দাওয়াত খাইতে। তাহার এহন অরে দেইখ্যা কোত্‌পালেরে কয় হের পরিবারে—আইজগা[৫৭] অরে মারম্‌। তাহার দুইজনে যুক্তি করে অরে মারে। তাহার অহন ঐ দুণ্ডই মাইয়ায় কয়, এত যে মানু[৫৮] আমি এট্টু খাদিম[৫৯] দিমু। তাহার রাজার রাগ ঐছে—হেয়া ক্যোম্‌তে। আমার একটা মাইয়া, হে খাইবে খাদিম দিতে। তাহার ত মাইয়ায় কয়, না, আমি না হনুম না। শ্যাষে অরে খাদিম দিতে দিছে। মোহন মুরালী বাশশারে দুগগা ভাত দিয়া তাহার কান্দন লইছে··-এই ব্যাডা

৫৬। কিছু ৫৭। আজকে ৫৮। লোক ৫৯। খাবার পরিবেশন করিব বা কর্তন করিব।

আমারে একটা মুহি[৬০] দিছে। তাহার রাজায় হুকুম দিছে, এই ব্যাডারে নিয়া একক্কারে কতল কইর‍্যা আয়।

এহন ব্যাডারে দইর‍্যা লইয়া গেছে। তাহার জল্লাদের আতে দিছে। এহন জল্লাদের আতে দিছে পর কতল করার সময় মোহের উপর লাইট মারতেই দ্যাহে বাশশাই টাহা[৬১] জ্বলে। তাহার কয়, আরে সব-বোনাশ, এইয়া দ্যাহি মোহন মুরালী বাশ্শা। যে দুষ্ট নারীরে যেবার নিল্ছে হেবার হ্যোর বাড়তে যাইয়া আমরা দাওয়াত খাইয়া আইছিলাম। তাহার অরে আর কাটল না, ছ্যাইড়া দিছে। তাহার বড় একটা কুত্তা নিহি কাইট্যা হেইয়ার রক্ত আর কইলজাড্ক নিয়া বিবির দারে দিছে। তাহার ঐ দুষ্ট নারী অনেক রাইত এ্রছে পর হেই কোতপাইল্যার লাই-গ্গা[৬২] বড় একটা থালে কইর‍্যা খাবার জিনিষ-টিনিষ সব লইয়া গেছে।

হের পর দেরী দেইখ্যা কোতপাইল্যা হেরে হাপলা পাতার[৬৩] ল্যাজ দিয়া তিনডা বারী দিয়া কয়, এত দেরী কা ক। নাইলে তোর কোন খাওয়া আমি খামুনা। তাহার ও কয়, ঐ যে ক্যালা আর আম রাখছিলাম হেই মোহন মুরালী বাশশারে আইজগা মাইর‍্যা হ্যোর কইলজাডা আর রক্ত টুকু আনছি। হেইয়া দিয়া আইজগে আমি গোসল করুম। তাহার এদিগে ঐছে কি, মোহন মুরালী বাশশারে জল্লাদে ছাইড়্যা দিছে পর হ্যারে কুত্তায় কামড়াইছে। তাহার ত হোই এহন পাগলের মত। তাহার অনেক রাইত ঐছে পর এহন মার লাইগ্গা আর খায়ন পাইব কই।

তাহার মার লাইগ্গা আর ভাত নিতারলনা। আর নিজেও খাইতার-লনা। তাহার অরা যেই দলানে আছে--হেই দলানের পাশে ও পইড়্যা রইছে। তাহার ত অরা খাওয়া-লয়ি করছে। তাহার খাডের উরপে উইট্যা বইছে

৬০। মুদ্রা বিশেষ। ৬১। রাজ চিহ্ন। ৬২। কোতোয়ালের জন্যে।
৬৩। লম্বা লেজ বিশিষ্ট গোলাকার আকৃতির এক রকমের মাছ। এই মাছের লেজে নাকি ভীষণ বিষ। এটা দিয়ে আঘাত করলে সেই আঘাতের চিহ্ন সহজে মুছে যায় না।

পর খাড ভাইংগা গ্যাছে। তাহার এহন অরে কয়, পাগল তুই ক্যাডা এই হানে। তাহার ও কয় ওহঁ। তাহার এহন আবার জিগায়, তুই খাও দর-তারবি? তাহার এহন ও কয়, মোরে দেবা কি? কয় যে, আল্ট আনা পয়সা দিম আর খায়ন দিম, তুই এই চাইর পয়সা দইর‍্যা আনবি। তাহার ও তো চাইর পয়সা দইর‍্যা রইছে। তাহার এহন ঐ দুল্ট নারী কয়, মোহন মুরালী বাশশারে ত মাইর‍্যা হালাইছি। হোর বাহে মরনের কালা কইয়া গেছে তিন সাতা এউকটা [H] মট্‌কা অমুক অমুক খানে আছে।

লও আমরা এইয়া উভাইয়া আনি যাইয়া। তাহার এহন ঐ কোত-পাইল্যা কয় দুল্ট নারীরে, তোমার কাছে কি আছে? কয় যে, পঞ্চাশটা টা টাহা আছে। তাহার কয়--হেই বাড়তে এহন কে আছে। কয় যে, এক বুড়ী আছে। তাহার এহন কোতপাইল্যা কয়, তোমারে পঞ্চাশটা টাহা দিম-হনে। আমরা এক রাত্‌তির এইহানে থাহুম। তাহার ব্যাহানে[৬৫] উইট্যা ও পয়সা চাইছে পর দুল্ট নারী অর কহালে তিনডা যাতি দিয়া কয়, কিসের পয়সা। তাহার পয়সা আর দেয় নাই। অয় বাড়তে হিইরা আইছে। আইয়া এহন অর মারডে কয়, মা আমারে কুত্তায় কামড়াইছে। এই ভাত গুন তুমি খাও। মায় খুব সন্তুল্ট ঐয়া খাইছে। তাহার কয়, মাগো দুইজন মানু আইয়া কইবে এ বাড়তে কে আছে। এক রাত্‌তিরের লাইগ্‌গা কওয়ালা চাইবে। হেইয়ার পর মারডে ঐ মাইটের কতা কইয়া একটা খন্তা আইন্যা হেই মাইট গুলন উভাইয়া একটা পুহৈরের মই:দ্য থুইয়া ও যাইয়া দূরে সইর‍্যা রইছে। তাহার হেই বউ আর কোতপাইল্যায় গেছে। পঞ্চাশটা ট্যাহা নিয়া রাততিরে ঐ বাড়তেই রইছে। তাহার হালাইছে । হালাইছে পর-এহন মাইট টাইট আর কিচছু দ্যাহেনা। তাহার এহন কোতপাইল্যার রাগ ঐয়া দুল্ট নারীরে ভীষন মাইর দিছে। মাইর দিয়া কয়, তোরে আর নিম না। তো এহন ও কাইন্দা কাইট্যা দরছে। মোরে না নিলে কই যাইম মুই[৬৭]। তাহার নিছে।

৬৪। একুশটি। ৬৫। সকালে। ৬৬। মাটি খুঁড়িয়া দেখিয়াছ। ৬৭। আমি।

তাহার ত ঐ মোহন মুরালী বাশশার আতে টাহা আইতেই আবার হ্যের সাবক অবচ্ তা। তাহার এহন ঐ দুইজন বাইর ঐছে। হেই বৈতাল পরী আর সোনা কন্যায়। তাহার এহন মোহন মুরালী বাশশা হোগ কেঐর[৬৮] কাছেই যায় না। মোহন মুরালী বাশশার মনের মইদ্যো রাগ যে হ্যোরা হ্যের দুঃখের দিনে কেঐ পাশে আউগগাইয়া[৬৯] যায় নাই হেইজন্য। তাহার এক দিন মোহন মুরালী বাশশার দোচতাইনে[৭০] হ্যের ব্যাত্তার[৭১] লগে কয়, তোমার দোচতে যে হ্যের জননাগ[৭২] কেঐরতন[৭৩] কিচ্ছু নেয় না, কেঐর লগে কতাও কয় না। তাহার এহন একদিন হেই দোচ্তে আইয়া কইছে। কইছে পর হে এহন পাঁচশ মানুষ লইয়া আবার ঠগ রাজার বাড়তে গেছে। খাওনের কালা লগের মাইন্ষেরে কইয়া লইছে, মাইয়া যত দিনে না দিব অত দিন তোরা হেই জাগায় থাকবি। তোরা গাছের নাইরকল[৭৪] গোলার চাউল ব্যাবাক খাবি, যেবদে না মাইয়া দেয়। তাহার ত হেরা যাইয়া ঐ পাঁচশ খানে খাইতে আছে। তাহার ত এহন ঠগ রাজায় দ্যাহে বড় বেতাল, তাহার একদিন দুশ্ট নারীরে বোলাইয়া কয়, আরে দুশ্ট নারী, তুই কি কইছিলি। তুই দেহি কইছিলি যে মোহন মুরালী বাশশায় নাই। তাহার এহন দুশ্ট নারী কয় যে, আমি মিথ্যা কইছি। তাহার ত এহন আর কিয়ারবে। জামাই আইছে মাইয়া না দিয়া পারে? তাহার মাইয়ারে হাজাইয়া দিছে। তাহার এহন ঐ দুশ্ট নারী কোতপাইল্যারে লগে নিব কেইমনে। তাহার বড় ছে একটা সুন্দুকের[৭৫] মইদ্যো। তাহার এহন দুশ্ট নারী মার কাছে কয়, মা আমি আমার এই পানের সুনদুকটাও লগে লইয়া যাইম। তাহার মায়-জামাইরতে কইছে। কইছে পর ঐভারে চৈদ্দ ডিংগার উপরে থুইছে। হের পর থুইয়া হেইহানে দুইজন মানু রইছে। তাহার ডিংগা ছাড়ছে পর হরছে-কি, হেইভারে ঠেইল্যা নদীর মইদ্যো হালাইয়া দিছে। তাহার এহন দুশ্ট নারী চিককৈর[৭৬] লইছে। আমার পানের সিনদুকটা পানিতে পইড়্যা গেছে। তাহার এহন ঐ ভুড়ভুড়ি ওট্‌তে আছে।

৬৮। তাহাদের কাহারও নিকট ৬৯। এগিয়ে আসে নাই ৭০। বন্ধু-পত্নী
৭১। তাহার স্বামীর সাথে ৭২। স্ত্রীদের ৭৩। কাহারও নিকট হইতে।
৭৪। নারিকেল। ৭৫। সিন্দুক। ৭৬। চিৎকার দিয়া উঠিয়াছে।

ঐ দেইখ্যা মোহন মুরালী বাশশায় কয়, পানের সুন্দুকের মইদ্যোর ভন ভুড়ভুড়ি ওডে কেইমনে। এইয়ার মইদ্যো মানুষ। তাহার ঐ সুনদুকটা আর ওডায় নাই। তাহার দুষ্ট নারীরে লইয়া বাড়ীতে আইছে। আইয়া এহন ও আর কেঐর দারে যায় না। তাহার এহন একদিন দোচ্‌তে কয়, আমনে দোচ্‌তাইনেগ লগে কতা কননা কেন? তাহার মোহন মুরালী বাশশায় হের দোচ্‌তোরে কয়, আমনে এই তিনশ টাহা কইর‍্যা আমনের দোচ্‌তাইনেগ দুয়ারে বাহেন। এইয়ার মইদ্যো যোর টাহা বলবে আমি হের লগে কতা কমু। তাহার দোচ্‌তে নিয়া তিনজনেরে তিনশ টাহা কইর‍্যা দিছে, তাহার ঐযে দুষ্ট নারী হ্যোরে দুগ্‌গা টাহা কম দিছে।

তাহার দুষ্ট নারী ঐ টাহা গইনা কয়, দুই টাহা দেহি কম এই হানে? তাহার দোচ্‌তে আইয়া জিগায়, কি দোচ্‌ত, আমনে দ্যোহি ছোড দোচ্‌তাই-নেরে দুই টাহা কম দিছেন। এইয়ার কারণ কি? তাহার কয় যে, আমার আমের দাম এক টাহা, ক্যালার আংটা আনা আর চহিদরার লাইগ্‌গা আষ্ট আনা—এই দুই টাহা পুরাইয়া লইতে কন্‌ যাইয়া। তাহার দোচ্‌তে যাইয়া এই কতা কইছে পর দুষ্ট নারী কান্দন লইছে—আমি টাহা পাইম কই? আর আমনের দোচ্‌তে এই কতা কয় ক্যা? তাহার ছোড জনেরে এই দুষ্ট নারীরে তাল গাছের লগে শুলে দিয়া থুইছে।

তাহার ঐছে কি, একদিন উজিরের মাইয়ায় আর হগল মাইয়াগ লগে পুগেরে[৭৭] গোছল করতে আইছে। তাহার পুগেরের পানির মইদ্যো দুষ্ট নারীর ছাওয়া পড়ছে। তাহার এহন ঐ ছাওয়া দেইখ্যা কয় উজিরের মাইয়ায়, মাইয়া লোকেরে আবার শুলে দেয় কেইমনে বাশশায়? হেই রহম মাইয়া ঐলে বোঝদে। এই কতা মোহন মুরালী বাশশায় হোন্‌ছে। হুইনা এহন হে কয়, অরেই বিয়া হরুম। তাহার উজিরেরতে কইছে যে, আমি তোমার মাইয়া বিয়া হরুম। তাহার এহন উজিরে পড়ছে মহা ফ্যাসাদে। মাইয়ার ত আগেই বিয়া ঐয়া গেছে। জামাই আছে। মাইয়ার আইছে বাপের বাড়ী বেড়াইতে।

৭৭। আর সব মেয়েদের সাথে পুকুরে।

এহন হেই মাইয়ারে বাদশায় চায় বিয়া হরতে। এহন হে কোনতে বিয়া দিব। তাহার এহন উজিরে খুব চিন্তা করতে আছে। কয়, আরে সববোনাশ, যেই বাদশায় দুস্ট নারীরে এই রহমভাবে গুলে দিছে হ্যেরে কেমতে আমার মাইয়া দেই। তাহার এই কতা উজিরের মাইয়ায় হোনছে। হইনা এহন হ্যের বাহেরে কয়, হ বাবা, তুমি দেও। তাহার বিয়া দিছে। এদিকে ঐছে কি, উজিরের মাইয়ারে আগের হেই জামাইরডে বিয়া দিছিল। এহন হেই জামাই আইছে উজির বাড়ীতে। এহন উজিরের মাইয়া এউক্কা আর জামাই দুগ্গা। তাহার এহন হরছে কি, উজিরের মাইয়া খবর কইছে মাইয়ারডে যে, তোর জামাই আইছে। জামাই ডিংগা লইয়া নদীর পাডে রইছে। তাহার এহন উজিরের মাইয়ায় করল কি, বাদশার বাড়তে হ্যেই যেই গরে থাকত হেই গরের খাডের লগ ঐতে গাং তমাই[৭৮] একটা সুঁড়িম[৭৯] করছে। সুড়িম করছে আবার উনদুর[৮০] চালান দিয়া। এহন বাদশার বাড়তে তিন গরে তিন বউ থাহে। আর বাদশায় থাহে আরেক গরে। তাহার এহন উজিরের মাইয়ায় কি হরে হেইয়া ব্যাবাকঐ আর দুইজনে দ্যাহে। অয় যে অদ'[৮১] করছে হেইয়াও হ্যোরা দেখছে। তাহার এহন হেয়া কয়, ঐ উজিরের মাইয়ায় কাঁচা ক্যালা পাহা কইর‍্যা যায়। তাহার ত এহন উজিরের মাইয়ায় সুঁড়িম দিয়া গাং তমাইত আওয়া যাওয়া করে।

এদিগে ঐছে কি, উজিরে মাইয়ারে বাড়তে আইনাঐ বাদশা হ্যারে হ্যার গরের মইদ্যে সাতরা চাবি দিয়া আটকাইয়া রাইখ্যা যায় যেন কোন দিগে যাইতে না পারে। তাহার এহন ঐছে কি, বাদশারে উজীরে কইছে যে, আমার জামাই আইছে আমনে যাইবেন। তাহার বাদশা উপর দিয়া যায় আর উজীরের মাইয়ায় যায় সুঁড়িম দিয়া। তাহার এইভাবে সাত দিন যায় আয়। বাদশায় আর দরতারে না। বাদশার ক্যামন যেন সন্দেহ লাগে। কিন্তু না দরতারলে কিনারবে। একই মানুষ নৌকায় গেলে স্বামী, বাড়তে আইলে বউ। দরায় এক রহমই দ্যাহে। তাহার এহন

৭৮। ঘাটের নিকট হইতে নদী পর্যন্ত, ৭৯। গর্ত, মাটির নিচ দিয়া পথ বানাইয়াছে। ৮০। ইঁদুর ৮১। গর্ত।

ঐছে কি, জামাই কয়, কাইলকা যাইমগা। তাহার এহন ও কয়, কাইল ত আমার বইনে যাইবগা। তয় আমনে যাইয়া এট্টু উভাইয়া দিয়া আইয়েন। তাহার বাশশায় করছে কি, একটা লেমু[৮২] আনছে। আইনা হেইডা উজিরের মাইয়ারতে দিয়া কয়, এইডা দিয়া কচলাইয়া[৮৩] আমারে ভাত দিবা। তাহার লেমু কচলাইয়া বাশশারে ভাত দিছে। বাশশায় ভাত খাইছে। তাহার খাইয়া বাশশায় হের হালীরে উভাইয়া দিতে গেছে। এ দিগে ঐ উজিরের মাইয়া হরছে কি, সাবান দিয়া আত ভাল কইর্যা ধুইয়া বাস ত্যাল মাখ্‌ছে।

তাহার বাশশার মাতায়ও খানিক মাইখ্যা দিছে। তাহার এহন নৌকা ছাইড়া যাইবে—কয়, দুলাভাই, যতক্ষণ তবি আমাগ নাও দেহা যায়, অতক্ষণ তরি আমনে গাংগের পাড়ে খাড়ঐয়া থাকবেন। তাহার বাশশায় খাড় ঐয়া রইছে শালীর লাইগগা। এই কই দিনে ভীষণ বাসনা ঐয়া গেছে। তাহার বাশশার বাড়িতে আইছে। আইয়া সাত পাল্লা চাবি খুইলা দ্যাহে যে ক চা কলা পাহা হইর্যা গেছে। তয় এহন দ্যাহেন, মাগী গ বুদ্ধির লগে কি আর ব্যাডারা পারে।

৮২। লেবু ৮৩। নিংড়াইয়া।

দুই দোস্তের কেচ্ছা

পটুয়াখালী থেকে সংগৃহীত 'দুই দোস্তের কেচ্ছাটি' সংগ্রহ করেছেন জনাব আবদুর রব খান। এটি সংগৃহীত হয়েছে জনাব শাহজাহান তালুকদার, গ্রাম—দুর্গাপুর, থানা ও জেলা-পটুয়াখালী-এর কাছ থেকে। সংগ্রহকাল ১৯৭৯ ইং।

কাহিনী সংক্ষেপ

বাদশার ছেলে এবং উজীরের ছেলে--এই দু'বন্ধু রাক্ষস মারার উদ্দেশ্যে মণিমালার দেশে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে এক বুড়ী একটি কুদরতী ছালার সাহায্যে বাদশার ছেলেকে একটি ছাগল বানিয়ে ফেলে। অতঃপর উজীরের ছেলে এসে অংশার সাহায্যে বুড়ীর কূট-কৌশল বানচাল করে দিয়ে বুড়ীসহ রাক্ষসদের হত্যা করে বাদশার ছেলেকে উদ্ধার করে। তারপর উজীরের ছেলে বাদশার মেয়ের সাথে কথা বলতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং বন্দী অবস্থায় কারাগারে থাকে। বাদশার ছেলে একটি সর্প মেরে মানিক্য লাভ করে এবং গ্রামের লোকেরা তাঁকে চোর বলে ধরিয়ে দিলে তারও বন্ধুর মত দশা হয়। অতঃপর বাদশাকে রাক্ষস মেরে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তারা মুক্তি পায়। কুদরতী ছালার সাহায্যে রাক্ষসদের ছাগল বানিয়ে নিয়ে আসে। তাঁদের কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে বাদশাহ বাদশার ছেলের নিকটে তার কন্যা দান করেন। তারপর তারা তিনজন মণিমালার দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। মানিক্যের সাহায্য স্থল নির্ণয় করে বাদশার ছেলে পাতাল-পুরীতে চলে যায়। অনেক কষ্টে রাক্ষস হত্যা করে মণিমালাকে উদ্ধার করে আজব ফল নিয়ে দেশে এসে অন্ধ পিতা-মাতাকে আরোগ্য করে তোলে।

কাহিনী শুরু

আলহে এক বাদশা। তাহার বাশশার এক ছেলে আলহে। তারপর ছেলে দোচত বানাইছে এক উজিরের পোয়ার লগে। তারপর বলে যে এই রহম—দোচত আমরা মণিমালার দ্যাশে যামু। হেহানে রাক্ষস মারতে যাইবে। তাহার দুই দোচতে মারতন বিদায় টিদায় লইয়া যায়। হেইয়ার পর আঁটিতে আঁটিতে অনেক দূর গেছে পর শুমে দরছে তারপর গোড়া-চোরা বাইন্দা রাইখা বাশশার পোয়ায় উইট্যা বাঁশী বাজায়। তাহার একটা রাক্ষস আইয়া অর দোচতেরে দইর‍্যা লইয়া গেছে। তারপর নিয়া গেছে পর হেইহানে এক বুড়ী আলহে। হেই বুড়ীও রাক্ষস, তাহার হরছে কি, ঐ বুড়ী একটা কুদরতী ছালা[১] মাইর‍্যা বাশশার পোয়ারে একটা ছাগল বানাইয়া থুইছে। তাহার এহন ঐ দোচতে (উজিরের পোয়ায়) আইয়া বিচরায়[২] আমার দোচতে গেল কই? তাহার বিচরাইতে বিচরাইতে একটা হুরিমের[৩] মত দেইখ্যা মনে করে যে, এই হুাগল দিয়াই গেছে। তাহার যাইয়া দ্যাহে এক বুড়ী আর কি বইয়া রইছে। তাহার দেইখ্যা ও পিছন থেকে নানী নানী হইর‍্যা বোলান দিছে। তাহার বুড়ী ঐ কুদরতী ছালা মারছে পর অর আশা[৪] আলহে—হেইডা দিয়া ও ফিরাইয়া দিছে। তাহার অরে আর ছাগল বানাইতে পারে নাই।

তাহার ঐছে কি—গরে গোনে দুইডা রাক্ষস নামছে, অরা ঐহানে বইয়া যুদ্ধ করে। তারপর ঐ বুড়ীরে আইয়া দরছে যে, আমার দোচতেরে করছ কি? তারপর ও আবার ঐ কুদরতী ছালা মারছে। মারছে পর অর দোচতেরে ফিইর‍্যা পাইছে। হেইয়ার পর ঐ কুদরতী ছালা ও লইছে আর বুড়ীরে মাইর‍্যা থুইয়া[৫] গেছে।

হেরপর যাইতে যাইতে এক বাশশার দারে গ্যাছে। তারপর হেই দ্যাশে আর কি রাক্ষস, মনিমালার দ্যাশে গোনে উইট্যা মানু খাইতে। তারপর

১। একটি অলৌকিক ক্ষমতাযুক্ত ব্যাগ, যার সাহায্যে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় ২। খোঁজ করে ৩। সুড়ঙ্গ বা গর্ত ৪। হাতের একটি লাঠি, অলৌকিক ক্ষমতাযুক্ত ৫। রাখিয়া।

হেই বাশশার এউক্কা মেয়ে আলহে। মেয়ে আর কি দাসী বানদী লইয়া নাইতে আইছে। তারপর ঐ যে উজিরের পোয়া ও আর কি উপরে বইয়া বাঁশী বাজায়। তারপর হেই যে রাজার মেয়ে হোর লগে আর কি সখিরা আলহে। তারপর কলে, এই সখিরা, তোমরা যাও। আমি এই বাগানে গোনে এটট্টু আই। তারপর ঐ সখীরা গ্যাছে। হের পর রাজার দারে গ্যাছে সখীরা, যাইয়া কয় এই রহম, আপ্নের মাইয়ায় ক্যার লগে জানি কতা কইতে গ্যাছে বাগানে। তারপর ঐ বাশশায় আর কি হুইন্যা পাড়াইছে—আর কি হোর লগে কতা কয়, হ্যোরেও দইর্যা আন্তে।

তারপর আর কি, আইয়া দ্যাহে উজিরার পোয়ার লগে কতা কয়, তার পর দইর্যা বন্দী কইরা থুইছে। তারপর বলে য্যেন্ কাইল দশটায় অরে শূল দণ্ড দেওয়া ঐবে।

তারপর বাশশার পোয় আর কি গঃম গগে উইট্যা দ্যাহে সাপ আইতে আছে। সাপের মাথায় মণি-মুক্তা। তারপর তার গায় একটা চাদের আল্হে। হেই চাদেরডা নিছে পর সাপে আর কি অরে লড়ায়—মণি-মুক্তা চাদেরের তলে। তারপর অর আতে একটা আশা আল্হে। আশা ডা পাক্কা[6] মারছে পর একটা বেজী ঐয়া গেছে। তার পর বেজীতে আর সাপে ফাইট করে। তার পর ঐ বেজীতে আর কি কল্লা[7] কামড় দিয়া হইর্যা সাপ মাইর্যা হালাইছে। তারপর বাশ্শার পোয়ায় আর কি ঐ বেজীর ঠ্যাং দরছে পর আতে আশা আইছে। তাহার অর দোচ্তে ত এদিগে, আর দশটায় ফাঁস। তাহার ঐযে সাপের মাথার মণি ঐয়া দেইখ্যা ঐ গেরাইম-মারা[8] গোর চোর কইরা ডাক দিছে। হোরা বোজজে কোন্ বাশ্শার বাড়ী গোনে জানি অর মণি-মুক্তা চুরি কইরা আনছে। তার পর অর দোচতেরে ও যেইহানে নিছে অরেও আর কি হেইহানে বাইন্দা-ছাইন্দা লইয়া গেছে। তার পর ঐ চোরা বলে যেন ওকে মাইরেন না। আমনের দ্যাশে হেই রাক্কস আয় মানু খাইতে—ঐ রাক্কস যদি মাইরা দিতারি তয় আমারে দিবেন কি? তারপর বলে য্যান ঐ রাক্কস যদি তুমি মাইরা দিতার—তয় আমার

৬। ছুঁড়িয়া মারিয়াছে ৭। মাথা ৮। গ্রাম্য লোকেরা।

মাইয়া তোমার কাছে বিয়া দিমু। বাদ্‌শাইর আর আদআনি[৯] লেইখ্যা দিম্‌। তার পর বলে যেন আমার ঐযে দোচ্‌ত ওনারে খালাস দ্যান। আমরা এই রাক্ষস মাইরা দিম্‌।

তার পর বলে য্যান্‌ আমারে ছোড একটা গর উডাইয়া দিবেন। কোন কুল দিয়া ফাঁক রাখবেন না। খালি এক কুল দিয়া একটা দরজা রাখবেন। দিনের চোচটার মইদদেই গর উডাইয়া দিতে ঐবে, তার পর এহন ঐ রাইত অইছে গরের মইদো, অর দোচ্‌তে আরও গ্যাছে। তার পর রাত্রে আর কি ঐ রাক্ষস ওট্‌তে আছে ফুঁড়িম দিয়া।

তার পর ঐযে কুদরতী ছালা আল্‌ছে অগ লগে হেইয়া মারে। তাহার রাক্ষস আর কি ছাগল ঐয়া যায়। অরা বাইন্যা বাইন্যা থোয়, তারপর এইয়ার ভিতর রাইত পোয়াইয়া গ্যাছে। ব্যাক ছাগল বাইন্দা থুইছে। তাহার বাশ্‌শার কাছে লইয়া গ্যাছে পর কয় যে, এ ব্যাডা ফাটকী[১০] দিতে আছ? কোন হানতন আনি ছাগল টাগল চুরি হইরা আন্‌ছে। তাহার অয় কয় যে নাহ্‌, রাইক্‌খেন বাশশা—আমরা দেহাইতে আছি। তাহার ঐ ছোড একটা ছাগল প্যাচাইয়া কুদরতী ছালা মারছে। তাহার রাক্ষস ঐয়া গ্যাছে, তার পর রাক্ষস ঐছে পর বলে য্যান ঠিক আছে বাবা, তুমি ঠিকই পার। তার পর ঐ মাইয়া বিয়া দিছে। আর বাশ্‌শাইর আদ্‌আনি লেইখ্যা দিছে। তার পর এহন ঐ হান গোনে যায়। মণিমালার দ্যাশে রাক্ষস মারতে। তার পর একখান নয়ে গ্যাছে। আর দোচ্‌তে টোচ্‌তে আর ঐ ইচ্‌তিরিরেও বাশ্‌শার পোয় নিয়া গ্যাছে। তার পর ঐ নায়তে বইয়া আর কি বাশ্‌শার ইচ্‌তিরি, ঐ যে মণি-মুক্তা পাইছিলেন হেইয়া আর কি ধোয়, তার পর ধুইতে ধুইতে দ্যাহে নীচে একটা ছরিম ঐয়া গ্যাছে। তার পর কয় যে, দ্যাহো দ্যাহি নীচে একটা আগুনের ল্যাহেন[১১] কি দ্যাহায়, মনে অয় এই-ই মণিমালার দ্যাশ।

তার পর হোর দোচ্‌তেরে বলে যেন্‌ আমি এহন যামু এইহান দিয়া,

৯। অর্ধাংশ ১০। ফাঁকি দিতেছে বা মিথ্যা বলিতেছে ১১। মত।

তোমরা এইহানে থাহ। তারপর কোমরে একটা কাছি বান্‌ছে। তাহার বলে যে আমি যে কালে একটান দিমু, বোঝবেন যে মণিমালার দ্যাশে গ্যাছে, তাহার আর কাছি ছাড়বেন-না। আর যে কালে দুইটান দিমু বোঝবেন যে, অসুবিধায় আছি। তাহার তিন টানের কালে কাছি টাইন্যা উডাইবেন।

তার পর গ্যাছে। যাইয়া আর কি খালি একছের সাপ দ্যাহে। কোন রাক্কস টাক্কস দ্যাহেনা। তার পর দ্যাহে একটা বাঘ। বাঘের মোহে ঘাস আর ছাগলের মুহে মাংস। কলে ব্যাপার কি? তাহার ঐ মাংস দিছে বাঘের মোহে আর ঘাস ছাগলের মোহে। তাহার ছাগলেও খাওয়া দরছে, বাঘেও খাওয়া দরছে। অমনে কপাট খুইল্যা গ্যাছে। হ্যের পর উইট্যা দ্যাহে যেন একটা মেয়ে—বৌঁউস মেয়ে। তাহার বৌঁউস মত্‌তর হিতানের[১২] পাত্‌থর পৈতানে[১৩] নেছে আর পৈথানের পাত্‌থর হিতানে নেছে। তার পর উস ঐছে। বলে যে, তুমি কে? এহন বলে যে, আমি এইহানে এই রহম রাক্কস মারতে আইছি। বলে যে, তুমি এহন পালাও, রাক্কস আইয়া পড়বে।

তাহার রাক্কস আইয়া পড়ছে। আর ও তুলার গরে পলাইছে। তারপর রাক্কসে বলে যান এইহানে মুনিষ্যের গন্ধ পাই কেমনে? তারপর মেয়ে লোকটায় বলে যে, মুনিষ্যি ত আমিই। তারপর একটা রাক্কস আবার দ্যাখ্‌ছে যে ও তুলার গরে হান্‌ছে[১৪]। তাহার তুলার গরে আগুন দিছে।

তারপর আশারে কয় যে, আশা তুমি আগে আলহে ক্যার? আশায় কয় যে, দরবেশের।—এহন? কয়, এহন ত তোমার। তাহার কয়, ঐ যেন আমগাছে একটা আম আছে—ঐ ডার মইদ্যে আমারে লুকাও। তারপর ঐ আমের মইদ্যে গ্যাছে। তাহার অরে আর পায় নাই। রাক্কস ছিইর‍্যা আইছে।

তারপর ঐ মেয়ে একদিন গোসল করতে গ্যাছে গাডে। তাহার ঐ আমডা ছিইড়্যা পড়ছে। আমডা টোহরে[১৫] আইছে আরকি। এহন আমের

১২। শিয়রের ১৩। পায়ের দিকে ১৪। প্রবেশ করিয়াছে ১৫। কাপড়ের মধ্যে।

ভিতরে বইয়া কতা কয়। তাহার আমের ভিতর গোনে বাইর ঐয়া বলে যোন রাক্কস মরে কিতে?

হেইয়ার পর একদিন ঐ মাইয়ায় রাক্কসেরডে জিগায় যে, তুমি যোন আমারে বিয়া হরবা—তোমাগ রাক্কসের মরন কিতে? তাহার কইল যে, আমাগ মরন আমাগ আতেই। মেয়ে লোকটায় বলে যোন্, হেয়া কি?

যে আমার মাথার একগাছ চুল লাগবে আর পুসকরনীর মাইদ্যে একটা বাক্সের ভিতর একটা তোতা আছে—হেই তোতার কল্লা হিরলে[১৬] মোগও কল্লা হিইর্যা যাইবে। পাখ ভাংলে মোগোও পাখ ভাইংগা যাইবে। তারপর জিগাইয়া রাখছে আর কি।

ঐ রাক্কসের একটা নীতি আল্‌হে। যেই নাগ কইবে দারে হেই নাগ যাইবে দূরে। তারপর ঐ বাশশার ছেলে আইছে। তাহার জিগাইছে, কয় যে—হ্যেগ মাথার একগাছ চুল লাগবে। আর ঐ যে পুসকরনী আছে না, হেইডার মইদ্যে একটা তোতা আছে। তোতার পাখ হিরলে রাক্কসের আত পাও হিইর্যা যাইবে। আর কল্লা হিরলে রাক্কসেরও কল্লা হিইর্যা যাইবে। আর কইছে যে, আইজগা ধারে থাকবে। যেইনাগ দারের কতা কইয়া যায় হেইনাগ অরা দুরে থাহে। তারপর কলে যে, আইজগা একগাছ চুল রাক্কসের মাথারতন হিইর্যা রাখবা।

ঐ মেয়ে লোকটায় কয় যে, তুমি পুসকরনীর মইদ্যেরতন বাক্স উডাইতারবা? ও কয় যে পারমু। তুমি একগাছ চুল হিইর্যা রাইক্‌খো।

তারপর রাক্কস আইছে কলে, আমারেত আমনেই বিয়া হরবেন। তয় এহন শুমান। তাহার রাক্কস হুনছে পর অর মাতারতন একগাছ চুল আনছে। তারপর পরদিন কয় যে আইজ্‌গ দারে যামু, তার অর্থ দূরে যাইবে। তারপর মাইয়া লোকটায় কয় যে, পোরতেক দিনঐত আমারে বেঁউস কইরা থুইয়া যান—আইজ্‌গ উঁস কইর্যা থুইয়া যাইবেন। তারপর উঁস কইরা থুইয়া গ্যাছে। তারপর বাশশার ছেলেরডে বলে মেয়েডায়—যে চুল রাখছি, তাহার চুলগাছ লইয়া ও পুসকরনীর মইদ্যে ডুব দিছে। ডুব দিছে পর যাইয়া দ্যাহে একটা বাক্স। তাহার বাক্সডা দইর্যা

১৬। ছিঁড়িলে।

উড়াইছে আর কি। হেইয়ার পর তরে বইয়া খুইল্যা দ্যাহে একটা সাপ। সাপ বাইর ঐয়া হুঁস কইর‍্যা চুইল্যা গ্যাছে। তারপর খুইল্যা দ্যাহে একটা তোতার ছাও। ছাওডা দড়ছে মাত্তর আরকি রাক্ষসের শরীর কাঁইপা ওট্‌ছে। বোজ্‌জে আইজগ্‌ মির্‌তু। তাহার ত রাক্ষসরা আসতে আছে। গাছপালা ভাইংগা আর কি। তারপর মেয়ে লোকটায় বলে যেন এহন ম্যাইরা হালাও, না হইলে আইয়া তোমারেই শ্যাষ করবে। তাহার একখান পাও ছিড়ছে, পাও ছেঁড়ছে পর গইড়াইতে গইড়াইতে[১৭] আইছে। হেইয়ার পর কল্লা ছিড়ছে পর রাক্ষস সব মইর‍্যা গ্যাছে। তারপর ঐ মেয়েটারে লইয়া আর কি বাগানে গ্যাছে—ফলের বাগানে। তাহার জিগায়, এই ফলডা খাইলে কি অয়? তাহার মেয়েটায় বলে যেন—এই ফলডা খাইলে মরা মানুষ তাজা অয়, এইডা খাইলে গায়ে শক্তি অয়। আর এইডা খাইলে চউখ অন্ধ থাক্‌লে চোখে দিলে চউখ ভাল অয়। তারপর অয় একটা ফল খাইছে। আর দুইডা লগে লইছে। হেইয়ার পর আইছে হেই কাছির ধারে। কাছি দইরা এক টান দিছে, তারপর হিইর‍্যা টানের কালে কাছি টানা দরছে। হেইয়ার পর টানতে টানতে উডাইয়া দ্যাহে দুইজন।

হেইয়ার পর ঐহান দিয়া মেলা কইর‍্যা কয় আর কি দ্যাশে। হেরপর আইয়া দ্যাহে যে অর মা-বাপে কানতে কানতে অন্ধ ঐয়া গ্যাছে। তারপর ঐ একটা ফল আনছেলে, হেই ফলডা খাওয়াইছে পরই চউখ আর কি ভাল ঐয়া গ্যাছে। তারপর ত বাশ্‌শাই করতে আছে। দুইডা বাশশাই পায়।

১৭। গড়াইতে গড়াইতে।

শাজাদা শরীফের কেচ্ছা

শাজাদা শরীফের কেচ্ছাটি সংগ্রহ করেছেন অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব জাহাঙ্গীর খান ইউসুফজাই, গ্রাম-রেহাই পুঘুড়িয়া, ডাকঘর-মির কুটিয়া, থানা-চৌহালী, জিলা-পাবনা। কেচ্ছাটি সংগৃহীত হয়েছে জনাব আবদুল কাদের শেখ, গ্রাম-কোদালিয়া, পোঃ মিরকুটিয়া, জিলা পাবনা-এর কাছ থেকে। সংগ্রহকাল ১৯৭১ ইং।

কাহিনী শুরু

এ্যাক দ্যাশে আছিলো এ্যাক রাজা। তার আছিলো এ্যাকমাত্র ছাওয়াল। তাই রাজকার্য যাতে ভাল মত চালাইবার পারে, রাজার পোর-জাগারে দ্যাহাশুনা কইরবার পারে তার লিগা রাজায় ছোট ব্যালা থ্যাই[১] ছাওয়াল এ্যাক পণ্ডিত রাইহ্যা রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা দিবার লাইগলো। ছাওয়ালডাও বিদ্যাশিক্ষা কৈরতে কৈরতে এ্যাককালে য়্যাহাবারে মস্তবড় পণ্ডিত অয়া গ্যালো।

ছাওয়ালের জ্ঞান বুদ্ধি দেইহ্যা কাজকাম দেইহ্যা ব্যাক্কে খুশী। খুশী কি, য়্যাহাবারে খুশীর উইপারে খুশী। কি কাজ কাম, কি খ্যালা ধুইলা, কি শিকার সুইকার, কি ব্যবসা-বাণিজ্য তামান কাজ-কামে ব্যাঁটায় য়্যাহা-বারে পাহা পোক্ত অয়া গ্যালো। তাইনা দেইহ্যা হুইন্যা সোহেল রাজা ছাওয়ালেরে কাছে ডাইহ্যা লিয়া বসায়া কয়, শাজাদা শরীফ, কওছে দেহি বাপু, জীবনে তোমার কুনডা[২] খুব বেশী ভাল লাগে?

শরীফে কয় বাবজান! ব্যাবাক কামের থ্যা আমার কাছে ব্যবসা বাণিজ্যডাই ভালো লাগে। রাজায় ছাওয়ালের মনের ভাব বুইঝবার পাইরা তারে ব্যবসা-বাণিজ্য কৈরবার লিগাই[৩] এ্যাক সপ্তডিঙ্গা মধুকর বানায়া দিবার মনস্তাব[৪] কৈল। রাজায় তারে কৈল, শাজাদা শরীফ, আমার দাদার ফালাইনা ভাঙ্গা ডিঙ্গা দ্যা ব্যবসা কৈরবার জন্যে দ্যাশ-বিদ্যাশে যাওয়া তোমার পক্ষে হগল সুমেই সম্ভব না। তাই আমার মনের মত কইরা এ্যাকখানা ডিঙ্গা তোমারে বানায়া দিবার চাই। যে ডিঙ্গা সাত সমুদ্দুর ত্যারো নদীর ঢেউএর পার দিয়া পাতাল নাগিনীর লাগাল শোঁ শোঁ শবদ তুইলা ভো ভো কৈরা পানি ভাইঙ্গা চৈলবো। আমার হে ডিঙ্গার মাঝি থাইকপো কর্ণধর মাঝি, হোমবল পককির পাহা দ্যা হুঁই, ঠোঁট দ্যা লারগোজই। লেইল দাঁড়ার[৫] আড্ডিদ্যা পাহালার জাহনের হুই,[৬] ঠ্যাঙ্গের হাড়দ্যা আইলের বৈঠা বানায়া দিমু। আল্লাহর রহমে তুমি কোন

১। ছোট বেলা হইতেই ২। কোনটা ৩। করিবার জন্যেই ৪। মনঃস্থির করা ৫। মেরুদণ্ডের ৬। হাইলের মাঝি বসিয়া থাকিবার স্থান।

বিপদাপদে পৈড়বা না। হেইল্লায় যদ্দিন তুমি ব্যবসা কৈরবা, বাণিজ্য কৈরবার লিগা দ্যাশ-বিদ্যাশে ঘুইরবা, তদ্দিন তোমার লাভ ছাড়া লুকসান অইবো না, সম্মান ছাড়া অসম্মান অইবো না। সমুদ্দুরের মদ্যেও কুনো-হ্যানে[১] কুনো ছয়া-ছরকোটে[২] পৈড়বানা।

তুমার হেলার মিস্ত্রি অইবো বানাইতে কালে বিশ্বকর্মা মিস্ত্রি। তার আতের লাও কোনদিন পানিতে তলায় না। এ্যাকবার বানায়া দিলে এ্যাক লাগাড়ে ১২ বছর গাব-গবর আর দ্যাওয়া লাগে না। য্যাক লাগারে বারোডা বছর পানিতে ভিজলেও হেলার কাট-কুইটা কিছুই অয়না। তয় বুইঝা দ্যাহো তোমার লিগা আমি কিবা ডিঙ্গা বানায়া দিবার খায়েশ কৈরতাছি, এ্যাহন তুমি কি মনে করো?

শাজাদা শরীফে কয়, বাপজান, আপনে যা ভাল মনে করেন, তাই কৈরবার পারেন। আপনের দোয়া আশীর্বাদ আমার মাতায়। আপনের পার ধুইলা আমার কপালে। ঐ রহম এ্যাকখান ডিঙ্গা অইলে বাদে বাপজান আমার পক্ষে আরও ভালা। তাইলে আমি দিন-দৈনার তামান দ্যাশ-বিদ্যাশ ছফর কৈরবার পাইরতাম। আপনি যুদি দোয়া করেন বাপজান, তাইলে এ্যামন কোনো ব্যবসা নাই যা আমি কৈরবার পারমু না।

আলহামদো লেল্লাহ। কয়া বাদে ছাওয়ালরে বিদায় দিয়া পোর-ধান উজিররে ডাইকা কয়, উজির হোমবল পকিকি কুন দ্যাশত আছে হেই দ্যাশে লোকজন পাটাও। আমি আমার শরীফের লিগা মনের মত এ্যাকখান সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর বানামু। যে ডিঙ্গা আমার ছাওয়ালে এ্যাক-লাগাড়ে বারো বছরে বাইবার পারে। তা হইনা উজিরে কয়, মহারাজ, হোমবল পককির খবর এ্যাকমাত্র কর্ণাধর মাঝি আর বিশ্বকর্মা মিস্ত্রি ছাড়া কেঐ কৈরবার পাইরবোনা। তয় তারারেই[৩] ডাইহা আইনা হুনা লাগে। উজিরের কতা হইনা রাজায় তহনে আবার প্যায়দা-পাইক-ছেপাই

১। কোন স্থানে ২। বিপদাপদে ৩। তবে তাহাদের।

সাস্ত্রীগারে হুকুম কৈল্ল, তাগারে দুইজনেরে ডাইহা লিহা আইস্‌পার লিগা[১]।

প্যায়দা-পাইক-ছেপাই-সাস্ত্রীরা তামান[২] ম্যালা[৩] কৈল্ল হৈ চৈ কৈরতে-কৈরতে তাগারে বাড়ী মুহে। সাত রাইত সাত দিন বাদে তারারে রাজার বাড়ীর রাজহাত্‌তীর পার বসায়া দুইজনেরে লিয়া আইস্‌লে।

রাজা সোহেল তাগারে রাজদরবারে বসায়া তার মনের কতা বুঝায়া কয়া হেই রহম এ্যাকটা সংত ডিঙ্গা মধুকর বানায়া দিবার লিগা হুকুম দিল। রাজার হুকুম হুইনা বিশ্বকর্মা মিস্ত্রি আর কর্ণাধর মাঝি কয়, মহারাজ, হোমবল পককি ধৈরা তো সোজা কতা না। হে অইলেগা দিন দৈনার তামান পককির[৪] রাজা। হিন্দুগারে চৈত-পুইজার হে চৈত পুইজার দিন কৈলাশ পাহাড়ে পার্বতী দেবীর লাট মন্দিরে যহনে লাজ্যের পরীরা আইসা ল্যাংটা অয়া নাচ-গাহান কৈরতে কৈরতে ব্যাউশ অয়া পৈড়বো তহনে হেই হোমবল পককি আইসা তার পাহার বাও[৫] দিলে বাদেই তারার উশ অইবো। তহনে তারা ব্যাক্কে মিলা চ্যাতন অয়া দেইকপো যে, হেইযে হোমবোল পককি পাহা ঝাপটা দিলি, হেই ঝাঁপটার হাতে ম্যালা ওইড়া-ফেড়া[৬] পৈড়া রৈছে। তার এ্যাহাকটা কৈড়া তারা এ্যাহাক জনে লিয়া হ্যাহান থ্যা[৭] উইটা যাইবার আগেই হেই 'হোমবোল' পককি তাগারে অগোচরে চৈলা যাইবো। এই যাওয়ার সুমেই তারারে ধরা লাইগবো, তা ছাড়া আর অন্য কুনো উইপায় নাই, যে ব্যাটা হোমবোল পককির ধৈরবার মত।

রাজায় হুইনা কয়, বেশ তো মজার কতা। তাইলে হেদ্যাশে ম্যাহন কারে পাঠামু। হবায়[৮] ভাদ্দর মাস। তোমার হে চৈতমাস আইসতে ম্যাহনো ছয়মাস বাহি। তয় আর হগল কাঠ-খড়ি ম্যাদ্দিন ভৈরা যোগাড় যন্ত্র করা যায়। কিন্তু তহনে তারা কয় যে, হ্যা তা অবশ্যি করা যায়। বিশ্বকর্মা মিস্ত্রি কয় যে, মহারাজ হোমবোল পককির হাড় দ্যা নাও গৈড়বার

১। জন্যে ২। সমস্ত ৩। যাত্রা। ৪। সমস্ত পাখীর ৫। পাখার বাতাস ৬। ছোট পালক। ৭। সেখান থেকে ৮। কেবল।

অইলে ধলি চন্দনের[১] কাঈ[২] লাইগবো। কর্ণাধর মাঝি তা হুইনা কয়, হে ধলি চন্দনের কাঈ আইনবার অইলে পাতালপুরীর লাগ-কন্যার দুই চোহের এ্যাক ফোটা পানি লাইগবো। তা বাদে হেইপানি ফোঁটা লিয়া ঘুদি পরবতের বসকেকর বড় চুইড়া অহে, হেই চুইড়ার মইদ্যে আছে এ্যাটা গাতা[৩]। হেই গাতার মৈদ্যে আছে বসা বলদো[৪]। হেই বসা বলদোর কপালে আছে এ্যাটা গোটা। হেই গোটাডার মাতায় পাতালপুরীর লাগ-কন্যার চোহের পানি দ্যা ঘষা দিলে যে কাঈ বারাইবো হেই কাঁঈ লাইগবো।

বিশ্বকর্মা মিস্ত্রি কয়, সপ্তডিঙ্গা মধুকরের পয়লা তকতাহান হেই কাঈর মৈদ্যে হোমবল পককির ফেড়াদ্যা ধুইমা কৈরা ইটু পোড়া দ্যা লিয়া বাদে কাম আরম্ব করা লাইগবো। রাজা কয়, তা নাহনি কয়[৫] বুইঝলাম, তয়[৬] এ্যাহন বন-জঙ্গলে থ্যা উইড়া গাড়া ছঁই-ছাপ্পোরের কাট লিয়া আসুকানা কি কও? হোমবোল পককি ধৈরবার আগে ডিঙ্গা গৈড়বার লিগা যা যা দরকার তা হগল আইনা-উইনা[৭] যোগাড়-টোগাড় কৈরা থোওয়া যাইক। বাদে ফৈড়া আইনা লাও, বানানের কাম শুরু করা যাইবো। তারা রাজী অয়া গেলিবাদে রাজায় হুকুম কৈল্ল ব্যাবাক প্যায়দা পাইকগারে যে, ছয় মাসের মৈদ্যে সপ্তডিংগা মধুকর বানাইবার লিগা যা যা দরকার হে সমুদয় তারা যেন আইনা হাজির কৈরা থোয়। তা-না আইলে বাদে ম্যাক বঁ্যাটারাও ঘাড়ের পর গর্দান থাইক পোনা। রাজার হুকুম, আর কি কোন বঁ্যাটায় অনাড়[৮] কৈরবার পারে? খায়া না খায়া ল্যাজ খাড়া কৈরা[৯] ব্যাককেই লোড়ান শুরু কইরা দিল। মিস্ত্রি আর কর্ণাধর মাঝি বঁাটাল-বাইশ আতুর-তামাল ধার দ্যাওয়া শুরু কৈরা দিল। কাম যাতে ভাল মত অয়।

পাইক-প্যায়দা এ্যাহাকজনে এ্যাহাক মুহে চৈল্ল। শাজাদা পরীক্ষও

১। অতিপুরাকালের পবিত্র কাষ্ঠ বিশেষ। ২। গাঁদ বিশেষ ৩। গর্ত ৪। হিন্দু শাস্ত্রের কথিত পবিত্র বলদো। ৫। তবুও না হয় ৬। তবে ৭। আনিয়া লইয়া। ৮। এড়াইয়া চলা ৯। এখানে অতি দ্রুততার সঙ্গে।

বাপের অনুমতি লিয়া ছয় মাসের জন্য পুইরান সওত ডিঙ্গা মধুকর লিয়া হ্যাস-ম্যাস আরাকটা বাণিজ্যের লিগা বিদ্যাশ ছফরে ম্যালা[১] কৈল্ল।

সাত সমুদ্দুর পাড়ি দ্যা শাজাদা শরীফ এবারে আইসলো লতুন আরাক দ্যাশে। চাইর মাসের মাতায় আইসা তার হেই দাদার কালাইনা ডিঙ্গা ভিড়াইলো আয়নার শহরের[২] বন্দরে। ডিঙ্গা বাইন্দা থুইয়া মাঝি-মাল্লারা সদাই কিনবার লিগা গ্যালো আয়নার শহরের মৈদ্যে, বাজার কৈরবার লিগা। যেওরে[৩] শাজাদা শরীফ ডিঙ্গার পার বৈসা আয়নার শহরের চাইর মুইর দ্যা যে পাহাড়-পর্বত আছিলো তার রূপ বাহার দেইকপার লাইগলো।

লায়[৪] মাঝি-মাল্লারা আয়নার শহরের হাটে-বাজারের রূপ-চেহারা দেইহা ব্যাউশের লাগাল এ দোহানে থ্যাহে হে দোহানে, আর হে দোহানে থ্যা এ দোহানে ঘুইরবার ফিরবার লাগছে।

লায় ফিরার কত্তা ব্যাক্ক এ্যাহাবারে ভুইলা গ্যাছে। কেরমে কেরমে সন্ধ্যা অয়া আইলো কিন্তুক অইলে কি অইবো? আয়নার শহরের এ্যামন রূপ যে তা দেইকতে দিনের ব্যালায়ও যে রহম রাইতের[৫] ব্যালায়ও হেই রহম। তাই তারা দিন মনে কৈরাই ধীরে-শস্থে দেইহা-হুইনা সদাইপত্তর কৈরবার লাগছে ম্যাক সংধ্যা ভরা-অবদি।

উওরে[৬] শাজাদা শরীফ ডর হন্দার সুমে দ্যাহে যে, হেই আয়নার শহরের পুবের মুইরা[৭] যে পাহাড় হেই পাহাড়ের গাও ঘেইষা মৈদ্যেহানে এ্যাকটা ফুলগাছ। আর হেই ফুলের মইদ্যে দেইকপার পাইল্লো যে, আসমানের চাঁদের থ্যা জ্বল-জ্বল কৈরবার লাগছে একজন ম্যায়ালোক। তারে দেইহা শাজাদা শরীফ ব্যাউশের লাগাল[৮] দিশা আরায়া এ্যাক দৃষ্টিতে হেই মুহে চায়া ম্যালা কৈল্ল।

রাজার ব্যাটা এ্যামনি ব্যাভুইলা অইছে যে, জুইতাডা পর্যন্ত পায় দিবার

১। যাত্রা ২। পুরাকালের এক কল্পিত শহর। ৩। এদিকে
৪। নৌকার। ৫। রাত্রিকালে ৬। ওদিকে ৭। দিকে ৮। মত।

মনে নাই তার, তাই পায় তলে পাতরের কুচি, ছোট ছোট-ছোট ধাড়ী দাড়ার গোঁচ-গাচি[১] বিন্দা কুনসুমে যে পাও দুইহান দ্যা ছিল, ছিলায়া[২] রক্ত পৈড়বার লাগছে তার কুনো উশ[৩] নাই। এই রহম ভাবে আইসতে-আইসতে এ্যাক-সুমে শরীফ হেই ফুল গাছটার কাছে আইসা হাজির। তাবাদে গাছ তলা খাড়ায়া উইপার মুহে চায়া দ্যাহে যে হেই চাঁনকন্যা খিল-খিলায়া আইসপার লাইগছে। তারে দেইহা তা দেইহা শাজাদা শরীফ মহনে আত-বাড়ায়া এ্যাটা ফুল কেবলি ধৈরবার লাগছে আর যাইবা কহানে। অমনে হে গাছে তাকে লিয়া আসমান মুহে উইড়াল দিল।

এওরে মাঝি-মাল্লারা সদাই-পাতি লিয়া যায় কহানে? ব্যাক্কে লাইগা আবার তালাশ করা শুরু কৈল্ল। হারাডা রাইত উইটকায়া-মুইটকায়া[৪] কুনোহানে না পায়া, কাছে বিছেব মাইনষের হৈছ-পুছ[৫] কৈরা তার কুনো ঠায় ঠিকানা বাইর কৈরবার না পাইরা, তানানডি মিল্যা মিশা হে রাইতের মত উইটকান ক্ষ্যান্ত রাইহা হ্যাস রাইতে লার পার আইসা হইয়া পৈল্ল।

চাঁন্দের লাগাল যে ম্যায়াডা কুলগাছ হইন্দা শাজাদারে উইড়ায়া লিয়া ম্যালা কৈল্ল হে অইলো আমান য়্যাটা পরী—তার নাম আছিল ফুল-পরী। ফুলপরী অবিয়াতো। হে তার দল ছ্যাইড়া-দ্যা শরীফের রূপ যেবন দেইহা ফুল-গাছের আসন লিয়া ওই শহরের কাছে পাহাড়ে লাইমা পড়ে। ফল-গাছটা কিন্তুক আগে কে ঐ[৬] দ্যাহে নাই। হটাৎ ঐদিনক্যা আইসা শাজা-দার মন ভুলাইবার লিগা ফুল গাছের চেহারা লিয়া য়্যাহাবারে রূপের বাহার ফুটাইয়া তয়[৭] খাড়া অয়।

শাজাদা শরীফ আগে-থ্যাকা বুইঝবার পারে নাই। হে মনে করছে হাছাই বুঝি ফুল-গাছ। কিন্তুক এ্যাহন দ্যাহে যে, আসলে তা না। তারে তো শুন্যের পারদ্যা[৮] উইড়ায়া লিয়া ম্যালা কৈল্ল। উইড়ায়া লিয়া যাইবার সুমে

১। কোন চারা গাছ কাটিয়া লইলে উহার যে মূল বিশেষ মাটিতে থাকিয়া যায়। ২। অবিরত ধারায়। ৩। জ্ঞান দিশা ৪। অনুসন্ধান করিয়া ৫। জিজ্ঞাসাবাদ ৬। কেহই ৭। তবে। ৮। উপর দিয়া।

দ্যাহে কত সুন্দর সুন্দর দালান-কোটা পথ-ঘাট, পয়-পরিষ্কার হগল কিছু। কত রঙ-বেরঙের ফুল গাছ। ফুলের বাগান হগল। ছোট ছোট পোক-পাহালী ল্যাজ নাইড়া ল্যাইড়া, উইড়া উইড়া গাহান কৈরতাছে কেবল তার দেইক্পারই মন লৈতাছে.[১] হে আবার দেইকপার পাইলো যে, কত রহমের কত মিঠিঠ-মণ্ডার দোহান, গয়না পাতির দোহান, শাড়ি কাপড়ের দোহান কি সুন্দর কৈরা সাজাইনা গুছাইনা রৈছে[২]। দেইহা হে মনে কৈরতাছে যে, এই কেবল বুঝি হগল কিছু ছাফ কৈরা থুইয়া গ্যালো। হে আরও দেইকলো কত সুন্দর সুন্দর মানুষ। কত সুন্দর সুন্দর তাগারে হগল সাঁজ-পোশাক—দেইকতে হে হগলই[৩] ফুলের মতই মনে অয়। ফুলপরী তারে লিয়া আইসা যহনে কৈলাস পাহাড়ে নাইমলো[৪] সাতদিন সাত রাইত বাদে তহনে হেইট্যা কৈড়া পাহাড়ের মাটির হাতে ধাক্কা খায়া চ্যাতন অয়া দ্যাহে যে, হে ফুল গাছও নাই, হে মানুষও নাই। অয়রান[৫] এ্যাক জঙ্গলের মৈদ্যে আইসা আচমকা হে ঠেইহা পড়ছে। উশ অয়া কয়, হায় খোদা, আমি কহানে আইলাম। আমার লোকজন হগল কহানে গ্যালো। হায়রে হায়, আমার দেইকপার কেঐ-নাইরে। এই রহম ভাবত্যাছে আর কাইন্দা-কাইন্দা ঘোরা ঘুরি কৈরবার নাইগচে।

এ্যামনে কৈরা আগাইয়া যাইতে যাইতে দ্যাহে যে, হেই রহম এ্যাকটা ফুলগাছে হেই-রহম এ্যাকটা ম্যায়া খিল-খিলায়া আইসা আইসা তারে ডাইকতাছে। তহনে শাহাজাদা শরীফ ব্যাউশ না অয়া ইট্টু উশের হাতেই কয় তুমি কেডা-বান[৬] আমারে নিয়া আইলা কিছুইতো বুঝিনা? তহনে হে মায়াগ ঠিক মাইনষের রূপ ধৈরা কয়, কৈরবাইননা রাজকুইমার। এই ল্যান আমি আমার আতে থ্যা এই আংটি খুইলা আপনেরে দিলাম। আমার ভালবাসার দান। সাতদিন বাদে আপনে এই আংটিতে ঘষা দিবেন। তা বাদে যা অয় তাই কৈরন। হুইনা রাহেন এ্যাটা কতা, এই

১। ইচ্ছা ২। রয়েছে ৩। যে সমস্ত ৪। অবতরণ করিল ৫। অরণ্য ৬। কেবা।

আংটির জোরে আপনে আপনার বাপের সংত ডিঙ্গা মধুকর বানাইবার তাবদ ময়-মসল্লা[১] পাইবেন।

সাতদিন বাদে কৈলাস পরবতে বৈসপো ম্যাক মস্ত বড় ম্যালা[২]। ছয়-মাস লাগাল চৈলবো হে ম্যালা। ম্যালা ভাইঙ্গা যাইবার সাতদিন আগে হে ম্যালায় আইসপো হোমবল পক্‌কি। হে পককীর পায়ে-থ্যা উইড়া যে ফৈড়াডা পৈড়বো তা আপনে কানে গুইজা রাইখলে আর কুনো ক্ষ্যাৎনা ফছাদে পৈড়বেন না। আরও হোনেন, হে কৈলাস পাহাড়ে পরীগারে নাচ গাহানের সুমে আপনে এ্যাক যাগা পলায়া থাইকেন, হগল কিছুই পণ্ড অয়া যাইবো।

আরো হোনেন হেই হোমবোল পককী আপনারে আরাক[৩] বিয়া করা-ইবো। হেই বউ আইনা দিব পাতালপরীর লাগ-কন্যার দুই চোক্ষের পানি, তাবাদে[৪] এই আংটিতে আপনেরে লিয়া যাইবো, হেই পাহাড়ে বসা বলদের কাছে। তহনে হেই লাগ কন্যার চোক্ষের পানিদ্যা বসা বলদের কপালের গোঁটা ঘৈষা হ্যাই হ্যাহাইনথ্যা[৫] কাষ্ট লিয়া তাবাদে ফিরার পতে হেই[৬] আয়নার শহরে ফের আপনের হাতে দ্যাহা অইবো। য্যাহানে আপনের লার মাঝি-মাল্লারা আপনেরে তালাশ কৈরা না পায়া য্যাহানে তারা মাইনষের বাড়ী কামলা দ্যা খায়, আর হন্দা কালে আপনে যাইবেন কৈরালার পার, আপনে আইসপার পারবেন? তহনে পরী কয় দ্যাহেন, এই আমরা অইলাম পরী জাইত। বাতাসের হাতে মিশা কহা-ইন-দা কিবা কৈরা কোন মুল্লুকে যাওয়া লাইগবো আমরা জানি তা।' তয় হোনেন, হেইহানে হেই ফুল গাছের মালা-দ্যা যহনে আমারে বরণ কৈরবেন তহন-তহনে আমি মানুষ অয়া যামু। আয়নার শহরে আছে কাজীর অফিস, এ্যাহনে আমাগারে বিয়া রেজেস্টারী কৈরা তাবাদে বাড়ী মুহে রওনা দিমু। এই হগল কতা মনে রাইখবেন কিন্তুক? সাত দিন বাদে আপনারে লিয়া যামু। আর লিয়া যাইবো এই আংটিতেই। আইচ্ছা

১। মসল্লা ২। উৎসব। ৩। অন্য আর এক ৪। অতঃপর ৫। সেখান হইতে ৬। সেই।

শাজাদা, অমি এ্যাহনে যাই। এই কতা কয়া বাদে পরীর মত পরী উইড়া ম্যালা কৈল্ল বাতাসের হাতে মিশা। এ্যাহানে এই সাতদিন কিবা কৈরা যাইবো তার। হেই ভাবনায় বেচারা শাজাদা মাতায় আত দিয়া বৈসা পৈল্ল। এ্যামন সুমে[১] দ্যাহে যে, এ্যাক ব্যাটা কাটুইরা কাট কাইটে বাড়ী মুহে ম্যালা করছে। তারে দেইহা কাটুইরা আগাইয়া আইসা হৈছ[২] করে 'য়্যারে'[৩] বাপু তুমি কেডা। তোমার নাম কি, তোমার বাড়ী কহানে? তুমি কি কর?

শরীফ কয়, বাবারে এ মুল্লুকে আমার কেঐ নাই। এই দ্যাশে আইছিলাম বাণিজ্য কৈরবার লিগা কিন্তুক এ্যাক পরীর আতে পৈড়া আইজ আমার এই দুরবস্থা। কহানে যামু কি করমু। কিছুই ঠিক কৈরবার পাইরতাছিনা। তা তুমি যদি বাপু আমারে ইটু হাতে কৈরা লিয়া যাও তয় এই সুমে আমার খুব উপকার অয়।

তা হুইনা কাটুইরা কয়, বেশ ভাল কতা। আমারও কুনো পুলাপান নাই যহনে, তো তুমি গেলিবাদে খুব ভালই অয়। তা তোমারে দেইহাত মনেঅয় তুমি খুব ভদ্দোর লোকের ছাওয়াল পাওয়াল। কিন্তুক, আমার বাড়ী যায়া কি বাপু তুমি কাট কাইটা আর বেইচা কিনা খাইবার পাইরবা। যুদি পারো তয় লও যাই। ব্যালা তহনে যায়[৪] যায়। তাই আর কি করা, তহনে হে কাটুইরার হাতে তার বাড়ী মুহে ম্যালা কৈল্ল।

কাটুইরার বাড়ীত এ্যাক খান মোটে থাহার ঘর। এ্যাকখান রান্দুনঘর। আর কুনো দেরী ঘর নাই। এ্যাহানে থাইকপো কহানে? কাটুরী দেইহা কয়, ওমা, এ ব্যাটা আবার কেডা আইসলো। এনা দেহি আমার বড় ছাওয়াল শরীফের লাগান। ভাগ্য গুনে এ্যাও হেই শরীফই দেহি আইসা পৈল্ল। নাম ধাম হৈছপদ কৈরা যহনে হগল কিছুই আদামাদি[৫] জানা-জুইনা অইলো তহনে কাটুরী তার নিজের ছাওয়াল মনে কৈরা তারে আদর-যত্ন কৈরা খাওয়াইবার লাইগলো। ঘরের এ্যাক কুনায় কাটুইরার হাতে বিছানা কৈরা

১। সময় ২। জিজ্ঞাসা ৩। সম্বোধন সূচক বাক্য। ৪। অস্তাচল গামী। ৫। অর্ধেক।

দ্যা হে বেঁটি কাটুরি আলাদা এ্যাক যাগায় বিছানা কৈরা হুইয়া থাইকপার লাইগলো। এইভাবে তার যাইবার লাইগলো দিন কয়েক। তাবাদে আইসা পৈল্ল হেই কৈলাস পন্নবতে যাওয়ার দিন। বুড়ীর আতের খানা-পেনা খায়া লিত্তি[১] দিনের মত হে বাড়ীর বাইর অয়া গ্যালো, যাওয়ার সুমে কয়া গ্যালো মা, আমার দিনা কয় দেরী অইবার পারে। আমি আইজকা কাট লিয়া বহুত দূর যামু। তুমি কুনো চিন্তা কৈরনা। বাবাজান আলি বাদে[২] তারে কৈও[৩]। এই কতা কয়া বাদে শরীফ জঙ্গলের মইদ্যে চৈলা গ্যালো। যায়া হাইরাই[৪] আর দেরী মারা না, অমনে হেই পরীকন্যা আইসা হাজির। আতে তার হেই ফুল গাছ। খিল-খিলায়া আইসতে আইসতে[৫] ফুলপরী কয়, শরীফ শাজাদা, আপনে এই ফুল গাছে চৈড়া বসেন। হে তাই কৈল্ল। দেইকতে-দেইকতে তারা য়্যাক্কাবারে কৈলাস পরবতে কালী দেবীর লাট মন্দিরে আইসা হাজির। ফুলপরী তহনে তারে এ্যাক ছোট গাছ বানায়া দিনের ব্যালা লাট মন্দিরের কাছেই এ্যাক জায়গায় রাইখলো। রাইতের ব্যালা মানুষ বানায়া লাট মন্দিরের লাচ-গাহান দেহইনা মাইনষের হাতি[৬] বানায়া দিল। হারাডা রাইত ভৈরা তহনে হে পরীগারে লাচ-গাহান দেই-কলো। দেইকতে দেইকতে এই ভাবে পাঁচ মাস গত অয়া গ্যালো। তাবাদে ছয়-মাসের কাল আইসা পৈল্ল।

হ্যা, এই মাসেই হেই ব্যাটা হোমবোল পকিক আইসপো। য়েওরে পরী যহনে ইচ্ছা করে তহন তহনেই তাকে মানুষ বানায়া লিয়া খাওয়ায় লও-য়ায়, আগায় মুতায়। এই রহম ভাবে তাকে পাঁচ মাস লালন-পালন কৈল্ল। যাই হোক, হোমবোল পকিকর আসার দিন আইসা পৈল্ল কেরমেসে[৭]। তাই, পরী তারে আগের মত তামান কিছু ছিকায়া রাইখপার লাইগলো। ভুল যিনি না অয়। দিনার দিন শ্যাষ অয়া বাদে আইসলো হেই দিন যে দিন হোমবোল পককিডা আইসপো। হে দিন তামান কৈলাস

১। প্রতিদিন ২। এলে পরে ৩। বলিও। ৪। সম্পন্ন করিয়াই
৫। হাসিতে হাসিতে ৬। সাথী। ৭। ক্রমান্বয়ে।

পাহাড়ডাকে এ্যাত সুন্দর কৈরা সাজান অইলো দেইকলে মিনি মনে অয় কুনো রাজা-বাদশা পাহাড় দেইকপার লিগা আইসপো। কালী দেবীর লাট মন্দির সাজান অইলো যেমন কৈরা স্বর্গের দেবতা আইজকা এইহানে বৈসপো। এই রহম সাজান-গোছান করা অইল তামান কিছু। সককালে থ্যা শুরু কৈরা এ্যাক সংধা তর চৈল কেবল এই সাজানি-গুছানি। যত পরীরা লাচ-গাহান কৈরবার আইসলো তারার আইজকা মনের মত সাজ-গোজ কৈরা আইছে। তামান কৈলাস পাহাড় আইজকা চাঁন্দের বরণ অয়া য্যান কেবল আইসপার লাগছে। যাই হোক রাইত রিশির[১] আমলে হোমবোল পককি আসমানের চাঁন অয়া কক কক[২] কৈরতে কৈরতে হাজির। আসার হাতে হাতে ব্যাক্কে খাওয়ায়া 'হোমবোল পককি-কি-জয়' ধ্বনি তুইলা তামানডা পাহাড় কাঁপায়া তুইল্লো। পীর সাবের মত হে পককিতো আইসা লাট মন্দিরের মৈদ্যে য্যাহানে আসন করা আছিল হ্যাহানে আইসা বৈসলো, তাবাদে শুরু অইলো লাচ-গাহান। হায়রে হায়, লাচ গাহান। স্বর্গের দেবতারা য্যান পাগল অয়া যাইবো হে গাহান হুইনা, এ্যামনকি তাগারে লাচ-গাহান দেইহা মনে অয় যিনি খোদ কালী দেবীই এ্যাহন কতা কৈবো।

কেরমে-কেরমে রাইত শ্যাষ অয়া আইসপার লাইগলো। লাচ-গাহানের আমদানীও বাইড়া গ্যালোগা। এক সুমে গায়েনদার আর বাজনাদারেরা বাঁউশ অয়া পৈল। তা বাদে হোমবোল পককি বৈশাখ মাইসা ঝড়ির লাগাল[৩] শব্দ কৈরা পাঁখখান-দ্যা এ্যাটা ঝাপটা মাইরা চৈলা গ্যালো। তার পাংহের ম্যালা গুইড়া ফৈড়া উইড়া উইড়া এমুহে ওমুহে[৪] যায়া পৈড়বার লাইগলো। পাঁখ গুইলাও মাটিতে পড়া শ্যাষ আর তামান পরীরা, তামান লাচইনা, তামান গাহান করইনা, আর বাজনাদারেরা হুঁশ পায়া উইটা বৈসলো। ধইড়া ফৈড়া গুইনার মৈদ্যে আছিলো এ্যাকটা গুন। হে অইলো, মাটিতে হে ফৈড়া পড়ার হাতে-হাতে কাছে-বিছে যত সব মরা মানুষ, গাছ-পালা পশু-পককি থাইকপো তামান তাজা অয়া উইটপো। কিন্তুক মাটিতে পড়ার হাতে হাতেই

১। মধ্যরাত্রি ২। এক প্রকার সাবধানী কণ্ঠস্বর ৩। মত
৪। এদিক ওদিক।

আরাক কাম অয়া যায়, তা অইলো যে, তা আবার বাতাসে মিশা যায়— হোনা যায় নাকি হে ফেঁড়া আবার যায়া হেই হোমবোল পককির বাহের হাতে লাইগা পড়ে।

তাই, যদি কেঐ ধৈরবার চায় তয় হে[১] শুন্যের পার থ্যাই ধরা লাইগবো। তা না হইলে কাম অইব না। ব্যাটা শরীফও এক সুমে হেই ফৈড়া ছোট এ্যাটা লিয়া হাইরা[২] থুইছে। এ্যাহানে আরাটা[৩] কতা বাদ পৈড়া গ্যালো, তা অইলো তোমার এই যে, যে বঁ্যাটায় ধৈরবার পাইরবো মানে মাইনষের আতে ধরা পৈল্ল বাদে আরায়া উড়ায়া[৪] যাইবার পারেনা, ফৈড়া অয়াই[৫] থাহে। শাজাদা শরীফের হাতে রাইত ধল-পহর[৬] দিয়া সাফ অয়া গ্যালো।

ফুলপরী তাকে মোশুরদ্যা গাছ বানায়া লিয়া ফাঁকে যায়া মানুষ বানায়া আলে, রাজার কন্যাক কেমনে কৈরা বিয়া কৈরবো হে হগল ঘটনা হিকায়া দিয়া তা বাদে তার কাছে থ্যা বিদায় লিয়া বাতাসে মিশ্যা গ্যালো।

সাত রাইত সাতদিন ভৈরা বাতাসের হাতে মিশা উইড়া আইসা এ্যাক-দিন রাইত রিশির আমলে দালানের ছাঁদের পর বৈসা য্যাহানে আসমানী কন্যা যৈবন জ্বালায় ছট-ফট কৈরবার লাগছিল ঠিক তার ছাঁদের পারা হেই হোমবোল পককির ফৈড়া কানে গুইজা লিয়া হাজির। হোমবোল পককির ফৈঁড়া কানে গুইজা য্যাহানে ইচ্ছা হ্যাহানেই যাওয়া যায়। এ্যাহানেও তাই কৈল্ল। হে শাজাদা দ্যাওয়ার ঝিঁলিকের মত অয়া আইসা—তো হে-ছাঁদের পার বৈসলো মাইনষের রূপ ধৈরা। শরীফের গাও-গতরে রূপ-টাও আবার এ্যামন খুব-সুরত আছিলো যে, তারে এ্যাকবার যে ব্যাটা-বেঁটি দেইকপো হে আর ভুইলবার পাইরবোনা। আসমানী কন্যা মানে আলেক রাজার একই মাত্র কন্যা, হে শরীফের চেহারা সুরত দেইহা হেই ছাদের পারই, কামজ্বালা ভুইলা গিয়া ব্যাউশের নাগাল পৈড়া রৈল। শাজাদা শরীফ 'আচতে-আচতে[৭] যায়া তারে কোলে তুইলা লিয়া চুইমা দিবার হাতে-

---

১। সে, উহা ২। সামলাইয়া রাখা ৩। অন্য আর একটি
৪। নিখোঁজ হওয়া ৫। হইয়াই ৬। ফর্সা ৭। ধীরে ধীরে।

হাতেই 'উশ-অয়া'[১] নিজেরে সাবধান কৈরা লিলো। তা বাদে তামান পরিচয় লিয়া দুইজনে হেই রাইতেই দুইজনেরে বিয়া কৈরা ফালাইলো।

তা বাদে দিনের ব্যালা[২] শাজাদা আটে-বাজারের মাইনষের হাতে মিলা-মিশা থাহে, খালি[৩] রাইত অইলে বাদে আলেফ কন্যার কাছে থাহে। তয়[৪] এ্যাকদিন, শাজাদা শরীফে কয়, আসমানী, যত আমোদ ছামোদই করিনা ক্যান, আমাকে পাতালপুরীর লাগ-কন্যার চোক্ষের এ্যাক ফোটা পানি আইনা না দিলে বাদে আর কিছুই ভালা লাইগতাছেনা। বাপজান আমার লিগা সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর বানায়া দিব। তয় হে ডিঙ্গা বানাইবার গেলি বাদে গুল চন্দনের কাঁঈ, হোমবোল পক্কির ফেড়া যোগাড় করা লাইগবো। ফেড়া যোগাড় করছি। এ্যাহনে কেবল গুল চন্দনের কাঁঈ অইলেই চলে।

আলিফ-কন্যায় হুইনা কয়, হে আর তেমন কি কাম, পাতালপুরীর লাগকন্যা অইলে আমার খালাতো বোন। তার চোখের ফোঁটা পানি আইনতে আর কতক্ষণ। আইজ গেলি[৫] কালই লিয়া আইসপার পারমু। তুমি হে চিন্তা কৈরনা। চাইরডা খায়া আমারে বুহে লিয়া হোও। কাইলকা বাজানরে জানায়া বিয়াডা ব্যাককের সুমকে অয়া যাইক জাহিরি, তয় বাদে নিশ্চিন্তে তোমাকে লিয়া হ্যাহানে যামুহানে[৬]।

শরীফ কয়, বেশ তাই অইব। বাদের দিন সকালে আসমানী যায়া বাপেরে ধৈরা কাইন্দা কাইটা হ্যালায়া ভুলায়া[৭] কয়, বাজান সাত রাজার রাজা সোহেল রাজা—তার ছাওয়াল শরীফ, তার হাতে আমাক বিয়া দ্যাওয়া লাইগবো। তা হুইনা রাজায় কয়, দুর বেঁটি পাগলী, তাই কি সম্ভাব? আমি নিজে হে রাজার এ্যাকজন পোরজার লাগাল। তার এই দাপটে বাঘে ছাগলে এ্যাক ঘাটে পানি খায়। আর কিনা তারই ছাওয়ালের হাতে তোমার বিয়া? অসম্ভব। এ কতা যুদি হে রাজার কানে যায় তয়

১। জ্ঞান হইয়া ২। সময় ৩। কেবল ৪। তবে ৫। গেলে পর
৬। সেখানে যাব খন ৭। ইনিয়ে বিনিয়ে বলা।

হে আমারে যোম বাচ্চার গর্দ্দান কাইটা ফালাইব। মালামাল হগল লাঠে[1] উইটাইয়া ফালাইব। তা হইনা আসমানী কয়, বাজান তার জাওয়ালে আমাগারে বাড়ীত আছে। আপনে হে চিন্তা কৈরবেন না। আমি এই রাইতেই তাকে আইনা দ্যাহামু।

হুইনা আলিফ রাজায় কয়, আসমানী, তুই পাগল ছাড়া আর কিছুই না। যে ব্যাটা থাহে সাত দালানের ঘেরাওর মৈধ্যে বৈসা, হেই আইসপো তোর ভাহে? তুই আমারে আসালি[2]। তার পায়-পোরজারা ফুল-জল দিয়া হাইরবার[3] পারেনা, হে আইসপো এই আমার মত এই এ্যাকটা গরীব রাজার বাড়ীত? আসমানী কয়, বাজান, তুমি বিশ্বাস করো, হে আমাগোরে বাড়ীতেই আছে। তুমি রাজী অইলে বাদেই আমি তারে আইনা দ্যাহাই-বার পারি। আলিফ রাজায় কয়, তুই ভুল কৈতাছস আসমানী, ভুল কই-তাছস। কিন্তুক আসমানীও ছাড়েনা। হ্যাস-ম্যাস রাজী অয়া গেলি-বাদে রাইতেই লিয়া তার বাপের কাছে শরীফরে হাজির কৈল্ল শাহজাদী আস-মানী। তারে দেইহা পয়-পরিচয় লিয়াতো আলিফ-রাজা খুশীত বাগ-বাগ। মহারাজার ছাওয়ালরে পাইছে ম্যাইয়ার জামাই হিসাবে। হে আবার মহারাজার থ্যা কম কিসে? যাই হৈক, দিনা কয় আমোদ-আমোদ কৈরা কাটায়া তা বাদে পাতালপুরী মুহে রওনা দিল, দুই জামাই-বউতে।

আংটির মদ্যে ঘঁষা দিয়া, হোমবোল পককির ফৈড়াডা কানে গুঁইজা তারা দুইজনে বাতাসের হাতে মিশা এ্যাকসুমে পাতালপুরীর লাগ-কন্যার ঘরে আইসা হাজির। লাগকন্যা হুর বানুও তহনে যেবন-জ্বালায় অস্থির অয়া জারে-জার অয়া কাইনবার লাগছিল। ঠিক এ্যামনে সুমে যায়া আসমানী হাজির। শরীফরে পাতালের এক ফুল বাগানে-হামলায়া থুইয়া তা বাদে হে গ্যাছে লুর বানুর কাছে।

আসমানীক দেইহাতো লুরবানু লুড়ায়া আইসা গলা জড়ায়া ধৈরা চিক-কুর[4]। তার চিককুর হইনা আইসা কৈল্ল তার মায় আসমানীকে দেইহা-

১। বাজেয়াপ্ত হওয়া ২। হাসালি ৩। সম্পন্ন করিবার
৪। উচ্চস্বরে চিৎকার।

তো আটাশ[১] মাইরা গ্যালো। তারে হগল কতা জিগায়া বাদে হেহ্ করে— তোর বিয়া শাদী অইলো কহানে ? আসমানী কয়, খালা আম্মা, আপনে-গারে জামাইকে হাতে লিয়া আইছি। শরমেতে কিছুই কৈবার পাইরতা-ছিনা। খালায় কয়, শরমেরও বালাই চাই। তই ক্যানে হে জামাইরে হাতে লিয়া আইলিনা ?

আইচ্ছা, জামাইর নাম কি ? বাড়ী কহানে ? বাপে কি করে ? দেখছোস্-হুনছসনা[২] ? খালাম্মা কী বলে কয়, তাকে হাতে লিয়া আইছি। আপনের কাছে কি আর কমু। হে অইলো সোহেল রজার ব্যাটা—শাজাদা শরীফ। নূর বানুর কান্দার সুমে তার চোখের পানি মুইছা দ্যাওয়ার কালে ছোটে এ্যাক্ শিশি তৈয়াতার দুই চোক্ষের পানি লিয়া থুইছিল, হে পানি কুতি যাতে না দেইক্‌পার না পারে হেই ভরসায় হে শিশিডা হামলায়া মানুষের সুরত্ বানায়। খালা হাওড়ীর পায় ছালাম কৈরাতেই হে আতে থ্যা[৩] আংটি খুইলা দ্যা কৈল, বাজান রে, তুমি আমার নূর বানুরও জামাই। এই দ্যাহ, তোমার বাপে এই আংটি দিয়া থুইয়া গ্যাছে। তোমার হশুরে তোমার বাপের হাতে যুদ্ধ কৈরা মৈরা গ্যাছে। কিন্তুক আমাকে আদর কৈরা এই আংটিডা দিয়া যায়। আমি আইজ হেই আংটিডা তোমার আতে দিয়া আমার নূর বানুরে তোমার আতে বেচ্‌মেল্লাহ বৈলা সুঁইপা দিলাম। তুমি দয়া কৈরা আতে লিয়া আমার পরানডা খুশী করো।

আংটিডা আতে লিতে লিতেই[৪] নূরবানু আইসা তার জামাইকে ছালাম কৈল। এ্যাহন দুইবোনে অইলো শাজাদা শরীফের বউ। হপ্তা খানেক আমোদ-ছামোদ কৈরা থাইহা তা বাদে আইসপো কৈরা কয়া পাহাড় মুহে রওনা দিল শাজাদা শরীফ তার দুই বউরে হাতে লিয়া। সাত রাইত সাতদিন বাদে আইসা তারা তো হাজির অইলো। হ্যাসে পাহাড়ে নূর বানু আর আসমানী ব্যাড়াইবার লাইগলো। শরীফ হেই গাঁতা তালাশ কৈরবার লাইগলো। আল্লাহর কি কাম, এ্যাকসুমে হে গাতা পায়া দ্যাহে

১। আশ্চর্য হওয়া ২। দেখিয়াছ শুনিয়াছ কি ? ৩। হাত হইতে।
৪। হাতে লইতে লইতেই।

যে বসা বসদো হইয়া হুইয়া জাবর কাইটতাছে। আর দেরী না কৈরা তাই হে তাড়াতাড়ি নুর বানুর চোহের পানিতে ভরা শিশিডা নিয়া তার কপালের পিটার মৈদ্যে দুই তিনডা ঘষা দিতেই রক্তের মত কাষ্ট বাইড়ান ধৈল্ল্য। শাজাদা তার শিশি ভৈরা কাষ্টডি নিয়া বাইড়ায়া আইসা আবার হেই নাও মুহে রওনা দিল।

হোমবল পকফির ফৈড়া তার কানে গুঁজা, আতে পরীর আংটি। সাত রাইত সাত দিন দৈরা আইসা যে ফুল গাছে চৈড়া হে এ্যাতমুল্লুক মাইল্লো', এ্যাহনে দ্যাহে যে, হেই ফুল গাছেই। আর তার আগে ডালে বইসা হেই পরীকন্যা খিল-খিলাইয়া আইসতাইছে। শাজাদা পরীফরে দেইহা, আর তার হাতের[২] দুই বউরে দেইহা হেতো তাড়াতাড়ি ফুলের মালা নিয়া আইসা তাগারে গলায় দিল আর শাজাদার গলায় এ্যাকগাছ দিল। শাজাদাও এ্যাকগাছ দিল হে পরীর গলায়। আর যাইবা কহানে? তার পাছের পাখ দুইডা খৈসা পৈড়া বাতাসে মিশা গ্যালো। চেহারাডাও ইটু মৈসন[৩] অয়া গ্যালো। আর কি করা, শাজাদা তাগারে পরিচয় করায়া দিল যে, এই পরীকন্যা না অইলে বাদে তার কোন কিছুই সম্ভব অইতো না। মোটের পার তোমরা তিন জনই আমার কাছে সমান। কেঐর থ্যা, কেঐ কম না। তোমরা অইলে বাদে আমার সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর আর তয়ার অইত না।

ওওরে, লোকজনেরা সোহেল রাজার বাইর বাড়ীত কাটের পার কাট থুইয়া মস্ত ঠিঙ্গি[৩] বানায়া ফালাইছে। মিস্ত্রিরা আতুর বঁটাল, ধার দিতাইছে। কবে হোমবল পকফির গড়া ফৈড়া কেডা আইনবো, গুল-চন্দনের কাঁই কেডা কহানে পাইবো—চিন্তায় রাজায় অস্থির। ওওরে কামলারা মাঝি-মাল্লারা মাইনষের বাড়ী কাম-কাইজ কৈরা যাইতাছে আর হন্দা-লাইগলেই বাদে লার পার আইসা হুইয়া থাহে রাইতের-রাইত, কি জানি কুনসুমে কহাইনদ্যা আইসা শাজাদা তাগারে যদি লার পার[৪] তাগারে না দাহে তয় তো অবস্থাডা গুরু-চরণ কৈরা ফালাইবো। যাই হৈক, এই দুই জাগার অবস্থা এই রহম ভাবে চৈলবার লাগছে।

১। সঙ্গের ২। ম্লান হওয়া ৩। স্তূপ ৪। নৌকার ওপর।

এওরে[১] শাজাদা আম্মনার শহরের কাজী অফিসে যায়া ফুল-পরীর হাতে বিয়া পড়ায়া লিয়া হন্দা কালে তিন বউ লিয়া তার বাপ-দাদার কালাইনা ডাঙ্গা ডিঙ্গায় আইসা হাজির।

শাজাদার এই রহম অবস্থা দেইহা মাঝি-মাল্লারা আনন্দের চোটে হাউ মাউ কইরা কাইনবার লাইগলো। শাজাদা তাগারে কুনো[২] মতে বুঝ-সুঝ দিয়া লায় বাদাম তুইলবার কৈল। তারা হুক্কা-তামুক ভালমত খায়া বৈঠা ঠিকঠাক মত বাইন্দা ছাইন্দা[৩] শাজাদারে আর তার তিন বউরে লিয়া বেচমেল্লা বৈলা ডিঙ্গা বাড়ী মুহে ছাইড়লো।

ছয় মাস, ছয় রাইত ভৈরা বাদাম খাটায়া বৈঠা-লগি মাইরা শাজাদা শরীফের ডিঙ্গা আইসা ঘাটে ভিড়লো। টেহারা বাইড়ায়া সংত ডিঙ্গা মধুকরের জয়ধ্বনি দিতে মাঝি-মাল্লারা পারে আইসা লাইনলো। এ্যাকজনে দৌড় পাইরা যায়া খবর দিল যে, শাজাদা শরীফে চাঁন সুরুযের লাগাল তিন দেবতার কন্যা বিয়া কৈরা লিয়া আইছে।

খবর হইনাই তো রাজার রাজা মহারাজায় মহারানীকে সঙ্গে লিয়া হাতৃতি ঘোড়া সাজায়া গোছায়া ব্যাবাক প্যায়দা-পাইক উজির-লাজির লিয়া আইগায়া আইসলো। ওওরে দাস-দাসী চাহোর চাইক রানীরা অন্দর-মহলে রীতিমত পয়-পরিষ্কার আর সাজন-গোছানের তালে ব্যস্ত অয়া পৈল।

শাজাদার বাপ-মায়ের আসার কতা হইনা হোঁহ ছাপ্পরের তলে থ্যা বাইরায়া আইসলো। তার পাছে পাছে তিনজন বউও এ্যাক-এ্যাক কইরা বাইরায়া আইসলো। তাই দেইহা মহারাজা মহারানী আতৃতি-থ্যা লাইমা খাড়াইল। শাজাদা শরীফ তহনে তিন বউরে লিয়া লার সিড়ি বায়া দোনে লাইমা আইসলো। লাইমা আইসা বাপ মায়েরে স্যালাম কৈল। ব্যাকেক উলু-জোহার দিয়া উইটলো। তার বাদে তিন বউও আইসা হশুর হাশুড়ীরে এ্যাকে-এ্যাকে আইগায়া আইসা স্যালাম কৈরবার

১। এদিকে ২। কোনো ৩। বেঁধে ছেদে।

লাইগলো। তা বাদে তাগারে তিন বউরে হাতে লিয়া তিন আত্‌তিতে চড়ায়া রাজ রানীর ব্যাশে বাড়ী আইনা ফালাইলো।

তা বাদে, বউগারে লিয়া রাজারানী উজির নাজির সেরেস্তা গোমে-স্তারা ব্যাবাকে মিলা-মিশা এ্যাক লাগাড়ে[১] সাত রাইত সাত দিন ভৈরা আমোদ-ছামোদ কৈরা ধুম-ধামের হাতে শাজাদা শরীফের বিয়ার দাওয়াত নৈল[২] খাওন। রাজ্যের তাবদ মাইনষে ফর-ফহিন্নিরা এ্যাক লাগারে প্যাট ভৈরা খায়া-দায়া সাত দিন ভৈরা দোয়া খায়ের কৈরবার লাইগলো। গ্যালো বালাই বিয়ার ধুম-ধান। গ্যালো লোকজন, গ্যালো বায়-বাদ্য বন্ধ অয়া। গ্যালো খাওয়া-দাওয়া তাবদ শ্যাষ অয়া। এ্যাহনে, সপ্তডিঙ্গা মধুকর বানানের পালা।

সাতদিন বাদে ভাই কলো রাজার দরবার। দরবারে রাজ্যের বড় বড় রাজা-উজিররাও আইসা হাজির অইলো। এ্যাকসুমে দরবারও শুরু অয়া গ্যালো রাজা আইসলে বাদে। কর্ণাধর মাঝি আর বিশ্বকর্মা মিস্ত্রিও আইসা দরবারের এ্যাক কুনায় বৈসা রৈল। ভিন রাজ্যের রাজাগারে আগেই দাওয়াত দ্যাওয়া আছিল। তার কারণ, তাগার মৈদ্যে কতা অইবো হে কুন লোক আছে, যে হোমবল পককির পাক ফৈড়া আর গুল চন্দনের কাষ্ঠ আইনা দিবার পারে? আইনা দিবার পারে পাতাল পুরীর নাগ কন্যার চোক্ষের দুই ফোঁটা পানি। রাজদরবারের কুনো রাজায় যুদি পারো তয় কও, মহারাজার হুকুম। ব্যাক্কেই করজোড়ে দুই আত তুইলা তাগারে অক্ষামের[৩] কতা জানাইবার লাইগলো। রাজায় পৈল্ল ফাপড়ে। কারণ চৈত পুইজ্জার দিন তো শ্যাষ অয়া গ্যাছে। তয় এ্যাহন আর হে হগল পাওয়া যাইব কহানে? তাই যাইনা দ্যাহা যাইক যুদি কেঐ তা যোগাড় যন্ত্র কৈরা থোয়। সাত দিনের দরবারে সাত রাজ্যের বড় লোক-জনেরা, রাজা উজিরেরা বৈসা হে হগল যোগাড় করার কতা এ্যাহাবারে অক্ষ্যাম জানাইলো। এ্যাহন উপায়? সভা গ্যালো ভাইংগা, খামাহা রাজ-কার্যের ক্ষতি কৈরা কি অইবো। যাইকগ্যা, যে যার দ্যাশে ফিরা, তাই ফিরা ম্যালা কৈল্ল তারা নিজ নিজ বাড়ী মুহে।

১। একাধিক্রমে ২। শুরু করলো ৩। অসামর্থ্য।

এ্যাহনে কি করে রাজায়। মিস্ত্রিরা তো হগল কিছু তয়ার কৈরা রাখছে। কেবল হেই জিনিষ গুইলা অইলেই হগল কিছু গুছায়া-মোছায়া সপ্তডিঙ্গা মধুকর তয়ার করার কাম শুরু করা যায়। রাজায় আইল ছাইড়া[১] দিল। সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর তার আর তয়ার অইলোনা। ব্যাটার কাছে কড়ালে বন্দী রইল। তাই এই রহম মনের অবস্থা বুইঝা পোরধান উজিরে মহারাজ যুবরাজ শরীফ দ্যাশ-বিদ্যাশ সফর করে, ব্যবসা-বাণিজ্য করে তারে ধৈল্ল বাদে আমার মনে হয় কিছু জানাহনা যায়।

উজিরের পরামিশ্যি লিয়া প্যায়দা ছাঁওয়ালের ডাইহা আইনা হাজির করা অইলো। তহনে উজিরে কয়, যুবরাজ তুমি কি হোমবল পকফি আর গুল চন্দনের কাষ্টর কুনো খবর টবর কৈবারে পারো?

যুবরাজ তুমি জানো যে, তোমার আব্বা হেই জিনিষ গুইলার জন্যে তার মনের মত কৈরা তোমার লিগা[২] এ্যাকখান সপ্তডিঙ্গা মধুকর তয়ার কৈরবার পাইরত্যাছেনা। তুমি দ্যাশ-বিদ্যাশ ছফর করো, তাই আমরা অনুমান করছি যে, তুমি নিশ্চয়ই এ হগলের খবর কিছু না কিছু রাহোই। তুমি যদি কৈবার পার তয়[৩] আমরা খুব উপকার পাইতাম। যুবরাজ মিট মিটাইয়া আইস্যাদ্যা[৪] কয়, উজির সাহেব, হেই জন্যেই কি আপনেরা আমারে ডাকছেন? তয় হেজন্যে আর চিন্তা-ভাবনা কৈরবেন না। লাও তয়ার করবার হুকুম দ্যান। আমি হে হগল যোগাড় যন্ত্র কৈরা লিয়া আইছি।

সাব্বাস-ব্যাটা যুবরাজ। কয়া উজিরে তহনে তার আসনে থ্যা উইঠা যায়া বুহে জড়ায়া ধৈল্ল। তা বাদে তার হে হগল জিনিষ দেইকপার লিগা আনা অইলো।

হে হগল জিনিস দেইকপার লিগা আনা অইলে। আর আনা অইল হেই হগল রাজকন্যার। তারা তাবদ কিছু দ্যাহায়া তাবদ বিত্তান্ত[৫] কয়া

১। হতাশ হওয়া। ২। জন্যে ৩। তবে ৪। হাসি দিয়া
৫। বিবরণ।

হনাইব্যার লাইগলো রাজ দরবারের তাবদ মাইনষেরে। ওডরে বহু লোকজন অয়া গ্যাছে। শাজাদা শরীফের যে তিন বউ, তিনডা গুণের অধিকারী তা ব্যাক্কে বুইঝবার পাইলো। যাগারে না অইলে হেই হগল জিনিষ জোগাড় করা কেঐর[১] পক্ষেই সম্ভব অইত না।

যুবরাজ শরীফে কৈবার লাইগলো যে, উজির সাহেব, এই ফুল-পরী কন্যাই আমাকে তাবদ কিছুর খবর জানায়। আর তার খবর লিয়া আমি আসমানী কন্যারে ধরি আর বিয়া করি। এইডা হেই পাতালপুরীর নাগকন্যা নুরবানু। যার চোক্কের পানি লিয়া আমি শুল চন্দনের কাঠ আইনবার লিগা যাই পাহাড়ের গাঁতায়। তা বাদে আমি বাড়ী ফিরবার পত আমার হেই প্রিয় ফুলপরী পত-দ্যাহায়া দেউনা কন্যারে বিয়া কৈরা বাড়ী মুহে রওনা দেই। এই কতা কয়া শরীফ তামাম কিছু বাহির কৈরা দ্যাহাইল। রাজ দরবারের ব্যাক্কে তাজ্জব অয়া শরীফের জয়ধ্বনি কোরবার লাইগলো। তহনে শরীফে আর তার তিন বউয়ে তাগারে ব্যাক্কের ছ্যালাম লিয়া দরবারে থ্যা বাইরায়া আইসলো। কর্ণধর মাঝি আর বিশ্বকর্মা মিস্ত্রি হে হগল লিয়া মহারাজা সোহেলের মনের মত কৈরা সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর বানাইবার আয়োজন কৈরবার লাইগলো। আমার হাচতোরডাও[২] শ্যাষ অইলো।

১। কাহারও। ২। গল্প।

এক রাক্কসের কাহিনী

কাহিনীটি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব নজরুল ইসলাম, গ্রাম-হলদী ঘর, ডাকঘর-পাঁড়াদহ, থানা-শাহজাদপুর, জেলা-পাবনা। এটি সংগৃহীত হয়েছে জনাব তফিজ প্রামানিক, গ্রাম-চণ্ডীপুর, ডাকঘর-লাহিড়ী মোহনপুর, থানা-উল্লাপাড়া, জেলা-পাবনা-এর কাছ থেকে। সংগ্রহকাল – ১৯৭১ ইং।

কাহিনী সংক্ষেপ

এক দেশে ছিল এক রাজা। তার পুত্রের সঙ্গে ছিল উজিরের ছেলে, নাজিরের ছেলে ও কোতোয়ালের ছেলের বন্ধুত্ব। একবার তাহারা চার বন্ধু বেড়াইতে গেল। যাইতে যাইতে এক বনের মধ্যে একটা বাড়ীতে আশ্রয় লইল। সেই বাড়ীটা ছিল রাক্ষসের বাড়ী। রাক্ষস উজিরের ছেলে নাজিরের ছেলে ও কোতোয়ালের ছেলেকে তাহাদের ঘোড়াসহ খাইয়া ফেলিল। রাজার ছেলে এই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া সে ঘোড়ায় চড়িয়া পলাইতে লাগিল। তখন রাক্ষস এক রাজকন্যার রূপ ধরিয়া রাজার ছেলের পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল। পথে অন্য দেশের এক রাজার কাছে রাজকন্যা-রূপী রাক্ষস তার নিকট বলিল যে, আমার স্বামী আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে। তখন রাজা সেই রাজপুত্রকে ধরিয়া আনিল কিন্তু রাজপুত্র রাজকন্যাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। সেই রাজা রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলে রাজকন্যা রাজী হইয়া গেল। সেই রাজকন্যা-রূপী রাক্ষস দেশে যাওয়ার পরদিন হইতে প্রতিদিন একটা লোক ধরিয়া খাইতে লাগিল। রাজার মনে যখন সন্দেহ হইল যে রাক্ষস তার রাজপুরীতে আছে, তখন রাক্ষস একটা মানুষ খাইয়া রাজার বড় রানীর ঘরে হাড়গোর রাখিয়া আসিল। তখন রাজা বড় রানীকে রাক্ষস মনে করিয়া মৃত্যুদণ্ড দিলেন। তখন ঘাতকের নিকট একটা কুকুর গিয়া আল্লাহর কুদরতের কথা বলিতে লাগিল। সেই কুকুরটা বলিল যে, বড় রানী নিরাপরাধী, তাই তাকে তুমি ছাড়িয়া দিয়া কুকুরের রক্ত নিয়া রাজাকে দেখাও গা। ঘাতক তখন বড় রানীকে ছাড়িয়া দিয়া কুকুরের রক্ত নিয়া রাজ-দরবারে চলিয়া গেল। পরের দিন যখন আবার এক জন লোককে রাক্ষস খাইল তখন রাজা তার ভুল বুঝিতে পারলো। এ দিকে বড় রানী ছিল দশ মাসের গর্ভবতী। সে ঐ বনের মধ্যে

দিয়া যাইতে যাইতে একটা কুঁড়ে ঘরে একটা বুড়ীকে দেখিতে পাইলো। সেখানে সে আশ্রয় নিল এবং তার একটা ছেলে হইল। বড় হইয়া ঐ ছেলে যখন জানিতে পারিল যে, সে রাজার ছেলে, তখন সে সেই দ্যাশে গিয়া রাক্ষসকে মারিয়া ফেলিল। রাজা তখন সেই ছেলের পরিচয় চাহিল। তখন ছেলেটা সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। তখন রাজা তার ছেলেকে জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে লাগিল এবং বড় রানীকে নিয়া আসিয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

কাহিনী শুরু

এক দ্যাশে[1] আছিল এক রাজা। তার আছিল[2] এক ছাওয়াল। উজিরের ছাওয়াল, নাজিরের ছাওয়াল ও কোতোয়ালের ছাওয়ালের সাথে রাজার ছাওয়ালের খুব ভাব আছিল। ল্যেহাপড়া[3] থাইকা শুরু কইরা খেলাধুলাও চারজন একসাথে করতো। একদিন রাজার ছাওয়াল তার তিন বন্ধুকে কইলো, চলো আমরা দ্যাশের বাইরে বেড়াতে যাই। রাজার ছাওয়ালের প্রস্তাবে সবাই রাজী হইয়া গ্যালো। চার বন্ধু চারটা তাজি ঘোড়ায় চইড়া সফরে রওনা হইল। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা অন্য রাজার দ্যাশে চইলা গেল। যাইতে যাইতে তারা একটা বনের ভিতর চইলা গ্যালো। বনের মধ্যে যায়া দেখলো সুন্দর একটা বাড়ী। তহন[4]-বেলা ডুইবা সন্ধা অইয়া গ্যাছে, তাই তারা চারজন ঐ বাড়ীর ভিতরে যায়া দেখলো লোকজন কেউই নাই, কেবল দরজার কাছে একটা খাসী বান্দা আছে আর ঘরের মধ্যে চ্যাল ড্যাল ও পাকশাকের সব রকম জিনিষ আছে। বাড়ীত লোকজন না থাকাতে চারবন্ধু বড় বিপদে পড়লো। তহন রাজার ছাওয়াল কইলো, আমরা চ্যাল ড্যাল পাক কইরা খাইয়া লই, যহন বাড়িআলা আসে তহন চ্যাল ড্যালের দাম ও ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে।

এই কথায় সব মত দিয়া পাক-শাক কইরা[5] খায়া দায়া শুইয়া রইলো। পরের দিন ঘুম থাইকা[6] উঠা তারা দেখলো যে, নাজিরের ছাওয়াল ও ঘোড়া নাই। তহন[7] তারা তিনজন মনে করলো যে, হয়ত বা নাজিরের ছাওয়াল সকালে উইঠা[8] কোথাও বেড়াতে গ্যাছে কিন্তু সন্ধা হইয়া আইল অথচ নাজিরের ছাওয়াল আইলনা বা বাড়ীর লোকজন কেউই আইলো না। যাক তহন তার তিনজন রাতে পাক শাক কইরা খাইয়া দায়া শুইয়া রইলো। তারা পরের দিন ঘুম থাইকা উইঠা রাজার ছাওয়াল দেখলো যে, উজিরের ছাওয়াল ও ঘোড়া নাই, তহন রাজার ছাওয়াল খুউব চিন্তায় পড়লো। তারপর রাজার ছাওয়াল কোতোয়ালের ছাওয়ালকে কইলো, বন্ধু দুইজন তো আমাকে না বইলা[9] কোথায় চইলা[10] গ্যালো, এখন তোমার কাছে আমার অনুরোধ, তুমি আমাকে একা রাইখা[11] কোথাও যাইবানা।

১। দেশে ২। ছিল ৩। লেখাপড়া ৪। তখন ৫। করিয়া
৬। থাকিয়া ৭। তখন ৮। উঠিয়া ৯। বলিয়া ১০। চলিয়া
১১। রাখিয়া।

কোতোয়ালের ছাওয়াল কইলো[১] যে, উজিরের ছাওয়াল ও নাজিরের ছাওয়াল তোমাক ছাইড়া যাইতে পারে তবে আমি তোমাক ছাইরা[২] কোথাও যামুনা। এ কথার পর রাজার ছাওয়াল ও কোতোয়ালের ছাওয়াল শুইয়া ঘুমাইয়া পড়লো। পরের দিন রাজার ছাওয়াল ঘুম থাইকা উইঠা দ্যাহে[৩] কোতোয়ালের ছাওয়াল আর তার ঘোড়া নাই। তহন রাজার ছাওয়াল ভীষণ চিন্তায় পড়লো। এমন সময় ঘরের দরজায় বাধা ছাগলটা একটা হাম ছাড়লো। রাজার ছাওয়াল তহন ছাগলের মুখের মধ্যে কোতোয়ালের ছাওয়াল ও তার ঘোড়া দেখ্‌তে পাইল। এইতা[৪] দেইখা রাজার ছাওয়াল খুউব ডর পায়া[৫] গেল। সে তাড়াতাড়ি যায়া ঘোড়ায় উইডা ঘোড়া ছাইড়া দিল। এদিকে রাক্ষস রাজকন্যার রূপ ধইরা[৬] রাজার ছাওয়ালের পিছে পিছে ছুট্‌লো। এইভাবে যাইতে যাইতে সে আরেক[৭] রাজার দ্যাশে চইলা গ্যালো। যাওয়ার সময় রাক্ষস পথের লোকজনকে কইলো যে, আমার স্বামী আমাক ছাইড়া চইলা যাতাছে[৮], তোমরা আমাক সাহায্য কর।

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে রাক্ষস রাজার ছাওয়ালের পিছে পিছে রওনা দিল। পথের লোকজন কেউ রাজার ছাওয়ালেক ধরতে পারলোনা। যে রাস্তা দিয়া তারা যাইতেছিল সেই রাস্তা দিয়া ঐ দ্যাশের রাজা শিকার করার পর বাড়ী ফিরিতেছিল। তহন রাক্ষস-রূপী রাজকন্যা ঐ দ্যাশের রাজার কাছে যায়া কইলো যে, আমার স্বামী আমাক ছাইড়া পালায়ে যাতাছে। আপনি আমার স্বামীক ধইরা দ্যান। তহন রাজা তার লোকজন দ্বারা রাজার ছাওয়ালকে ধইরা আনলো। রাজার ছাওয়াল যহন ঐ দ্যাশের রাজার কাছে আস্‌লো তহন রাজা তার বউকে নিয়া যাইবার কইলো। রাজার ছাওয়াল তহন ঐ বউ নিতে রাজী হইলো না। রাজার সেই ছাওয়ালকে বিদায় দিয়া রাজা ঐ সুন্দরী রাজকন্যাকে বিয়া করবার চাইলো। রাজকন্যা তহন রাজী হইয়া গ্যালো। ঐ দ্যাশের রাজা তহন খুব আমোদ কইরা নতুন রানীকে রাজপুরীত নিয়া গ্যাল।

১। বলিল। ২। ছাড়িয়া। ৩। দেখে। ৪। ইহা। ৫। পাইয়া। ৬। ধরিয়া। ৭। অন্য। ৮। যাইতেছে।

সেই রাজকন্যাক সবাই তার রূপের প্রশংসা করলো। রাজাও খুউব খুশী হইল। পরের দিন রাজা খুশী মনে রাজদরবারে গ্যালো। ঐ সময় রাজদরবারে খবর আসলো যে, আজকে একজন লোক পাওয়া যাই-তাছেনা। তহন রাজা সেই লোককে খোঁজার আদেশ কইরা রাজপুরীত চইলা গ্যালো। পরের দিন আবার খবর আসলো যে, আজকাও আবার একজন লোক নিখোঁজ। এই রূপে বহু লোককে রাক্ষস খায়া ফেল্‌লো। রাজা খুউব চিন্তায় পড়লো। রাজদরবারে রাজা রাক্ষসকে ধরার জন্য রাজ্যে ঝারা দিবার কইলো। রাক্ষস তার পরের দিন থাইকা রাজপুরীর আশে-পাশের লোককে ধইরা খাইতে লাগ্‌ল। রাজা তহন চিন্তা করলো যে, রাক্ষস তার রাজপুরীতেই আছে। এদিকে ছোট রানী-রূপী রাক্ষস রাজার মনের কথা বুঝতে পারলো। তাই সে পরের দিন রাতে একটা লোককে খাইয়া তার হাড়-গোড় ও জামা কাপড় বড় রানীর ঘরের মধ্যে রাইখা আসলো।

সকালে উইঠা দাস-দাসী দেখলো যে, আগের রাতে ধরা মানুষটার হাড় গোড় ও জামা-কাপড় বড় রানীর ঘরের মধ্যে পইরা রইছে। এই কথা আস্তে আস্তে রাজদরবারে পৌছা গেল। তহন রাজা বড় রানীকে মাইরা ফালাবার জন্য কোতোয়ালকে আদেশ দিল। কোতোয়াল তহন এক বনের মধ্যে বড় রানীকে নিয়া গ্যালো। বড় রানীর সাথে সাথে একটা কুকুর যাইতে লাগলো। কোতোয়াল যহন[১] রানীকে কাটবার লাইগা তলোয়ার তুল্‌লো তহন আল্লার কুদরতে ঐ কুকুরটার জবান খুইলা গ্যালো। কুকুর তহন ঘাতককে কইলো যে, নিরপরাধ রানীকে মাইরা ফালায়োনা। কিছু দিনের মধ্যেই তোমরা আসল রাক্ষসকে ধরবার পার্‌বা। তারপর কুকুর রানীকে কইলো, আপনি কোনদিন যেন রাজার দ্যাশে ফিরা না যান। এই বইলা কুকুর ঘাতককে কইলো যে, আমাকে হত্যা কইরা রক্ত নিয়া রাজাক দেখাও গা। ঘাতক তহন অনেক চিন্তা করাতে কুকুর রানীকে কইলো, আপনি কোতোয়ালের কাছে করাজ করেন যে, কোন দ্যাশে যাবেন না। কারণ আপনি যদি দ্যাশে যান তবে কোতোয়ালের প্রাণ যাবে।

১। যখন।

কুকুরের কথায় রানী কোতোয়ালের কাছে কর়াল করলো যে, সে কোন-দিন দ্যাশে ফিরা যাবেনা। তহন কোতোয়াল কুকুরকে মাইরা তার রক্ত নিয়া রাজাকে দেখালো কিন্তু তার পরদিনও রাজ্যের একজন লোককে পাওয়া গ্যালোনা। তহন রাজা ও উজিরগণ চিন্তা করলো যে, আসল রাক্ষস না মাইরা নিরাপরাধী রানীকে মাইরা ফেলিয়াছে। রাজা তহন খুউবই ভাঙ্গিয়া পড়লো। বড় রানীকে মারার পরদিন থাইকা প্রতিদিন একজন রাক্ষস খাইয়া যাইতে লাগলো। রাজা দিশেহারা হইয়া রাজ্যের মধ্যে চানডারা[১] পিটা দিল যে, যে লোক রাক্ষসকে মারতে পারবে তাকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। অনেক বীর-পালোয়ান চেষ্টা করলো রাক্ষসকে মারার লাইগা, কিন্তু কেহই মারবার পারলোনা।

এদিকে বড় রানী কোতোয়ালের কাছ থইকা ছাড়া পাইয়া সোজা বনের ভিতরে চইলা গ্যালো। যাইতে যাইতে সে বন পার দিয়া একটা গায়ের কাছে আইলো। সেখানে আইসা সে দেখলো জঙ্গলের মধ্যে একটা কুড়া ঘরে একটা বুড়ি বইসা আছে। সে তহন সেই বুড়ির কাছে যায়া সমস্ত ঘটনা খুইলা কইলো। এদিকে সে আছিল দশ মাসের গর্ভবতী। তহন তার একটা সুন্দর ছাওয়াল হইলো। পরের দিন ঐ বুড়ী পারপার[২] ভিক্ষা করবার গ্যালো। আসো দিনের চায়া সেদিন বুড়ী তিনগুণ ভিক্ষা পাইল।

বুড়ী তহন খুশী হয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীতে আসলো এবং রানীকে কইলো মা, তোর ছাওয়াল কপাইলা[৩] হবো। কোনদিন আমি ভিক্ষায় পাইনা। দেখ, আজ তোর ছাওয়ালের লাইগা কত চ্যাল আর ট্যাহা পাইছি। এই ভাবে বুড়ীর কুড়া ঘরে থাইকা বড় রানীর ছাওয়ালটা বড় হয়া গ্যালো। রানী ছাওয়ালডাক পড়বার দিছিলা। একদিন ছাওয়ালডা মন ভার কইরা ইস্কুল থ.ইকা আইলো। রানী তার কারণ জানবার চাইলে ছাওয়ালডা কইলো যে, ইস্কুলের ছাততোররা[৪] তাকে জারা[৫] ছাওয়াল কইয়া ডাকে। এই কইয়া সে তার মার কাছে তার বাপের পরিচয় জানতে চাইলো। তহন

১। কারা ২। পায়ের উপর। ৩। ভাগ্যবান ৪। ছাত্ররা ৫। যে ছাওয়ালের বাপ নাই।

তার মা সমস্ত ঘটনা খুইলা কইলো আর কুকুরের কাছ থাইকা শুনছিল যে, ছোট রানী আসলে রাক্ষস, তাও কইলো। তহন সে তার মার কাছ থাইকা বিদায় নিয়া তার বাপের দ্যাশে রওনা হলো। তার বাপের দ্যাশে লোকজন পরায় অর্ধেক রাক্ষস খাইয়া ফ্যালাইছে। সেই ছাওয়ালডা সোজা রাজদরবারে গ্যালো এবং রাজাকে কইলো যে, সে রাক্ষস মাইরা ফালাবার পারবে। রাজা তহন তাক রাক্ষস মারবার জন্য নিযুক্ত করলো কিন্তু সভা-সদরা তা বিশ্বাস করলোনা, কারণ সে ছিল সামান্য একটা ছাওয়াল।

যাক, সেই ছাওয়ালডা মানে রাজপুত্র রাজাকে কইলো যে, আমাক একখান এমন তলোয়ার বানায়ে দেওয়া লাগবে যেন মাছি পড়লে কাইটা যায়। তার কথামত তহনই একটা তলোয়ার বানায়া তহনই রাজপুত্রকে দেওয়া হইল। রাজপুত্র রাতে রাজপুরীর মধ্যে সেই তলোয়ার নিয়া বইসা রইলো। রাক্ষস আজ আর ঘরের ব্যার হওয়ার সাহস প্যালনা। পরের-দিন সকাল বেলা জানা গ্যালো যে, আজ রাতে কোন লোককে রাক্ষস খায় নাই। এই ভাবে মাস খানে চইল্যা গ্যালো। রাজপুত্র দিনে ঘুম পাড়ে আর রাতে তলোয়ার হাতে রাজপুরীর মধ্যে বইসা থাকে। মানুষ না খাইবার পায়া ছোটরানী একেবারে শুকায়া গেল। তহন রাজা রানীকে শুকায়া যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলো। ছোট রানী তহন কইলো যে, আমার বাপের বাড়ীত একটা শাড়ী আছে, সেই শাড়ীর জন্য আমার মনটা খারাপ হইয়া গ্যাছে। তোমার দ্যাশে সেই রকম শাড়ী নাই। রাজা কইলো, তোমার বাপ-মার দ্যাশ কোথায়? ছোট রানী কইলো যে, সাত সমুদ্দুর তের নদী পারে আমার বাপ-মায়ের দ্যাশ। রাজা কইলো, সে দ্যাশে তোমার শাড়ী আনবার জায়া কে আবার জানে মরবো।

রানী তহন রাজাক কইলো, রাক্ষস মারার লাইগা যে ছাওয়ালডা আছে সেই ছাওয়ালডাক তুমি কইলে সে হয়তো আইনা দিতে পারবে। রাজা তহন সেই ছাওয়ালডাক ডাকলে এবং সাত সমুদ্র তের নদী পার দিয়া ছোট রানীর দ্যাশে যায়া তার শাড়ী আইনা দিবার কইলো। রাজার আদেশে সেই ছাওয়ালডা শাড়ী আনার লাইগা রওনা দিল। এক বনের মধ্যে দিয়া

সে রওনা হইলো। কিছুদুর যাওয়ার পর সে একজন দরবেশকে দেখবার পাইলো। সোজা সে দরবেশকে কইলো, হুজুর আমি সাত সমুদ্দুর তের নদী পারদিয়া রাক্ষসের দ্যাশে যায়া একটা শাড়ী আনবো, আমাক যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা কইরা দ্যান। দরবেশ তহন কইলো যে আমি তোকে পক্ষী বানায়া দেব, তুই সোজা পূবদিকে উড়তে উড়তে যহন একটা কলাগাছ আলা বাড়ী পাইবি তহন সেই বাড়ীত নাইমা পরবি। সেখানে যায়া দেখতে পারবি যে, এক বুড়ী বইসা আছে। তহন সেই বুড়ীর কাছে যায়া তার মেয়ের ছেলা বইলা 'পরিচয় দিবি। সে তহন তোকে পরীক্ষা করবার লাইগা কতকগুলি লোহার বোট কলাই খাবার দিবে তহন তুই সেই বোট কলাই গোপনে ফালায়া দিয়া এই বোট কলাই খাবি। এই বইলা কিছু বোট কলাই দিয়া তার কপালে একটা ফোটা দিয়া দিল। ফোটা দেওয়ার পর অমনি সে পক্ষী হইয়া উইড়া চললো। বেশ কয়েকদিন উইড়া যাওয়ার পর সে কলাগাছ আলা বাড়ী দেখবার পায়া সেই বাড়ীতে নামলো। বাড়ীর ভিতরে যায়া দেখবার পালো একটা বুড়ী বইসা আছে। সেই বুড়ীর কাছে যায়া সে নিজেকে তার মেয়ের ছাওয়াল বইলা পরিচয় দিল। তহন বুড়ী তাক পরখ করবার লাইগা লোহার বোট কলাই খাইবার দিল। সে গোপনে সেই লোহার ফোট কলাই ফালায়া দিয়া দরবেশের দেওয়া ফোট কলাই খাইয়া ফেললো। কিছুক্ষণের মধ্যে বুড়ীর সাথে তার খুব ভাব হইয়া গেল। সে বুড়ীকে তার মার শাড়ীর কথা কইলো বুড়ী তার মেয়ের শাড়ী দেখায়া দিল। তারপর বোতলের মধ্যে একটা ভোমর দেইখা বুড়ীকে কইলো এই ভোমরটা বোতলের মধ্যে ক্যানো। তহন বুড়ী কইলো, ঐ ভোমরটা তোর মায়ের জনন, ঐ ভোমরটা যেদিন মরবে সেই দিন তোর মা মরবে। তারপর সুযোগ বুইঝা সে সেই পাখী ও ভোমরটার বোতল নিয়া আবার আকাশে উঠলো। কয়েকদিন উঠার পর সে দরবেশের কাছে আইসা পইরা গেল।

দরবেশ তহন তার কপালের ফোটাটা মুইছা দিতেই তারা আবার আগের চেহারা ফিরা পাইলো। তহন দরবেশের দোওয়া নিয়া মায়ের কাছে ফিরা আইলো। তার মার কাছে ভোমরার বোতলটা দিয়া কইলো যে, কোন

যত্নেই যেন এই বোতলটা না হারায় কারণ এই বোতলই ছোট রানীর জীবন। এই কথা কইয়া রাজপুত্র তার মার কাছ থাইকা বিদায় লইলো।

যেদিন রাজপুত্র রাজার কথামত ছোট রানীর শাড়ী আনার জন্য গ্যাল সেই দিন থাইকা আবার রাজ্যের লোককে রাক্ষসে খাওয়া আরম্ভ করলো। যখন ছোট রানী মানুষ খাইতে থাকতো তহন তার শরীল[১] আবার ফিরা গেল। মার কাছে থাইকা বিদায় নিয়া আবার রাজার দরবারে আইসা ছোটরানীর শাড়ীটা রাজার কাছে দিল। এই শাড়ী দেইখা রাজা খুব অবাক হইয়া গ্যালো। ওদিকে রাজপুত্র যখন রাজপুরীতে আইলো তহন ছোট রানীর গায়ে জ্বর আসলো আর সেই রাত থাইকা ছোটরানী আর মানুষ খাইবার না পারা আস্তে আস্তে শুকাইয়া গেল। রাজপুত্র এবার রাজাকে বললো যে, সাতদিন পর রাক্ষসকে মারবে।

রাজা তহন মাঠের মধ্যে রাজপুত্রের কথামত বিরাট একটা ঘর উঠাইল। নির্দিষ্ট দিনে রাজপুত্র তার মার কাছে থাইকা সেই ভোমরার বোতলটা নিয়া আসলো। রাক্ষস মারা দেখবার লাইগা দ্যাশের সব লোক মাঠের মধ্যে আইলো। তহন পুত্র বোতলের ভোমরা বাইর কইরা ঘরের উপরে চইলা গ্যালো। তহন ছোট রানী রাজপুরী ছাইরা সেই মাঠের মধ্যে দৌড়াইয়া গ্যালো। ছোট রানীক দ্যাখায়া সবাইকে কইলো, আপনারা সব রাক্ষস দেইখা যান। লোকজন চায়া দেখলো যে, ছোটরানী দৌড়াতে দৌড়াতে সেই ঘরের দিকে আসতাছে। রাজপুত্র এবার ভোমরার একটা পাও ছিইড়া ফ্যালালো। তহন রানীর একটা ঠ্যাং খইসা গ্যালো। ছোটরানী তহন পইড় পরতে পরতে আসতে লাগলো। কিছুক্ষণ বাদে ভোমরার আরেক ঠ্যাং ছিইড়া দিল। তহন রানীর আরেক পাও খইসা গ্যালো। তার পর ভোমরার আরও দুইটা ঠ্যাং ছিইড়া ফ্যালালো তহন রানীর দুইটা হাত খইসা গ্যালো। যখন দৌড় পাড়তে ঘরের কাছে আসলো তহন রাজপুত্র

১। শরীর।

ভোমরার মণ্ডুটা[১] ছিঁইড়া দিল, তহন ছোট রানীর গলাটা খইসা পইরা গেল।

তহন রাজা সেই বালকের পরিচয় জানতে চাইলে বালক সমস্ত ঘটনা খুইলা কইলো। তহন রাজা তার ছাওয়ালকে বুকে জড়াইয়া ধরলো এবং রাজাকে আনার জন্য লোকজন পাঠাইল। রানী আসার সময় সেই ভিখারী বুড়ীকে সঙ্গে নিয়া আইসা সুখে দিন কাটাতে লাগল।

২। মাড়টা।

ভণ্ড দরবেশের কেচ্ছা

কাহিনী সংক্ষেপ

এক দেশে ছিল এক ডাকাত। সে তার দলবল দিয়ে জায়গায় জায়গায় ডাকাতি করাইয়া যে সমস্ত সোনা-দানা, টাকা-পয়সা পাইতো তার তিন ভাগের এক ভাগ ডাকাতদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া বাকি দুই ভাগ নিজে রাখিয়া দিত। ইহাতে সবাই তাহার উপর রাগ করিত। সেই ডাকাতের প্রধান সাহায্যকারী ডাকাতের নাম ছিল মদু মিয়া। সে এই সমস্ত ভাব দেখিয়া মনে মনে ডাকাতের উপর ভীষণ চটিয়া গেল এবং ডাকাতকে কৌশলে জংগলের মধ্যে ডাকিয়া নিয়া হত্যা করিয়া একটা বাক্সের মধ্যে ভরিয়া এক জায়গায় পুঁতিয়া রাখিল। তারপর সে এক ভণ্ড দরবেশ সাজিয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যে তাহার অনেক শিষ্য হইয়া গেল। শিষ্যরা তাহাদের ওস্তাদ পীরের কবরে একটা বিরাট ঘর তুলিয়া দিল। একদিন অন্য সব ডাকাতরা তাদের পাপের কথা চিন্তা করিয়া সেই দরবেশের কাছে শিষ্য হইবার জন্য আসিয়া দেখিতে পাইলো যে, দরবেশ আর কেহই নয়, তাহাদের মদু মিয়া ডাকাত। মদু মিয়া ডাকাতদেরকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। তখন ডাকাতরা সেই কবর হইতে একটা বাক্স তুলিয়া মদু মিয়ার শিষ্যদিগকে দেখাইয়া বলিল, এই ওস্তাদ পীর আর কেহই নয়, ইহা হইল কুখ্যাত ডাকাত অজয়ের লাশ।

কাহিনী শুরু

এক দ্যাশে আছিল[১] এক ডাকাতের সর্দার। তার নাম আছিল আজর। সে তার দলবল দিয়া ডাকাতি করাইত। আর সব ডাকাতরা ডাকাতি কইরা যে সমস্ত সোনা-দানা টাকা-পয়সা আনতো সে তার তিন ভাগ আমানত রাইখা[২] এক ভাগ তার সাগরাদগারে দিয়া কইতো যে, এই টাকা তার কাছে জোমা থাক্‌বে এবং যহন[৩] দরকার হবে তহন[৪] এই টাকা-পয়সা তাদের দিয়া দিবে। তার ডাকাত-সাগরাদগরে মধ্যে ছিল এক খুউব সাহসী ডাকাত। তার নাম আছিল মদু মিয়া। সে যহন তার দরকারে সর্দারের কাছে টাকা চাইতো তহন সর্দার বলতো, মদু, এ টাকা এহন[৫] দেওয়া যাইবনা, যহন খুউব ঠেকা-ঠেকিত পর্‌বি তহনই পাবি এ টাকা। এই সমস্ত ব্যবহারে মদু মিয়া ডাকাত সর্দারের উপর ভীষণ রাগ করলো। এক দিন সে মনে মনে বুদ্ধি আটলো যে, ডাকাত সরদারকে আইজ একটা মিথ্যা খবর পাঠান লাগবো। তহন সে কয়েকজন ডাকাতকে ডাইকা[৬] বললো যে, আজ আমি ডাকাত সরদারকে পরখ[৭] করবার চাই, এতে তোরা কি কস[৮]? ডাকাতরা বলল, মদু ভাই ভাল কথা কইছো। তা তোমার পরখটা কি তাতো আমাগারে কইবা। তহন মদু মিয়া কইলো, আজ একটা কাজ করতে হবে। তোরা যায়া ডাকাত সরদারকে বলবি যে, বেশ কয়েকজন লোক মদু মিয়াকে ধইরা[৯] নিয়া যাতাছে। মদু মিয়ার কথামত তারা ডাকাত সরদারকে সে খবর দিল। তহন সরদার বললো, তোরা থাকিতে মদু মিয়াকে ধইরা নিয়া যায়। এ আবার কি কথা বললি? এ কথার উত্তরে ডাকাতরা বললো, সরদার, তারা অনেক লোক তাই আমরা তাগারে[১০] আক্রমন করার সাহস পাই নাই। এই কথা শুইনা সরদার একটু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কইল যে, মিছামিছি আর মারা পড়বার চাইনা, এক মদু মিয়া গ্যাছে, কিন্তু তোরা তো আছস। ডাকাত সরদারের মুহে এই কথা শুনিয়া তারা ভীষণ রাইগা গেল কিন্তু তা প্রকাশ পাইবার দিলনা। ডাকাতরা মদু মিয়ার কাছে ফিরা গিয়া মন ভার কইরা বইসা রইল।

১। ছিল ২। রাখিয়া ৩। যখন ৪। তখন ৫। এখন। ৬। ডাকিয়া
৭। পরীক্ষা ৮। কি বলিস ৯। ধরিয়া ১০। তাহাদিগকে।

তহন মদু মিয়া ডাকাতগরে জিজ্ঞাস করলো, কি খবর আনছস? তা তো তোরা কইছস[1] না? তহন ডাকাতরা সমস্ত কথা মদু মিয়াকে খুইলা কইলো এবং সরদারকে মারিয়া তাকে তাদের সরদার করার কথা বললো। এই বার মদু মিয়া বললো, তাহলে তোরা এক কাজ কর। সরদারের কাছে যায়া এবার বলবি যে মাত্র জনা দুই তিনেক লোক মদু মিয়াকে ধইরা নিতাছে। মদু মিয়ার কথামত এইবার ডাকাতরা ঐ খবর দিল। এই খবর পাইয়া ডাকাত সরদার অন্য ডাকাতগোরে সাথে রওনা দিল। বনের মধ্যে দিয়া হাটতে হাটতে তারা এক গভীর বনের মধ্যে চইলা গেল। সেখানে যায়া তারা দেখলো, মদু মিয়া আরাম কইরা বইসা গাঁজা টানতেছে। তহন ডাকাত সরদার কইলো, কি ব্যাপার মদু, তোমাক যারা ধইরা ছিল তারা কোথায়? তহন মদু মিয়া কইলো, সরদার, আপনার আসার কথা শুনিয়া ওরা আমাকে ফেইলা রাইখা ছুট[2] দিছে। সরদার তখন নিজের বাহাদুরির কথা বলতে লাগলো। এমন সময় পিছন থাইকা এক ডাকাত সরদারকে ঘোড়া দিয়া এক ঘা বসায়া দিল। সরদার তহন ঘোড়ার ঘায়ে ছটফট করতে করতে মারা গেল। তহন মদু মিয়া ডাকাতরা সরদারের লাশ একটা বাক্সে ভইরা[3] মাটিতে পুইতা[4] রাখলো। মদু মিয়া তহন চিন্তা করলো, আজ যেমন সরদারকে মাইরা ফেললো, কাল্কে ওরা আমাকে মারবেনা তার কি মানে আছে। এই চিন্তা কইরা সে ডাকাতদের ফাঁকি দিয়া অন্য ঘাটা[5] দিয়া এক গায়ের কাছে গিয়া ভণ্ড দরবেশ সেজে বসে রইলো। একদিন একটা গাছের নিচে বসে বিড় বিড় কইরা কি যেন বলতাছিল। এমন সময় ঐ রাস্তা দিয়া একজন মিয়ালোক যাতাছিল। ঐ মিয়া লোকটা তহন দরবেশের কাছে গেল। দরবেশ তহন ধমক দিয়া কইলো, তুই কি চাস? মিয়ালোকটা তহন কইলো, আপনে দরবেশ, আপনেতো আমার মনের কথা কইতে পারেন। তহন ভণ্ড-দরবেশ খুউব মুশকিলে পড়লো। সে আল্লা আল্লা করতে করতে একটা শব্দ করলো এবং মিয়া লোকটাকে বললো, তোর ছেলে পেলে বাঁচেনা, তাই তোর খুউব দুঃখ, তাই না? মিয়া লোকটির সত্যি সত্যি ছেলে পেলে বাচতো না।

১। বলছিস না ২। দৌড় দিয়েছে। ৩। ভরিয়া ৪। পুতিয়া ৫। রাস্তা।

দরবেশ আরও কইলো যে, তুই পরের বাড়ীত কাজ করিস, কিছুদিন পর আর তোর পরের বাড়ীত কাজ করতে হবে না।

মিয়া লোকটা সত্যিই পরের বাড়ী কাজ করতো। এই সব কতা শুইনা মিয়া লোকটা তার কাছে বর চাইলো। তহন ভণ্ড দরবেশ রাগিয়া উঠিল এবং বললো, হাঁ তুই বর পাবি রে বেটি। তুই বর পাবি, তবে তোকে এক কাজ করতে হবে। তখন মিয়ালোকটা কইলো, বাবা কি কাজ করতে হবে আমাকে? তখন দরবেশ কইলো, সে কথা পরে হবে। তোকে আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার উত্তর সত্যি সত্যি দিবি, নচেৎ আমি তোকে অভিশাপ দিব। তহন ভয়ে মিয়া লোকটি থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কইলো, বাবা, যে কথা আপনে জিজ্ঞাস করবেন আমি তার উত্তর দিব। তহন দরবেশ কইলো, এই গেরামের[১] সব চাইতে ধনী লোকের নাম কি? মিয়া লোকটি তখন কইলো, মুনশী উল্লা খাঁ। তহন দরবেশ মিয়া লোকটাকে তার বেটা পুত্র, বউ, ঘর দরজা এবং কোন বেটা বিয়া করছে, কার কয় ছেলে-পেলে সবই খুটিয়া খুটিয়া জ্যানা[২] নিল। এই সমস্ত জানার কথা মিয়া লোকটাকে কাহাকেও কইতে নিষেধ করলো এবং আরও কইলো যে যদি সে এইসব কথা কাহাকেও কয়, তবে বিরাট ক্ষতি হবে। ক্ষতির ভয়ে মিয়া লোকটা কারো কাছে কোন কথা বললো না, এমন কি তার 'সোয়ামীর[৩] কাছেও না। এই ভাবে বেশ কয়েকদিন চলে গেল। একদিন ঐ ঘাটা দিয়া মুনশী মেহের উল্লা য্যাতাছিল[৪]। তখন দরবেশ মিয়ালোকটার বর্ণনা মত বুঝতে পারলো যে, এই সেই মুনশী মেহের উল্লা খাঁ। মুনসী সাহেব দরবেশকে গাছ তলায় বইসা থাকতে দেইখা গাছ তলার দিকে রওনা হলো। কারণ মনশী সাহেব ছিলেন খোদা ভক্ত লোক, তাই পীর-দরবেশকে সুনজরে দেখতেন। মুনশী সাহেবকে দেইখা দরবেশ চোখ বন্দ কইরা কইলো, কি চাস মুনশী মেহের উল্লা সাহেব? দরবেশের মুখে তার নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। এদিকে দরবেশ বুঝতে পারলো যে, তার অনুমান ঠিক হয়েছে। তহন সে তার ছাওয়াল মিয়ার নাম বলতে

১। গ্রামের ২। জানিয়া ৩। স্বামীর ৪। যাইতেছিল।

জাগলো এবং কোন ছাওয়ালের নাম কি তা বলতে থাকলো। এই সমস্ত কথা শুইনা মুনশী আরও অবাক হলো এবং সে মনে মনে বললো যে, এইবার সে ঠিক আসল দরবেশ পাইছে। তহন মুনশী সাহেব তার কাছে মুরীদ হওয়ার কথা বললেন। তহন দরবেশ বললো যে, যদি তুই আমার ওস্তাদ কেবলার কবরে একটা ঘর পাকা করে দিতে পারিস এবং আশে-পাশের পাঁচ গায়ের লোককে প্যাটভরে[১] খাওয়াতে পারিস তবেই তোকে আমি আমার শিষ্য করতে পারি। তা ছাড়া আমি তোকে শিষ্য করবোনা। কারণ তুই তো জানিস দুনিয়ার বাহাদুরী দুইদিনের। তাই যদি এই দুনিয়ার জন্যে তুই ধন দৌলতের দিকে চাস তবে আখেরাতে আল্লার কাছে কিছুই জবাব দিতে পারবি না, তাই তোকে এই কাজ করতে হবে। মুনশী সাহেব দরবেশের কথায় রাজী হলো। দরবেশের কথামত তার ওস্তাদ পীরের কবর পাকা কইরা দিলেন এবং একটা বিরাট ঘর তুইলা দিলেন। দরবেশ তখন পাঁচ গেরামের লোকজনকে দাওয়াত করিয়া খাওয়ান করাইয়া তাকে মুরীদ হওয়ার জন্য বললো। নিরদিষ্ট দিনে লোকজনকে খাওয়াইয়া তাদের সম্মুখে দরবেশ বাবাজীর শিষ্য হইলেন।

দ্যাশের বহু লোকজন এই দরবেশের কেরামতির কথা জাইনা[২] গ্যাল। সেইদিন হইতে দরবেশ জংগলের মধ্যে তার ওস্তাদ পীরের রওজায় থাকে এবং ভক্তরা পরতেক[৩] দিন তার জন্য নানা নানা ধরনের খাবার টাকা-পয়সা নিয়া আসে এবং দরবেশ বাবাকে দিয়া দেয় করাত বলে। দরবেশ বাবাজী তখন চোখ বুইজা বির-বির করিয়া কি জানি বলে। এই ভাবে দরবেশ বাবাজীর আগের কামাইয়ের[৪] চাইতে এখনকার কামাই অনেক বেশী হতে থাকলো। এ জন্য তার দিন খুউব সুখেই য্যাতাছিল[৫]। হঠাৎ একদিন দরবেশ বাবাজী যে সমস্ত ডাকাতগারে ফাঁকি দিয়ে পালায়ে আছিল তারা গভীর বনের মধ্যে এক দরবেশের খোজ পাইল। তহন তারা সবাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো আর তারা ডাকাতি করবে

১। পেটভরে ২। জানিয়া ৩। প্রতিদিন ৪। রোজগারের ৫। যাইতে ছিল।

না। আজ তারা সবাই দরবেশ বাবাজীর কাছে যায়া মুরীদ হবে। ডাকাতরা সবাই দরবেশের কাছে গ্যাল। যায়া দেখে দরবেশ আর কেউইনা তাদের সেই মদু মিয়া, যাকে তারা আদত ডাকাত দলের সরদার বানাই ছিল।

তহন তারা সবাই বলে উঠলো, মদু মিয়া এত দিন ডাকাতি কইরা মানুষের অন্যায় করছো আবার এহন ভণ্ড দরবেশ সাইজা ধোকা দিতাছো। যেই মাত্র এই কথা কইছে ওমনি মদু মিয়া দিছে দৌড়। ডাকাতরা কিন্তু মদুমিয়াকে তাড়ায়া নিয়া গেল আর কিছু ডাকাত কবর খুড়া তাদের ডাকাত সরদার অজয়ের লাশ[১] সুমস্ত[২] সেই বাক্সটি বাহির কইরা মদু মিয়ার ভক্তদের দেখালো। এই দৃশ্য দ্যাখা মুনশী মেহের উল্লা খাঁ কপাল ছাপরাইতে লাগলো এবং বলতে লাগলো যে, ভণ্ড দরবেশের কথায় তার সমস্ত সহায় সম্পত্তি বিলায়ে দিয়া পথের ফকির হইছে। ডাকাত দল মুনশী সাহেবের কথা শুইনা বড় দুঃখ করিল এবং তাকে সান্ত্বনা দিয়া চইলা গেল।

১। মরদেহ ২। সহ।

কুঁইড়ার কিচ্ছা

রূপকথাটি সংগ্রহ করেছেন অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবদুর রব খান, সাহাপাড়া, দক্ষিণ কালিকাপুর, পটুয়াখালী। সংগৃহীত হয়েছে জনাব আবদুর রাজ্জাক বালী, গ্রাম-গুয়াবাড়িয়া, থানা-হিজলা, জিলা-বরিশাল-এর কাছ থেকে। সংগ্রহকাল ১৯৭১ ইং।

কাহিনী সংক্ষেপ

একটি সাপকে আশ্রয় দিয়ে একটি ছেলে একটি শ্রী আংটি লাভ করল। আংটির বদৌলতে তার আর্থিক অবস্থা ফিরে গেল। তারপর কতগুলো শর্ত পালন করে বাদশার মেয়েকে বিয়ে করল। কোতোয়ালের ছেলের সাথে তার ভালবাসা ছিল। অতঃপর আংটিটি হস্তগত করে তারা দূর দেশে চলে গেল। তখন তার উপর চাপ আসল। সে গৃহত্যাগ করল। একটি ইঁদুর, বিড়াল এবং কুকুরকে কিনে পুষতে লাগল। বিড়ালটি গণনার সাহায্যে প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে তিন জনে বের হল। তারপর অনেক কষ্টে আংটিটি উদ্ধার করে এনে মালিককে দিল। এরপর বাদশার কথানুযায়ী আংটির সাহায্যে সে তার স্ত্রী এবং কোতোয়ালের ছেলেকে এনে দিল। বাদশাহ ওদের জীবন্ত পুঁতে ফেলে তার ছোট কন্যাকে ওর কাছে বিয়ে দিল।

কাহিনী শুরু

এক দেশে এক মাতারী[1] আছিল। হেই মাতারীর এক পোলা আছিল। পোলায় আছিল একটু কুঁইড়্যা[2]। অরা আছিল খুব গরীব। অর মায় কোন রহম খরাত-টরাত কইর‍্যা আনে, ঐয়া দিয়া কোন রহম খায়।

তহন একদিন অর মায় কয়, তুই মাইনষের বাইত গিয়া গরু-টরু রাইখ্যা ওত দুগগা ভাত খাইতে পারত। আমি আর কত তোরে খরাত কইর‍্যা খাওয়াইম।

তহন অয় এক বাইতে গিয়া গরু-টরু রাখে আর খায়। এই ভাবে এক দেড় বছর গেল। তানে একদিন ঐ গরু লইয়া একটা বাগানের মইদো গেল ঘাস খাওয়াইতে। তহন অয় চাইয়া দ্যাহে কি, একটা অজগর হাপ আইতে আছে। ঐয়া দেইখ্যা অয় ওরে কি করব না করব ঠায়র দিশা পায়না। তহন চাইয়া দ্যাহে এক গারলী[3] সাপটারে দৌড়াইয়া আইতে আছে। যহন হাপটা অর সাম্‌নে আইল, তহন আল্লার হুকুম মত হাপটার যবান খুইল্যা গেল। তহন হাপটায় অরে কয়, ভাই তুই আমারে বাঁচা।

তহন অয় ডরের চোডে কয়, এইডা কি হাপ না অন্য কিছু। হাপে আবার কথা কয়। হাপটায় আবার কইল, ও ভাই, তুই আমারে বাঁচা, তোরে এমন একটা জিনিষ দিম তুই বইয়া বইয়া খাইতে পারবি। তোর কোন কাম করণ লাগব্‌না, তানে অয় কয়, কেমনে তোমারে বাঁচাম ?

তহন হাপটায় কয়, তোর গরুর দড়িগুলি পেচাইয়া রাখ। আমি বিড় পাহাইয়া থাহি। তুই দড়িগুলি আমার উপর দিয়া বইসা থাক।

তহনে হাপটায় বিড় পাহাইল। অয় দড়িগুলি দিয়া হাপটার উপরে বইল। যহন গারলী আইয়া জিগায় যে, এহান দিয়া একটা অজগর যাইতে দেখছত,

---

১। মেয়ে লোক ২। আলসেমী ভাব-কাজকর্ম করতে চায়না বা পারেনা।
৩। যারা সাপ ধরে এবং সাপের বিষ নামায়।

তহন অয় কয়, অজগর-উজগর আমি চিনি না। তহন পারুলী চলিয়া গেল। তহন হাপটায় জিগায়, ভাই কতদূর গেছে। তহন অয় কয়, বেশী দূরে যায় নাই। তনে আবার জিগায়, কতদূর গেছে। তহন অয় আবার কয়, অনেকদূর গেছে। তনে হাপটায় কয় এ্যাল্লা তুমি ওড।

তহন অয় উঠল। তহন হাপটায় কয়, তুই আমার লেংগুর[১] দইর‍্যা টান দে। যত জোরে পারছ। দেখবি একটা আংটি পড়ব, ঐ আনডি-ডারে যা কবি হেয়াই ঐব। আর হেইয়াই করিয়া দিব। এই কথার পর অয় হাপটার লেংগুর ধরিয়া দিল টান। টান দেওয়ার লগে লগে একটা ছিরি আন্ডি লেংগুর তনে বাইর ঐয়া আইসা পড়লো। তনে হাপটায় গেল গা। অয় আন্ডি লইয়া গেল গা। তানে অয় মনে মনে চিন্তা করে যে আন্ডিডা আনলাম, কিন্তু দেখলাম না কি অয় না অয়। তহন আন্ডিডা কয়, ভাই আমি এহন তোমার। তুমি যা কও হেইয়াই আমি করতে রাজী।

তহন অয় একদিন বাইত গিয়া অর মারডে কয়, মা এই ব্যাপার। তহন অর মায় কয়, হেইলে একদিন জিগাইয়া দেখনা।

তহন দিন গিয়া রাইত ঐল। তহন অয় কয়, ভাই আনডি, আগে আছিলে কের? বোলে আগে আছিলাম অজগরের‍্ কলে, এহন? এহন তোমার। আমার ঐলে আমি ত গরীব মানুষ। আমারে কিছু টাহার যোগাড় করিয়া দেও। তহন আংডিডায় কিছু টাহা আনিয়া দিল। অয় ঐ টাহা দিয়া চাউল-পাত আনল। আর কিছু গরু-ছাগল কিনিয়া আনল। এই রহম ভাবে আচতে আচতে অর অবচ্‌তা ভাল ঐয়া গেল।

তহন একদিন অয় কয়, ভাই আনডি আগে আছিলি ক্যের? বোলে, আগে আছিলাম অজগরের। বোলে এহন? এহন তোমার। আমার ঐলে, আমার বাইতে ঘর দরজা, কাচারী, পুস্‌করণী কাটাইয়া বাদ্‌শার বাড়ীর মত করিয়া দেও।

১। লেজ।

তহন ঐ আনভিতায় সব করিয়া দিল। এইয়া দেইখ্যা মাইন্‌ষে কয়—আরে অয় আছিল কি গরীব। এহন অর বাইতে এত কিছু ঐল কেমনে? তহন অয় একদিন চিন্তা করে, আল্লায় যা করে বাদশার মাইয়া বিয়া করুম। এই চিন্তা কইর‍্যা অয় ঘটক বিচ্‌রাইতে লাগল।

তহন ঐ দ্যাশে আছিল এক আরবান আলী করিয়া নাম, খুব নাম করা ঘটক। তহন অয় একদিন ঐ ঘটকের কাছে গেল। গিয়া কয়—ভাই আরবান আলী, তুমি একটা কাজ করবা? তহন ঘটক কয়, কি কাজ? অয় কয়, আমি রাজার মাইয়া বিয়া করুম তুমি ঘটকালি করবা।

তহন ঘটক হুইনা কয়, আরে ভাই তোর মাথা খারাপ ঐছে? তহন অয় কয়, কি কও রাজার মাইয়া বিয়া করুম—এইডা মাথা খারাপ কি? তুমি যাও। ঘটক কয়, ভাই যাইমও ঠিকই। রাজায় আবার কোনডা কয় না কয়। তানে অয় কয় যা কইব হেইয়াতেই রাজী ঐবা। তহন ঘটক মনে মনে চিন্তা করে, অয় কি কিছু পাইছে টাইছে নাকি কে জানে? তানে ঘটকে কয়, ঠিক আছে যাইম।

তহন একদিন ঘটক বাশ্‌শার বাড়ী গিয়া কয়, মহারাজ, আমনের খান্দান আমার গর্দান। আমি আমনের মাইয়ার বিয়ার ঘটকালী লইয়া আইছি। তানে রাজায় কয়, কোর লগে? তহন অয় কয়, ঐ কুড়িয়ার লগে। বাশশায় হুইনা রইছে চাইয়া। অয় ত ডরে কাঁপতে আছে। তহন বাশ্‌শায় কয়, তুমি যাও, আমি একটু চিন্তা করিয়া দেহি।

এই কথা হুইনা অয় মনে মনে চিন্তা করে, আইজ ত বাঁচলাম। অয় কাঁপতে কাঁপতে রাস্তা দিয়া আইতে আছে। এদিকে অয়ও পথের দিগে চাইয়া রইছে। যহন অর সামনে আইল তহন জিগায়, কি খবর ভাই আরবান আলী? তহন অয় কয়, ভাই আইজ ত বাঁইচ্যা আইছি। আর কোন দিন ঐ কথা কইবানা।

তহন অয় কয়, আরে বেডা কি ঐছে, এত ডরাস কেয়া? তহন অয় বাইত গেল গা।

চাইর পাঁচ দিন যাওয়ার পর একদিন রাজায় কয়, আমার মাইয়া বিয়া দিতে পারি এক শর্তে। আমার বাড়ীর তনে অর বাড়ী তমাইত যদি টাহা, আটআনা, সিহি দোয়ানী দিয়া উস্তা[১] বান্দাইয়া দিতে পারে হেইলে আমার মাইয়া বিয়া দিতে পারি। এই কথা হুইনা আরবান আলী—

হের পাঁচ-ছয় মুরছা নি খাইয়া
আরবান আলী রইছে চাইয়া
খোদার আছে কাম
আল্লার আছে মর্জি
তে পথে বইয়া রইছে
কাছা ছাড়া দরজী।

এহন আরবান আলী আডে আর চিন্তা করে, এইয়া অয় পারব না, আর রাজার মাইয়াও বিয়া করতেও পারব না। আরবান আলী ত আধা-মরা কোন রহম অঁাটিয়া আছে। একপাও আউগায়[২] এক পাও পাউছায়[৩]। আর এদিগে অয় রইছে চাইয়া। দ্যাহে, আরবান আলী কাঁপতে কাঁপতে আইতে আছে। যহন সামনে আইল, কি রে ভাই তোর অইছে কি ? তহন অয় কয়, আর কইয়োনা ভাই, রাজায় যা কইছে হেইয়া তুই পারবিনা। তহন জিগায়, আরে কি কইছে ভাল করিয়া ক দেহি। তহন অয় কয়, রাজায় এক শর্ত জুইড়্যা দিছে। তহন অয় কয়, কি শর্ত ক দেহি। হেরপর অয় কইতে আছে—রাজায় কইছে, যদি এই সমবার তনে-শুককুর বারের মইদ্যে হোর বাড়ী তনে তোর বাড়ী তমাইত[৪] টাহা আধলী সিহি দোয়ানী দিয়া রাস্তা বান্দাইয়া দিতে পারলে হেইলে তোর কাছে মাইয়া বিয়া দিব।

তহন অয় হুইনা কয়, এ্যার লাইগ্‌গা এত চিন্তা করছ ? অয় মনে মনে চিন্তা করে, অয় এইয়্যা কেম্‌নে পারব ?

কুইড্যায় করল কি, বাইতে গিয়া আনডির কাছে জিগায় যে, আনডি আমারে রাজার বাড়ীর তনে আমার বাড়ী তমাইত টাহা-আধলা সিহি

১। রাস্তা ২। অগ্রসর হয় ৩। পশ্চাৎ দিকে যায় ৪। পর্যন্ত।

দোয়ানী দিয়া রাস্তা বান্দাইয়া নিতে ঐবে। তহন আনভিতে কয়, এইয়া মাত্র এক দিনের কাম। ঘটক হইনা মুর্ছা খাইয়া পইড়া গেল। এদিগে যহন সমবার দিন গিয়া হাইত ঐল, হেরপর দুইডা লোয়া লইয়া ঘষা দেওয়া মাত্র কতগুলি দেও-দানব আইয়া পড়ল, আইয়া কয় মহারাজ, কিসের জইন্য আমাগ বোলাইছেন? তহন অয় কয় যে, আমারে বাশ্শার বাড়ী তনে আমার বাড়ী তমাইত টাহা-আধলা সিহি দোয়ানী দিয়া রাস্তা বান্দাইয়া দিতে ঐবে। তহন অয় কয় যে, মহারাজ এইয়া মাত্র পাঁচ মিনিটের কাম।

এক রাইতের মইদ্যে রাস্তা বান্দা ঐয়া গেল। ব্যাহানে[১] দ্যাহে যে রাস্তা বান্দা কম্‌পিলিট, তহন বাশ্শায় মনে মনে চিন্তা করে যে অয় আমার মাইয়া নিব।

তহন উজিরেরে বোলাইয়া কয়—উজীর এহন কি করি। উজীরে কয়, মহারাজ, এহন তমাইত কি ঐল। এদিকে আরবান আলী দেইখ্যা ত মহা-ফূর্তি। এইবার বাশ্শায় মাইয়া না দিয়া যাইব কই? আহাদিনও যেইম্‌নে যাউক আর না যাউক।

আইজ্‌জ আরবান আলী যান আর পথের দিকে চান,
বাশ্শার বাড়ী গিয়া দিল দরশন।

গিয়া কয়, মহারাজ, আমানের খান্দান আমার গর্দান। মহারাজ, বিয়ার তারিখ দেন। মহারাজে কয়, এই আরবান আলী, এত হক্‌কালে কি ঐল।

তহন আরবান কয়, কি ঐছে মহারাজ আমনে যা কইছেন হেইয়াই ত করছি।

তহন বাশ্শায় কয়, আরবান আলী আর একটা কথা। আমার বাড়ী অর বাড়ীর মইদ্যে একটা সয়বরী[২] কাডাইয়া হেইয়ার মইদ্যে দুধ দিয়া পোজাই[৩] করা লাগ্‌ব। যদি এইয়া পারে হেইলে আমার মাইয়া বিয়া দিতে রাজী আছি।

১। সকালে। ২। সরোবর-বা দীঘি ৩। ভরিয়া দিতে হইবে।

আরবান আলী এই কথা হুইন্যা গেছে আধা মরা ঐয়া। কোন রহম এক পাও দুই পাও করিয়া বাশ্‌শার বাড়ী তনে বাইর ঐয়া রাস্তায় আইয়া পড়িয়া গেল। এদিগে কুইড্যার চাইয়া দ্যাহে আরবান আলী রাস্তায় পইড়া গেছে। তহন অয় দৌড় দিয়া গিয়া কচুপাতা করিয়া পানি আনিয়া অর মাথায় দিয়া জিগায়, কি আরবান আলী কি খবর? তহন কয়, আর কইছ না, এই আমিও গেছি আর তুইও গেছত।

আরে বেডা কি ঐছে ক দেহি। তহন অয় কয়, বাশ্‌শায় কইছে তোর বাড়ী আর বাশ্‌শার বাড়ীর মইধ্যে সরবরী কাডাইয়া হের মইধ্যে দুধ দিয়া ভইরা দিতে ঐব। হেইলে তোর কাছে মাইয়া বিয়া দিব। এই কথা হুইনা অয় কয়, আরে বেডা এইয়ার লাইগ্‌গা এত কি চিন্তা করছ?

তহন আরবান আলী মনে মনে চিন্তা করে, টাহা-পয়সা হয় অইল। কিন্তু এত দুধ পাইব কই? থাকতে পারে তার কাছে টাহা পয়সা কিন্তু দুধ পাইব কই? তহন অরে হইয়া বাইতে আইয়া গরম ভাত খাওয়াইয়া থুইছে হোয়াইয়া। তহন অয় আনডির কাছে কয়, এহন কি উপায়? তহন আনডি কয়, কি চিন্তা কর এই কথা হুইনা—আল্লার নাম লইয়া বিহানে উইট্যা আরবান আলী দুগগা ভাত খাওয়াইয়া দিল বাশ্‌শার বাড়ী পাডাইয়া।

আস্তে আসে যায়, আরবান ত্বড়িতে গমন
বাশশা বাড়ীর গিয়া দিল দরশন।

বাশ্‌শায় কয়, মহারাজ তারিখ দেন কবে সরবরী কাডাইম। তহন বাশ্‌শায় কয়, আগামী শুক্‌কুরবার ঐতে সমবারের মইদ্যে। এই কথা আরবান আলী কইল পর অয় রাইতে স্ত্রী আনডির কইল। এহন কি করি। তহন আনডি কয়, আমার কাছে কিছু না। শক্তি আমনের কাছে। তহন অয় ঐ লোহা দুইডা ঘষা দেওয়া মাত্র যত দেও দানব আইসা কয়, মহারাজ, কি করতে ঐব। তহন অয় কয় রাজার বাড়ী আর আমার বাড়ীর মইদ্যে একটা সরবরী কাডাইয়া দুধ দিয়া ভরতে ঐব। এই কথা হুইনা কয়, মহারাজ এইয়া এক রাইতের কাম। আমনে আমাগ লাইগ্‌গা দুগ্‌গা

খের যোগাড় করেন। এই কথা কইয়া অরা মাইগগা গেল সরবরী কাটতে। অর্ধেক রাইতের মইধ্যে সরবরী কাটা শ্যাষ কইর‍্যা আইয়া কয়, মহারাজ,দেন দেহি দুগ্‌গা খই-টই খাইয়া লই। তহন খাই আবার মোলা করল দুধ আনতে। হারা দেশে যত গাই আছিল সব দুধ দোয়াইয়া আইনা সরবরীতে হালাইল। দুধে সরবরী ভইর‍্যা ঢেউর চোডে কাঁচার[১] উপরে দিয়া পইর‍্যা যায়। যহন ব্যাহান ঐল তহন বাশ্‌শায় চ.ইয়া দ্যাহে —কুইড়ার বাড়ী দেহা যায় না। সরবরীর কাঁচ এত উচা। বাশ্‌শায় উজিরেরে বোলাইয়া কয় উজীর, কেমন ঐল মাইয়া ত এইবার দিয়া দেয়ান লাগব। এদিগে আরবান আলী ঘোমের তন উইট্যা দেহে বাশ্‌শার বাড়ী দেহা যায় না। তহন অর কাছে জিগায়, এইয়া করছত কি? তহন অয় কয়, আরে ব্যাডা কথা কইছনা। তারা তামোইতে বাশ্‌শার বাড়ী যা। অয়—বাছ দুগ্‌গা গরম ভাত নি খাইয়া বাশশার বাড়ী ম্যালা করল। আস্তে আস্তে যায় আর আল্লার নাম লয়। গিয়া কয়, মহারাজ মাইয়া দেন, বিয়ার দিন তারিখ ঠিক করেন।

বাশ্‌শায় কয়,আরে আরবান আলী, তুমি যাইয়া কও আমার মাইয়ারে এই গেরামডা লেইখ্যা দিতে ঐব। তহনে অয় কয় মহারাজ, এহন এইয়া কন আগে, আগের কাম কন পরে পরের কাম আগে। এইয়া তো মোডে এক দিনের কাম। বাশশাও আইজ আর বেশী রাও[২] -চাও করে না। আরবান আলী আইয়া কয়, এই রহম কইছে বাশ্‌শায়। অয় হুইন্যা কয়, আরবান আলী কিন যত টাহা লাগে। এক টাহারডা দশ টাহায় কিন। অয় বাছ রাইতে শ্রী আনডিরে কয়, আমারে টাহা আইনা দেও। হেরপর দিন কিনা ধরল। কিনতে কিনতে দুই তিন গেরাম কিইন্যা হালাইলে আরবান আলীরে কয়, বাশশার বাড়ী তারিখ ঠিক কইর‍্যা আহ। আরবান যাইয়া তারিখ লইয়া আইল। আগামী শুককুর বার দিন বিয়া। আগামী শুককুর বার আইল আর বাশশার বাড়ী বিয়ার ধোম-ধাম আরম্ভ ঐয়া গেল। বিয়া-সাদী ঐয়া গেল। হউর বাড়ী বেড়াইতে আছে। তহন একদিন দ্যাহে কোতপালের[৩] পোলার লগে কন্যার ছিল ভালবাসা।

১। পুকুরের পাড় ২। সাড়া-শব্দ। ৩। কোতোয়ালের।

হারাদিন একটা বাক্সের মইদো রাহে। আর রাইতে কথা কয় আলাপ সালাপ করে। এইয়া নি অয় দেইখ্যা পরদিন ব্যাহানে গিয়া কয়, মহারাজ —এত দিন ত বেড়াইলাম, এহন আমারে বিদায় দেন, বাইত যাই। তহন বাশশায় কয়, ঠিক আছে যাও। তহন পালকী টালকী আইনা রেডী করল।

তহন অয় কয়, মহারাজ আমার একটা কথা। কি কথা ? আমারে এই বাক্সডা দেয়ন লাগব। বাশশায় কয়, একটা বাক্স নিবা হেইয়া আবার জিগান লাগে। তহন ঐ বাক্সডা লোকজন দিয়া অর বাইতে পাডাইয়া দিল। আর কন্যারে ও পাল্‌কী দিয়া পডাইয়া দিল। তহন অর বাইতে থাহে। একদিন কন্যায় কয়, আমনের আতে ঐ যেন একডা আনডি, ঐ আনডিডা আমার আতে দিন। বাশশার মাইয়ায় ত দেইখ্যা চিনছে। তহন এইরহম দুই তিন দিন কইশ্বে মতন—অয় বাছ খুইয়া দিল। তহন একদিন রাইতে মনে মনে কন্যায় চিন্তা করে এই আনডিডা ঐ কোন কিমমতি[১] আনডি, আমার জীবনেও এই রহম আনডি দেহি নাই। আমার বাহে বাশশা, হের আতেও এই রহম আনডি দেহি নাই। দেহি একটু পরীক্ষা করিয়া। তহন অয় জিগায়, অনডি আগে আছিলা ক্যের ? কয় যে কুইড্যার। এহন ? এহন আমনের। তহন কন্যায় বুঝল যে, এইয়ার মইদ্যে কিমমতি আছে। তহন কোতপালের কাছে কয়— আমারে কুইড্যার কাছে বিয়া দিছে কিন্তু কুইড্যা নামডা ত আর ডাহে না। লও, তুমি আমি এই দ্যাশ ছাইড্যা চইল্যা যাই। আসল জিনিস পাইছি। অয় বাছ করল কি, আনডিরে কইল, আনডি আগে আছিলা ক্যের ? কয় কুইড্যার। বোলো এহন ক্যার ? কয় যে এহন আমনের। বোলে আমার ঐলে এই দেশের তনে গিয়া তেছরা মুল্লুকে-ঘরবাড়ী দালান কোডা কইর‍্যা দিবি। এই কতা কইছে মতন অগ ঐ মুল্লুকে নিয়া দিল। আর দালান-কোডা ঘর বাড়ী কইর‍্যা এইককারে ফিটফাট কইর‍্যা দিবি।

এদিগে ব্যাহানে উইট্যা অয় বউ টউ কিছুই দ্যাহেনা। আর বাক্সর মোইদ্যো কোতয়ালের পোয়ারেও দেহে না। তহন দৌড় দিয়া আরবান

১। অলৌকিক ক্ষমতাযুক্ত।

আলীর কাছে গিয়া কয়, ব্যাডা এহন কি করি। আরবান আলী কয়, এই-য়ার ব্যবস্তা আমার কাছে নাই। অয় এহন মাথা খারাপের মত করতে আছে। বাশশায় হুইনা কয়, আমার মাইয়া কি করছে, আমার মাইয়া দিতে ঐব। এই ভাবে কয়েকদিন গেল। অয়, এহন পাগলের মত ঘোরে। একদিন কিছু টাহা পয়সা লইয়া ম্যালা করছে। তহনে যাইতে যাইতে দ্যাহে কতডি ছ্যামড়া। একটা উনদুর দইর‍্যা মারতে আছে।

তহন অয় গিয়া কয়, কিরে ছ্যামড়ারা, তোরা এই উনদুরডারে মারছো কেয়া? এইডা আমার কাছে বেইচ্যা হালা। তহন অরা কয় কি, উনদুর কিনবা?

অয় কয়, কত দাম চাছ? তহন অগ মইদ্যে এক ছ্যানড়ায় আছিল চালাক, কয় একটা টাহা দিবেন। অয় একশ টাহা দিয়া উনদুরডা কিইন্যা আবার ঐ হানতন ম্যালা করল। যাইতে যাইতে আবার দ্যাহে কি, এক ব্যাডায় একটা লুইমা[1] বিলাই দইর‍্যা মারে। এইয়া অয় দেইখ্যা কয়, এই মিঞা এইভাবে বিলাইডারে মারেন কেয়া? বিলাইডা আমার কাছে বেইচ্যা হালান। কয় টাহা দাম চান? ব্যাডায় কয়, একশ টাহা। তহন অয় একশ টাহা দিয়া বিলাইডারে কিইন্যা আবার ঐহ'ন তনে ম্যালা করল। আবার যাইয়া দ্যাহে কতডি ছ্যানড়ারা একটা কুত্তা দৌড়াইতে আছে। অয় এইয়া দেইখ্যা কয় কিরে ছ্যামড়ারা, তোরা কুত্তাডারে দৌড়াছ কেয়া? আমার কাছে বেইচ্যা হালা। কয় টাহা দাম চাছ? তহন অরা কয়, একশ টাহা দিবেন। আবার একশ টাহা দিয়া কুত্তাডা কিইন্যা লইয়া ম্যালা করল। যাইতে যাইতে একটা আডের মইদ্যে যাইয়া ঐহানে একটা ঘর ভাড়া করিয়া থাহে। আর কুত্তা, বিলাই, ইনদুর পালতে পালতে অগ পোষ লওয়াইয়া হালাইছে। তহন অরা দ্যাহে যে, অগ পালক একটু কেমন জানি চিন্তা ভাবনার মইদ্যে আছে। তহন অরা গুনার পনা গইন্যা দ্যাহে অগ পালক বাশশার মাইয়া বিয়া করছিল। হেই মাইয়া কোতপালের পোর লগে অমুক দ্যাশে গিয়া থাহে। আর একটা হেকমতি

১। লোভী বিড়াল

আনডি আছিল। হেই আনডিডা লইয়া গেছে। এই গনা গইনা অরা পালের কাছে না কইয়া ম্যালা করল। যাইতে যাইতে দ্যাহে সামনে একটা নদী। তহন অরা কয় আরে ভাই। এই নদী পাড় ঐম কেমতে? উনদুরডায় কয়—ভাই, আমি যদি নদীর মইদ্যে নামি হেইলে আমারে মাছে খাইয়া হালাইব। বিলাইডায় কয়, আমিও যদি নামি হেইলে আমারে ওত খাইয়া হালাইব। তহন কুত্তাডায় কয়, হেইলে এক কাম কর, আমার উরপে বিলাই ওড, বিলাইর উরপে উনদুর ওড। তহন অরা এই রহম কইর‍্যা নদী হাতরাইয়া ওপাড় গেল। যাইতে যাইতে ঐ কন্যা আর কোতপালের পোয় যেইহানে থাহে—হেইহানে গেল। তহন একদিন বিলাইডায় যাইয়া দ্যাহে যে কন্যা ঐ শ্রী আনডিডা মোহের মইদ্যে লইয়া ঘুমায়। তহন অয় আইয়া কইল এই রহম ব্যাপার। ভাই হেইলে এক কাম কর, উনদুরডায় কয়—আমার লেংগুরও চিহন। যহন অরা ঘুমাইত তহন আমি গিয়া কন্যার নাহের মইদ্যে লেংগুর দিম। দিলে কন্যায় আঁচি[১] দিয়া ওঠব। আর অমনেই আনডিডা পইড়্যা যাইব। বিলাই ভাই তুমি আনডিডা লইয়া দৌড় দিবা। এই বুদ্ধি কইর‍্যা অরা আল্লাহর নাম লইয়া ম্যালা করল। যহন বাড়ীর সামনে গেল তহন উনদুরডায় কয়, এই বাইতে যদি বিলাই থাহে হেইলেত আমারে দেখলে খাইয়া হালাইব। তহন বিলাইডায় গিয়া দ্যাহে যে একটা মোডা বিলাই। তহন অয় কুত্তাডারে কয়, আমি বিলাইডারে দৌড়াইয়া আনুম, তুমি ঐডারে কামর দিয়া দইর‍্যা মাইর‍্যা হালাইবা। তহন বিলাইডায় গিয়া ঐ বিলাইডারে দৌড়াইয়া আনল। আর অমনেই কুত্তাডায় দইর‍্যা আছড়াইতে আছড়াইতে[২] মাইর‍্যা হালাইল।

তহন উনদুরডায় আর বিলাইডায় গিয়া ঘরের বেড়ার লগে বইয়া রইছে। যহন দ্যাহে অরা গভীর নিদ্রা আইছে তহন উনদুরডা আল্লার নাম লইয়া গিয়া কন্যার নাহের মইদ্যে দিছে লেংগুর। আর অমনেই কন্যায় একটা আঁচি দিছে, দিছে মতনই আনডিডা গেল পইড়্যা, আর বিলাইডায় আনডিডা লইয়া আইজও দৌড় কাইলও দৌড়। তহন আনডি

১। হাঁচি। ২। আছাড় দিতে দিতে।

লইয়া তিনজনে ম্যালা করছে। তহন উনদুরডায় কয়, ভাই আনডিডা আমার কাছে দেও। যদি কেহ দ্যাহে হেইলে আমি দৌড়াইয়া একডা অদের[১] মইদ্যে যাইতারুম। তোমরা তো আর হেইয়া যাইতে পারবানা। তহন অরা দুইজনে চিন্তা কইর‍্যা আনডিডা দিল। আবার আইতে আইতে ঐ নদী পড়ল। তহন উনদুরডায় কুত্তাডারে কয়, ভাই এইবার আনডিডা তুমি লও। আমি ঐল্লাম উনদুর, আমারে যদি মাছে লইয়া যায়। তহন কুত্তাডায় আনডিডা লইল। যাআনের সময় যেই রহম নদী পার ঐছে হেই রহম নদী পার ঐল। যহন এ পাড় আইয়া ওঠল-আর কতগুলি ছ্যামড়ারা দেইখ্যা লইল দৌড়ানী। উন-দুরডায় করল কি, আনডিডা থাবা দিয়া লইয়া একটা কাইচ্যার ছোঁপার বোগলে[২] আছিল একটা অদ, ঐ অদের মইদ্যে গিয়া পলাইয়া রইল। বিলাইডায় গিয়া ওঠল একটা গাছে। আর কুত্তাডায় লইল দৌড়ানী। তহন ছ্যামড়ারা কতক্ষণ দৌড়াইয়া অরান ঐয়া গেল গা। বিলাইডায় চাইয়া দ্যাহে কেঐ নাই। তহন গাছের তন নাইম্যা আবার তিনজনে ম্যালা করল। আইতে আইতে ঐ অর কাছে আইল, অয় অগ দেইখ্যা লইছে কান্দন। কয়, তোগ এত আদর কইর‍্যা পালতাম। তোরা আমারে ছাইড়্যা কই গেছিলি? আমার সব গেছে, তোগ লইয়া আমি আছিলাম। তোরাও আমারে ছাইড়্যা গেছিলি গা। এই কথা কইয়া অয় অগ লাইগগা ভাত-টাত রাইন্দা অগ সামনে দিল। তহন কুত্তাডার মোহে আছিল ঐ আনডিডা। কুত্তাডায় মোহের তনে অর সামনে আনডিডা হালাইল। এইয়া দেইখ্যা অয় বোঝদে পারল যে অরা কই গেছিল। তহন করল কি, আন-ডিডার মইদ্যে কেরামতী আছে কিনা হেইয়া দেহনের লাইগগা ঘরের পিছে গিয়া জিগায়, আনডি আগে আছিলি ক্যোর? বোলে কন্যার। এহন? তহন বোলে এহন আমনের। তহন অয় মনে করল ঠিকই আছে। তহন আবার বাড়ীর দিগে ম্যালা করল। বাইত আইয়া যহন বাশশার বাড়ী গেল বাশশায় জিগায়, আমার মাইয়া কই? তহন অয় কয়, আমনের মাইয়া আছে। বাশশায় রাগের চোডে ওরে নিয়া বন্দী কইরা থুইল। অয় বাইতে আনডির কাছে জিগায়, আনডি আগে আছিলি ক্যোর? বোলে

১। গর্তের। ২। নিকটে।

অজগরের। এহন? এহন আমনের। বোলে আমার ঐলে কঙ-রাজার কন্যায় কোন দ্যাশে? কয় অমুক দেশে আছে। হের পর দিন অরে রাজার দরবারে আনা ঐল। রাজায় কয় আমার মাইয়া আইনা দেও। তহন অয় কয়, আমনের মাইয়ায় কোতপালের পোর লগে ভালবাসা করিয়া হের লগে গেছে গা। রাজায় ত হুইনা কয়, তুমি এই দরবারের মইদ্যে আমারে শরম দিলা? তোমার দাহান লাগব। তহন শ্রী-আনডিরে কয়, তুমি গিয়া নিয়া আহ। তহন আনডি কয়, আমার দিনে চলাফেরা করতে অসুবিধা, আমনে ঐ লোয়া ঘষা দেন। হেইলে আতশী জাত আইব, হেগ পাড়াইয়া দেন।

তহন অয় লোহা ঘষা দিছে মতন আতশী জাত আইয়া পড়ল। হেগ পাডাইয়া দিল। গিয়া দ্যাহে দোনজনে পালংগে হুইয়া রইছে, ঐ পালং শুদ্ধা লইয়া আইল। আইন্যা রাজার দরবারে থুইল। রাজায় দেইখ্যা ত আরও লজ্জা পাইল। তহন রাজায় করল কি, সিপাইগো বোলাইয়া কইল যে দুইডা অদ কর। তহন সিপাইরা রাজার কথামত অদ করল। ঐ অদের মইদ্যে অগ দুই জনেরে জ্যাতা গাইড়্যা থুইল। আর রাজার আর এক ছোড মাইয়া আছিল, অর হেই মাইয়ার কাছে বিয়া দিল। এহন বেশ খোশ-খোশালিতে[১] দোন জনের দিন কাডে।

১। আনন্দের মধ্যে।

এক বাশশার কেচ্ছা

কেচ্ছাটি সংগ্রহ করেছেন অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবদুর রব খান। সংগৃহীত হয়েছে জনাব মজিবর রহমান (গ্রাম ও পোঃ হকতুলা, জিলা—পটুয়াখালী) এর কাছ থেকে। সংগ্রহকাল—১৯৭১ ইং।

কাহিনী সংক্ষেপ

এক বাদশার সাত রানীর ঘরে বারটি ছেলে হওয়ার পরে বাদশা পুনরায় বিয়ে করলেন। ছোট রানী সন্তান-সম্ভবা হলে গণক আনা হল। গণক বলে গেল, ভাবী সন্তানের মুখ দর্শনমাত্র বাদশা অন্ধ হয়ে যাবেন। অতঃপর ছোট রানীকে বনবাস দেওয়া হ'ল।

কিছুদিন পরে বাদশা হরিণ শিকারে গিয়ে উক্ত পুত্রকে দর্শনের পর দৃষ্টি শক্তি হারালেন। তারপরে পিতার চোখের ঔষধ আনতে রাজপুত্র রওনা হ'ল। সংগে ছোট ছেলেটিও গেল।

তারপর সে তাজেল কন্যার ঘাটে ওঠল। সেখান থেকে মালিনী বাড়ী গিয়ে থাকল। তারপর একদিন পাশা খেলায় তাজেল কন্যাকে হারিয়ে দিয়ে তাকে বিয়ে করল।

এরপর সে জয়নব পরীর বাগানে পুষ্প আনতে রওয়ানা হলে তাজেল কন্যা তাকে তিনটি তীর দিল। বাঘ এবং শিয়ালের দেশ পাড় হয়ে সে এক নদীর কুলে গিয়ে বিরাট একটা সাপকে তীর দ্বারা হত্যা করে বেরাঙ্গল পাখীর সহায়তায় রাক্ষসের দেশে পৌছল। তারপর এক রাক্ষস কন্যাকে বিয়ে করে রাক্ষসদের ভোজ দিয়ে তৃপ্ত করে সে অনায়াসে জয়নব পরীর বাগানে গেল। ঘুমন্ত জয়নব পরীর পান খেয়ে তার কাপড়ে পানের পিক রেখে সে পুষ্পসহ চলে এল তাজেল কন্যার নিকটে।

অতঃপর ভাইদের মুক্ত করে সে ঐ কন্যাসহ দেশে রওনা করল। ভাই-য়েরা তার আনা পুষ্প ছিনিয়ে নিতে গিয়ে তাকে নদীতে নিক্ষেপ করলে বেরাঙ্গল পাখী তাকে উদ্ধার করল। তরপর দেশে গিয়ে সে পিতার চোখ ভাল করল। তারপর বাদশাহ ছোট ছেলেকে বেশী ভালবাসতে থাকলেন।

কাহিনী শুরু

এক দ্যাশে আছেলে এক বাদশা। তাহার বাদশায় সাউতগা[1] বিয়া করছে। ঐ সাউতগা বিয়ার বারোগগা পোয়া ঐছে। হেইয়ার পর বাদশায় আবার আর এউককা নিহা হরছে। তাহার এহন ঐ ছোড রানীর গর্ভ ঐছে। এহন দশমাস দশদিন উত্তরিয়া যায়, ইতিরমইদ্দে ঐছে কি, এক গোনক আইয়া পড়ছে। এহন গোনকে আইয়া শুইন্যা বাইচ্ছা কয় যে, বাদশা একটা কতা, আমি ভয়ে কমু না নির্ভয়ে কমু? তাহার পিয়া বাদশায় কয় যে, ব্যাডা ভয় কি? তুই নির্ভয়ে ক'। তার পর গোনকে বলে কি, আমনে যে নিহা হরছেন এবিরগা[2] এউককা পোলা ঐবে। এই পোলা আমনে যদি চউকখে দ্যাহেন তয় হেলে আমনের চউখ অন্ধ ঐয়া যাইবে।

তাহার পিয়া ঐল কি, বাদশায় উজির নাজির সব বোলাইয়া আনল। হের পর ঐ ছোট রানীরে বাইন্দা বোনে দিয়া দেয়।

তাহার দিয়া দিছে পর ঐ রানীর ত গর্ভ। তাহার ঐ রানীরে লইয়া পিড পিডাইয়া আটতে আটতে গেছে উজিরে। তারপর কতদুর হানে গেছে। গেছে পর রানী কয় কি, তুমি ঠ্যাংডা এইহানে এটটু থোও, আমি একটু বিশ্রাম করি। তাহার রানী যেই একটু তন্দ্রা গেছে আর উজির হরছে কি, বনে গোনে লতাপাতা ছিইর‍্যা আইনা তাহার রানীর মাথার তলে দিছে। দিয়া তাহার উজীরে আইজও দৌড় কাইলও দৌড়। তারপর ত রানী উইট্ট্যা কান্দন লইছে। এহন রানী কি কইয়া কান্দে --

জল্লাদ ফিরিয়া চাও
শুনিয়া লও
আমার দুস্কের বানী রে।

তাহার এহন ত ঐ জল্লাদে আর হোনে নাই। ও তো দৌড়াইতে দৌড়াইতে গেছে। তাহার গেছে বাদ্শার বাড়ী। তাহার বাদশা বাড়ী গেছে পর আইজ-গ দিন

১। সাতজন। ২। এইবারে।

উত্তরিয়া গেছে। তাহার গেছে পর বাশশায় বোলাইয়া কয়—ভাই উজির, তুমি ত ছোট রানীরে বোনবাস দিয়া আইছ, তয় একবারে ত আর উপাসে থাহা যাইবেনা। তয় তুমি এক নুণ্ঠা হইর‍্যা ভাত লইয়া যাও। ঐ তাহার গিয়া ও ভাত লইয়া গেছে। তাহার লইয়া গেছে পর রানী অরদা পোতে গোনে দেইখাই গিয়া কান্দন লইছে। তাহার কাইন্দা কাইন্দা কয় আর কি, উজির ভাত লইয়া আওয়া লাগবেনা, তুমি যাইয়া বাশশায়রে কইও যে তোমার রানীরে বাঘে খাইছে। এইত ও আবার দৌড়াইতে দৌড়াইতে গেছে বাশশার ধারে। তাহার যাইয়া কয়, বাশশা বাশশা, তোমার ছোট রানীকে বাঘে খাইছে। তাহার বাঘে ত খাইয়াই হারাইছে বাশশা বোজজে। তাহার এহন কি হরবে।

তারপর ঐছে কি—ঐযে বাশশায় আর ছয় রানী আলাহে, হ্যারা তহন বাশশারত্তে কইতে আছে যে, বাশশা তুমি একটা ওসসাও[১] না, আর বাশশাও না। তোমার ছোত রানীরে বোনে দিয়া এহনতরি আমরা কোন অরিং[২] এর মাংস খাইতারলান না।

তাহার ঐছে কি, ঐ বাশশায় পিতলা নাগড়ার বারি দিয়া আবার উজির-নাজির সব ডাকছে। তাহার ডাইক্যা এহন বাশশায় অরিং শিকারে যায়। তাহার গেছে ত উজিরে রানীরে যেই জোঙ্গলে দিয়া আইছেন হেই জোঙ্গলেই। তাহার হেই জোঙ্গলে যাইয়া ব্যাড় দিছে। ব্যাড়[৩] দিছে পর উজির নাজির অরা ত ওকুল দিয়া ব্যাড় দিছে--আর এক উজির জোঙ্গলের ভিতরে হ্যাইন্যা[৪] জোঙ্গল টেঙ্গর পিডায়। আর বাশশায় রইছে এককুনে। তাহার ঐ ছোত রানীর পোয়ারে বাশশায় দেখছে। দেইখ্যা এহন কয়, উজির-নাজির কে কেহন[১] আছ, আমারে ধর। আমার চোহে জানি কি হানছে।

এইয়ার পর আরে আস্তে আস্তে দইর‍্যা বাড়িতে লইয়া গেছে।

তাহার ঐছে কি, ইতির ভিতরে ঐ পোয়া ডাংগর ঐছে। তাহার গিয়া অর বাপে ঐ বার ভাইরে পাডাইয়া দিছে। জয়নাদ পক্ষীর বাগানে পুষ্প

১। পাকঘর ২। হরিণের। ৩। ঘেরাও করিয়া ৪। ঢুকিয়া।

১। কোথায়।

আছে, হেই পুষ্প আইন্যা বাদশার চোহে বাইট্যা দিবে, তয় বাদশার চউখ ঠিক ঐবে। তাহার পর ঐ বড় ভাই অরা বড় নায়তে এক গুল্টি দুই গুল্টি, তিন গুল্টি বাদাম তুইল্যা দক্ষিণা পিড়া-পিইড়্যা[1] বাহাত হেইন্নাতে ম্যালা করছে। মেলা করছে পর ঐ ছোডরানীর পোয়া হে কয়— মা, তোমার পোয়া অইয়া আমি আইজতরি[2] এই গাংগের কুলে যাইতারলাম না। মা তাহার কয় যে, তুই যাবি কি বাবা, ও কুলে গেলে তোরে বাঘে টাঘে খাইয়া হালাইবে। তাহার গিয়া কয় কি বোলে ও দৌড়াইতে দৌড়াইতে গেছে গাংগের কুলে। তাহার গাংগের কুলে যাইয়া দ্যাহে অরা যায়।

হ্যারপর ঐ ছেমড়া ডাক দিছে, কয়, এই তোরা যাও কই? মোরে এউট্টু লইয়া যাও। আমি তোমাগো তামাক সাজাইয়া খাওয়ামু। তারপর অরা কয় কি, কলে বাড়া তোরে নিমু কি ঐহানে শয়তান, ভুত না পেত্নী গুম্মে যামু, হেশে আমাগ চুবাইয়া চুবাইয়া মাইর্যা হালাইবে। এইভাবে বার জোন বার বুদ্ধি করছে। তাহার গিয়া ঐ চ কি, ও কিড়া দিছে, তোরা যদি না যাও তোরা কাউল্যা[3] কোরানের মাথা খাও। তাহার অরা আইছে। আইয়া নাও লাগাইছে। লাগাইছে পর কয় কি যে, ভাই তুই যাবি কই? আমাগ বাহে অন্ধ ঐয়া গেছে। আমরা জয়নাব পরীর বাগানে গোনে পুষ্প আইন্যা আমার বাহের চউক্খে দিম। হেইলে হের চউক ভাল ঐবে। তুই যাবি কই আমাগ লগে।

তাহার ও কয় যে, আমিও হেইহানে যামু। আমার মায়রে বাহে বোনবাসে দিছে। আমার লাইগ্গাই আমার বাহের চউখ গেছে, আমি তোমাগ ভাই ঐ। তারপর ত অয় গেছে। অর মায়ও সহজে অরে যাইতে দিতে চায় না। তাহার ও দৌড়াইয়া গেছে। কয় কি, মা আমি দুই দিনের মইদ্যে আইয়া পড়মু। তাহার ঐছে কি, অর মায় ঐ হানে যাইয়া কানতে কানতে চোহে আবড়া[4] পড়ছে।

১। মৃদু মৃদু দখিনা বাতাস, ২। আজ পর্যন্ত। ৩। কালো অক্ষরে লিখিত কোরান শরীফ। ৪। চোখে ছানি বা পর্দা পড়িয়াছে।

তাহার ও তো গেছে। যাইয়া তাজেল কন্যার ঘাটে ওটছে। তাহার এক ব্যাডারডে জিগায়, ভাই এডারে কি ঘাট কয়? কয় কি, এডারে তাজেল কন্যার ঘাট কয়। তাহার কয় যে, এই মাতারীর[১] লগে কেঐ পাশা খেলাইয়া জেত্‌তেও পারে না আর মাতারীরে বিয়াও করতে পারে না। হেইয়ার পর অরা বার ভাই এক করতে করতে ব্যাবাকেই[২] গেছে। হেরপর গেছে পর অগ লগে ঐ মাতারী আবার কিড়া কাইর‍্যা লইছে। কইছে যে, না জেত্‌তারলে বার বছর আমার গোলাম খাডা লাগবে।

তাহার ত অরা গ্যাছে। তাহার ঐযে ছোড ভাই, হে নায়তেই বইয়া রইছে। তাহার বইয়া রইছে পর এহন ত দ্যাহে অর বার ভাই কেঐ আহেনা। তাহার গিয়া ও গ্যাছে। যাইতে যাইতে পাইছে এক মালনী বাড়ী। যাইয়া দ্যাহে, মালনী বাড়ীর বুড়ী চুল মেইল্যা দিয়া অন্যদিগে হিইর‍্যা পাও লাইম্‌হা[৩] বইয়া রইছে। তাহার ও ঠিক করতে পারে না। তারপর ও যাইয়া কয় কি যে, দিম বোলান। যেয়া করে আল্লায়। এই ত আর কি, পিছকুলে খাড় ঐয়া দিছে ডাক। কয় কি মালী মা, মালী মা আদাপ। এইয়ার পর কয় কি, কিরে গোলামের[৪] পো তুই কাডা? আমার ত কোন হানে নাই একটা বুইনপুত, নাই একটা ভাইরপুত। তুই কোনহান[৫] গোনে আইছ। তারপর ও কয় কি বোলে, হয় মালী মা, এই রহম মায় কইয়া দিছে। অমুকখানে হেই বাড়তে যাইয়াই ঠিক কইর‍্যা ওটতারলেই ঐবে। তুই যদি কোন বিপদে পড় তয় হে উদ্ভাইয়া দিবে।

তাহার গিয়া ত ও যাইয়া ওটছে। ওটছে পর এহন মালনী আবার কয় আরে হ্যামড়া, আমার বাগানে আছেলে এত ফুল গাছ। সব মইর‍্যা গেছে। এহন তুই আইছ, তোরে খাওয়াইম কি?

তারপর ঐ হ্যামরা কয় কি, মালী মা, আমনে বাশ্‌শা বাড়ী যাইয়া ভাংগা একটা বালতি আর কোদাল টোদাল আনেন। আমি দেহি পানি-টানি

১। স্ত্রী-লোকের সাথে। ২। সকলেই। ৩। বিছাইয়া বা ছড়াইয়া।
৪। গালি বা বকুনী বিশেষ। অর্থাৎ গোলাম বা চাকরের ছেলে।
৫। কোথা-হইতে।

দিয়া ফুল-টুল অয় কিনা। হেরপর আইনা দিছে একটা বালতি, আর একটা কোদাল। তারপর ছেমরা করছে কি, সব গাছে কোড়াইয়া পানি টানি দিয়া থুইয়া যাইয়া সব জাগা আতাইয়া পাইছে কতগুন তেলা পোকার লাদ[1]। ঐয়া রাইন্দা টাইন্দাই তাহার খাইছে।

ইতির মইদ্যে দ্যাহে কি, বুড়ীর গাছ ত আগেই মইর‍্যা গেছে। এহন ফুলের গেরানে টিকতারে না। হেইয়ার পর ত ফুলটুল বেইচ্যা-টেইচ্যা বুড়ীরে দেয় এক পয়সা, ও নেয় দুই পয়সা। এই রহম মিলাইয়া আনে।

হেইয়ার পর ও হরছে কি, একটা বেক্তীর ছাও কেনছে। আর মালীরতে জিগাইছে পর মালীই কইছে যে পাশা খেলায় এই এই ব্যাপার। কয় যে এউককা বিলে[2] এউককা ইন্দুরের ছাও আছে। আতে তালি দিলে ঐ দুগনায়[3] পাহা গুডি কাঁচা করে আর কাঁচা গুডি পাহা করে।

হেইয়ার পর বেক্তীর ছাও কিইন্যা ও হরলে কি মালনী বাড়ী যাইয়া এক নেলা[4] খায় আর তিন নেলা পাকেডে ভরে। তারপর রাইতে নামায় ভাত থুইয়া আতে তালি দেয়। বেক্তীর ছাওডায় নাইম্যা খায়। এই রহম করতে করতে তুতি[5] বানাইয়া হালাইছে।

তাহার রাইতে মালী খাইতে বইছে পর অরে বোলায় ভাত খাইতে। ও কয় নাহ, আমার পেটে ব্যাতা করে। আমি খামু না। মালীও খাইবে না। তাহার না পাইয়া হরছে কি, অর মালী গুমাইছে পর বাদশা বাড়ী গেছে। তাহার যাইয়া এক মীট পাশা খেলাইছে। তাহার কুমারে পাহা গুডি কাঁচা আর নিজের কাঁচাগুডি পাহা করছে কন্যারা ঐভাবে। তারপর ও কয় কিযে, আমি এক মীট দুই মীট খেলাই না—আমি খেলাইম-শতমীট। তাহার বাকী সাত মীটে কুমার-যেতছে। তাহার যাইয়া কয় কি যে তুমি ত পাশা খেলাইয়া হারছো। হারছো পর বিয়া ঐছে। বিয়া ঐছে পর ঐ কন্যার ত গুমে দরছে। ঐ কন্যাই যাইয়া এট্টু তন্দ্রা গেছে। গেছে

১। তেলা-পোকা বা উরসুলার মল। ২। বিড়াল ৩। দুইটিতে। ৪। লহমা বা একবারে যেপরিমান আহার্য বস্তু মুখে দেওয়া যায়। ৫। শিকারী।

পর এহন ঐ কুমারে হরছে কি, লাফ দিয়া পইড়্যা ওহান দিয়া দৌড়াইয়া গেছে। দৌড়াইয়া গেছে পর-এহন ত গুমে দিয়া উইট্যা ঐ রানী-কানতে আছে। তাহার কানতে আছে পর মালনী বাড়ীর বুড়ী লইয়া গেছে। তাহার লইয়া গেছে পর যাইয়া দ্যাহে কান্দে। তাহার ত মালা দিয়া বাড়তে গেছে। তাহার মালী জিগায়, কিরে তুই বাড়ী গেছিলি নাহি? কয় নাহ। তাহার হরছে কি, ও নাইয়া ধুইয়া আবার ঐ বাড়তে গেছে।

তাহার ও বাড়তে গেছে পর কয় কি, আমি যাবার সময় তোমাকে লইয়া যামু। আমার ত বার ভাই আটকা আছে। তুমি কান্দা কাডা কইরোনা। আমি জয়নাব পরীর বাগানে গোনে পুষ্প আইন্যা আমার বাবার চউকখে দিমু। তাহার ঐছে কি, ঐ রানী বুদ্ধি টুদ্ধি হইর‍্যা তিনডা তীর দিয়া দিছে। তীর দিয়া দিছে পর ও গেছে। যাবার কালে ঐ তাজেল কন্যায় কইয়া দিছে যে, তুমি গেলে পর একটা বাজবে বাঘের দ্যাশ, একটা হিয়ালের আর একটা রাখালের। তাহার বাঘের দ্যাশ যে কালে বাজবে হেকালে বড় তীরডা কমবা কিন্তু মারবানা।

তারপর ত ও আস্তে আস্তে গেছে। তাহার পেরথমই বাঘের পুরী বাজছে। তাহার ত ও তীর কমাইছে, মারে নাই। তাহার গিয়া বাঘে জিগায়, বেডা তুই যাবি কেমনে। ও কয় যে-আমি জয়নাব পরীর বাগানে যামু পুষ্পের লাইগগা। হেরপর বাঘে অরে হিয়ালের দ্যাশ তরী আর কি আউগগাইয়া[১] দিছে। হেইয়ার পর ও করছে কি আবার এহান দিয়া আডে। আটতে আটতে যাইয়া দ্যাহে হিয়ালের দ্যাশ। হেইয়ার পর ত ঐ রহম তীর দ্যাহাইছে, ছোড তীরডা—তাহার ঐ হিয়ালেরা আইয়া অরে আতে আতে দইর‍্যা কয়, মনু তুমি যাবা কই?

তাহার ঐ কুমার কয় কি যে, আমি যামু অমুকখানে। এই নিয়া তাহার একটা নদীর কূলে নামাইয়া দিছে। দিছে পর অর আর কি রৌদে গুমে দরাছে ব্যামালা[২]। তাহার ও যাইয়া একটা গাছের কূলে বইছে। বইছে পর নদীগোনে একটা সাপ এমনভাবে ওটতে আছে যান ঐ ভাগা লয়

১। এগিয়ে দিয়েছে। ২। অনেক বা অত্যধিক।

ঐয়া গেছে। তাহার গেছে পর ঐ সর্পডা গাছ বাইয়া ওটতে আছে। এহন ঐ গাছটা দাহায় কি রহমের বড় একটা দোতালা-তেতালা বাড়ীর ল্যাহান। তাহার ও তিনডা তীরই মারছে। একটা মারছে মাথায়। হের পরেরডা মাজায়, শেষের তীরডা মারছে লেজুরে[১]। তাহার মারছে পর হাপটা ঐ গাছের লগেই গাইথ্যা রইছে। তাহার গাইথ্যা রইছে পর ও গাছ বাইয়া ওটছে, উইট্যা দ্যাহে যে একছের ফোড়া। তাহারও আউ্তে আউ্তে পোরতেকটা ফোড়া বিচরাইছে[২]। তাহার কোন ফোড়ায়ই মানুষ জন কিছুই দ্যাহেনা। তাহার ও গেছে আর একটা ফোড়ায়। হেইডার মইদ্দে যাইয়া দ্যাহে দুগ্‌গা পক্‌খী হেইহানে—বেরাঙ্গন পখকী। তারপর অরে দেইখ্যা পকখীতে[৩] ডাক দিছে, কে তুমি? তাহার ও কয় কি যে, আমি অমুক বাশশার পোয়া। তাহার ঐ পকখী দুইডায় কয় কি রে ভাই, তোমারে আমার মা-বাপেই খোঁজদে আছে। আমাগ চউখ ফোঁডে না আইজ অনেক বছর দইর‍্যা। তা তুমি যদি দুই ফোঁড়া রক্ত দিতা তয় মোগ চোখ দান ঐতে।

তাহার এই কথা কইছে পর ও দুই ফোঁড়া রক্ত দিছে অর আঙুল কাইট্যা।

হেইয়ার ঐছে কি অর রক্ত দিছে পর ঐ ছাও দুইডায় চউখ মেইলা অরে দেখছে। তাহার ঐছে কি, একটু পরই অর মা বাহে হোঁস হোঁস করতে করতে আইছে। তাহার অর যাইয়া ঐ ছাও দুইডার পাখার নীচে পালাইয়া রইছে। হেরপর বুড়া পংখী দুইডায় আইছে পর এহন অরা কয় ময়নার ছাও আদার খাও।

এহন বাচ্চায় কয়, আমরা আর আদার খামু না, কতাও কমু না তোমাগো লগে। তোমরা যতদিনে আমাগ চক্ষু দান দিতে না পারবা।

তাহার এহন ছাও দুইডায় জিগায়, আচ্ছা মা, বলো আমাগ যদি কেঐ চক্ষুদান দিতে পারে হেগ তোমরা ক্যামন বোঝবা। কয়, তোগ মতই ভাল বাসুম। তাহার এইয়া কইছে পর অয় ঐ পাখের নীচের তন খাড়া-ঐছে[৪]। তারপর ঐ ছাওদুইডায়ও চউখ মেইল্যা-চাইছে।

১। লেজ ২। খোঁজ করিয়া বা তল্লাশী করিয়া ৩। এক ধরনের বড় পাখী হিংস্র স্বভাব সম্পন্ন। ৪। দাঁড়াইয়াছে।

তাহার ঐছে কি, এহন পককী দুইডায় জিগায়, তুমি কেমনে যাবা? ও কয় কি যে, জয়নাব পরীর বাগানে পুষ্প আনতে। তাহার হরছে কি, পকখীতে অরে পাখে কইর‍্যা উড়াইয়া নিয়া ওপাড় দিয়া আইছে পর রাকখসে পাইছে অরে। তাহার পাইয়া এহন অরে আতের উরপে দইর‍্যা নাচায়। কয় কি যে, খাড়ুইর‍্যা[১] পকখী-পকখী পাইছি। তাহার এহন একজনে কয় খামু। আর কয়জনে কয়, না অরে খামু না। আর একজনে কয়, হ ঠিকই, অরতে আমার নাতনীরে বিয়া দিমু—তাহার ও নাতী জামাই ঐবে।

তারপর ঐছে কি, ঐ বেরাঙ্গের পকখীতে-অরে একটা পর দিয়া যায়। তাহার পরডাও অর লগেই। তাহার ঐছে কি, ঐ ছ্যামরারডে একটা রাকখসে হ্যার নাতনীরে বিয়া দিছে। তাহার ঐছে কি, এহন ঐ রাক্ষসটি নাতী জামাইর কাছে খাইতে চায়। তাহারে ও কয় কি, যে কমলা-দুধ, আর ময়দা আন। আর চিনি আন। তারপর অরা আনছে। আনছে পর অগ দিয়া একটা-কুম্বা বানাইয়া হেইয়াতে চড়াইয়া রাখছে। তাহার বাইন্যা দিছে পর অরা খুইছে। এহন লাড্ডু ত এক-একটা অরা গিইল্যা-গিইল্যা খায়। তাহার ও কয় কি, ঐভাবে চাবাইয়্যা খাও। তাহার—তাহার খাইয়া খুব মজা পাইছে।

তাহার এহন রাকখসের মাইয়ায় কান্দে। হুইন্যা এহন আর হগল রাকখসে জিগায় তুমি কান্দকা? কয় যে এই রহম, জয়নাব পরীর বাগানে যাইবে আমাদের নাতী জামাই পুষ্পের লাইগ্যা। হেইয়ার লাইগগাই আমি কান্দি। তাহার একটা রাকখসে কয়, হেইয়াতে কান্দোন লাগে কিসে? আমরাই যাইয়া আউগ্‌গাইয়া দিয়া আমুহনে। তাহার ঐছে কি, ঐ কুমার একটা রাকখসের গেডীর উপরে ওটছে। ঐ সিঁড়ি দিয়াই ওটছে। তাহার ও জিগায়, আর কতদূর? কয়, এইত ঐছে। এইভাবে ওটতে ওটতে হেই জয়নাব পরীর বাগানে গেছে।

তাহার জয়নাব পরীর বাগানে যাইয়া দ্যাহে যে, জয়নাব পরী গুমাইছে। তাহার গুমাইছে পর ও যাইয়া করল কি, পান খাইয়া চুন চিবাউ[২]

১। খুব ছোট এক ধরনের পাখী। ২। চিবানো পানের রস।